Contents

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৩তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০৯

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১৩তম বর্ষ ডিসেম্বর ২০০৯ ইং ৩য় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

ঐক্য দর্শন

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ ব্যতীত সে বাঁচতে পারে না। আর সমাজ থাকলে সেখানে ঐক্য চেতনা থাকবেই। যদিও সেখানে অনৈক্যের চেতনাও পরিস্ফুট। চিন্তা ও চেতনার ঐক্য মানুষকে সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করে। একই ভাবে অনৈক্য তাকে বিভক্ত ও দুর্বল করে। মানুষের মধ্যে মতভেদ সাধারণতঃ দু'প্রকারের হয়ে থাকে। এক- স্বভাবগত মতভেদ, যা থেকে মুক্তি পাবার ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষের কল্যাণের স্বার্থেই আল্লাহ এটা করেছেন। যেমন একই বিষয়ে পাঁচ জনের পাঁচটি মত আসলো। দেখা গেল তার মধ্যে একটি মত সকলের জন্য কল্যাণবহ। তখন সকলে সেটা গ্রহণ করল ও উপকৃত হ'ল। এভাবে জ্ঞান ও বুঝের ভিন্নতার মধ্যেই সমাজের মঙ্গল ও অগ্রগতি নিশ্চিত হয়। কেউ বিজ্ঞান ভাল বুঝেন, কেউ ব্যবস্থাপনা ভাল বুঝেন, কেউ ব্যবসা ভাল বুঝেন। আবার একই বিষয়ে কেউ বেশী কেউ কম বুঝেন। এভাবেই সমাজ এগিয়ে চলে। এসব মতভেদ তাই কল্যাণকর। আল্লাহ বলেন, 'এজন্যেই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন' *(হূদ ১১/১১৮)*।

মতভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির দ্বিতীয় কারণ হ'ল আল্লাহ্‌র বিধানের উপর মানবীয় বিধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এটাই মানব সমাজকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা এটি হেদায়াতের আলোক বর্তিকাকে ঢেকে দেয়, যা আসমান থেকে যমীনে অবতীর্ণ হয়েছিল মানবীয় বিধানের অনিষ্টকারিতা হ'তে মানুষকে বাঁচানোর জন্যে। মানুষের জ্ঞান সীমিত। সে জানেনা তার ভবিষ্যৎ প্রকৃত মঙ্গল কিসে আছে? তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এই যে, তাকে পথ চলার জন্য আল্লাহ যে সামান্য জ্ঞান দিয়েছেন, তাতেই সে নিজেকে বড় জ্ঞানী ভাবে ও নিজের ফয়ছালাকেই নিজের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর মনে করে। অথচ তার প্রকৃত কল্যাণ কিসে, সেকথা তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা। আর এজন্যেই মানুষকে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ধারণের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন *(আলে ইমরান ১০৩)*। ঐ রজ্জু ছেড়ে দিলে মানুষ ছিটকে পড়বে অনৈক্য ও অশান্তির হুতাশনে, যেখান থেকে সে আর উঠে আসতে পারবে না, আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত। ঐ রজ্জু হ'ল পবিত্র কুরআন ও তার ব্যাখ্যা রাসূলের হাদীছ। মানুষ যাতে ঐ রজ্জু থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, সেজন্য তিনি কঠোর নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা ফের্কায় ফের্কায় বিভক্ত হয়েছে এবং তাদের কাছে স্পষ্ট বিধান সমূহ এসে যাওয়ার পরেও নিজেদের মধ্যে মতভেদ করেছে। আর ওদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি' *(আলে ইমরান*

Contents

৩/১০৫)। যারা ঐ রজ্জুধারী হবে, তারা পরস্পরের মহব্বত ও ভালোবাসার মাধ্যমে একটি দেহের ন্যায় সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী হবে। একটি দালানের ইটের ন্যায় একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকবে। দেহের একটি অঙ্গে আঘাত হ'লে আরেকটি অঙ্গ ব্যাথাতুর হবে। নিদ্রায় ও জাগরণে সর্বদা পরস্পরের সমব্যথী হবে। তারা সর্বদা উক্ত রজ্জু বিরোধীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন হবে এবং নিজেদের মধ্যে রহমদিল হবে।

এক্ষণে আল্লাহ প্রেরিত ঐক্যদর্শন হ'ল আমরা সবাই এক আদমের সন্তান। কারু উপরে কারু প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত। অতএব সকলের প্রতি বিনয় ও সহনশীলতাই হবে মানবীয় ঐক্যের ভিত্তি। যে ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে মানুষকে আহ্বান জানানো হয় তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের অনুসরণের প্রতি। যারা সে আহ্বানে সাড়া দিবে, তারা আমার ভাই। আর যারা সাড়া দিবে না, তাদের প্রতি কোন যবরদস্তি নেই। তবে একথা তাদের নিকট স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, আল্লাহ্র আনুগত্যেই উত্থান ও তাঁর অবাধ্যতায় পতন অবশ্যম্ভাবী। আর সে আনুগত্যের জন্য আক্বীদা ও আমলে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হওয়া এবং ছাহাবায়ে কেরামের ও মুহাদ্দেছীনের বুঝ অনুযায়ী দ্বীনের বুঝ হাছিল করা আবশ্যক। এর বাইরে গেলে শয়তানী খপ্পরে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে।

ইসলাম একটি সামাজিক ধর্ম। জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন ইসলামের মৌলিক নির্দেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নানা কারণে এখানে সকল মুসলমান এক জামা'আতভুক্ত নয় বা হ'তে পারে না। যদি কারণগুলি পরস্পরে বিদ্বেষমূলক ও শত্রুতামূলক হয় এবং ইসলামী আদর্শের বাইরে বিজাতীয় কোন আদর্শের বাস্তবায়ন লক্ষ্য হয়, তাহ'লে ঐসব দল ও সংগঠন জাহেলিয়াতের সংগঠন হবে এবং ঐসবের অন্তর্ভুক্ত সকলে আল্লাহ্র নিকট দায়ী হবে। আর যদি কোন সংগঠনের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সে আলোকে সমাজ সংস্কার হয়, তাহ'লে তা হবে সত্যিকারের ইসলামী সংগঠন। তার সংখ্যা একাধিক হ'লেও তা দোষের হবে না। বর্তমান কম্পিউটার যুগে এইসব সংগঠন দ্রুত একত্রিত হ'তে পারে এবং যেকোন ইসলামী বিষয়ে দ্রুত পরামর্শ করে ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্যে উপনীত হ'তে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, এদেশে সেক্যুলার সংগঠনগুলির চাইতে ইসলামী সংগঠনগুলির নেতা-কর্মীরা যেন মনে হয় অধিক দুনিয়াদার। দীর্ঘ সিকি শতাব্দীর অধিক কাল ধরে (১৯৭৮-৯৮) একটি ইসলামী দলের ঐক্য প্রচেষ্টা এবং জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের পরলোকগত খতীবের আন্তরিক প্রচেষ্টা (১৯৯৮-২০০৫) যে কারণগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, তার সারকথা দাঁড়ায় একটাই 'দুনিয়া'। স্রেফ দুনিয়াবী স্বার্থের কারণেই দেশের ইসলামী নেতৃবৃন্দ এক প্লাটফরমে আসতে পারেননি। এই ব্যর্থতার একটা মৌলিক কারণ নির্দেশ করা যায়। সেটি হ'ল তাদের পুরা চেষ্টাটাই ছিল ক্ষমতা কেন্দ্রিক। কীভাবে সেক্যুলারদের হটিয়ে ইসলামী নেতাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানো যায়, অথবা সেক্যুলারদের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগি করা যায় সেটাই ছিল তাদের দীর্ঘ ঐক্য প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। এর ফলে তারা দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা ও বিভেদের বীজ তাদের অজান্তেই বপন করেছেন। তার চাইতে যদি তাঁরা সমাজ সংস্কারকে লক্ষ্য বানাতেন এবং কথিত সেক্যুলার নেতাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে তাদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতেন, তাহ'লে তারা আদৌ সেক্যুলার থাকতেন কি-না সন্দেহ। আলেমগণ ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় না গিয়ে অভিভাবকের ভূমিকায় থাকলে এবং প্রচলিত পুঁজিবাদী ও পাশ্চাত্যের দুনিয়াদার রাজনীতির নৌকায় চড়ে ইসলাম কায়েমের দুঃস্বপ্ন না দেখলে এদেশে ইসলামের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেত। বিস্ময়কর এই যে, এইসব ইসলামী নেতারাই আবার সেক্যুলার নেতাদের সাথে জোট করার জন্য ও তাদের করুণায় মন্ত্রী হবার জন্য লালায়িত হন। আর যদি মন্ত্রী হ'তে পারেন, তখন তাদের প্রধান টার্গেট হয় সমমনা আরেকটি ইসলামী দল বা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা। দলীয় সংকীর্ণতার চরম পরাকাষ্ঠা তারা যা দেখিয়ে থাকেন, সেক্যুলার নেতারাও তাতে লজ্জা পান। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, প্রচলিত রাজনীতি, অর্থনীতি ও বিচার নীতি সবটাই ইসলাম বিরোধী ও মানবতা বিরোধী। বামপন্থীরাই বরং এ ক্ষেত্রে বেশী সোচ্চার। অতএব ইসলামী সংগঠনগুলির দায়িত্ব এই প্রতারণা পূর্ণ ও পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। কিন্তু তারাই যদি ঐসব ইসলাম বিরোধী আদর্শের সঙ্গে আপোষ করেন এবং সেগুলির মাধ্যমে ইসলাম কায়েমের পপথ নেন, তবে সেটা ময়লার ড্রেনে নেমে গায়ে সাবান দেওয়ার মত হবে না-কি?

আমর বিন মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন সংগঠন ব্যতীত সম্ভব নয়। এমনকি ছহীহ হাদীছের একটি বিধান ব্যক্তি জীবনে কায়েম করতে গেলেও সাংগঠনিক শক্তি প্রয়োজন। সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি ছহীহ

Contents

হাদীছের বিধান দ্রুতবেগে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়ে যায় স্রেফ একটি নির্দেশনার মাধ্যমে। 'মতপার্থক্য সহই ঐক্য' ফর্মুলা নিয়ে এবং সব দলের নেতাদের প্রেসিডিয়াম সদস্য বানিয়ে পর্যায়ক্রমে নেতা বানানোর সুযোগ দিয়েও একই মাযহাবের আলেমদের ঐক্যবদ্ধ করতে না পারার দীর্ঘ প্রচেষ্টার ব্যর্থতা হাদীছপন্থী হবার দাবীদার গণের সাবধান হওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করি। যদিও পথভ্রষ্ট আলেমদের তওবা করে ফিরে আসার নযীর ইতিহাসে একেবারেই বিরল।

বর্তমানে জামা'আতী যিন্দেগীর বিরুদ্ধে দু'ধরনের প্রচারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা অনেক দ্বীনদার ভাই-বোনকে সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। এক- এর ফলে সমাজে বিভক্তি ও বিশৃংখলা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় শিরক ও বিদ'আতের ব্যাপকতা বেড়ে যাচ্ছে। দুই- একাকী ছহীহ হাদীছ মেনে চলে ভাল মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট নিরাপদ ও সমাজের জন্য কম ক্ষতিকর'। দু'টির পিছনেই কম-বেশী যুক্তি রয়েছে। কিন্তু দু'টিই কুরআন-হাদীছের বিরোধী। কেননা ইসলামের পুরো বিধানই সামষ্টিক। এমনকি ছালাত আদায় করলেও একাকীর চাইতে জামা'আতে ছালাতের নেকী ২৭গুণ বেশী। যদিও একাকী ছালাতে আল্লাহ্র প্রতি মনোযোগ বেশী দেওয়া যায়। তিনজনে সফরে গেলেও একজনকে আমীর বানিয়ে সুশৃংখলভাবে সফরের নির্দেশ এসেছে হাদীছে। আল্লাহ্র হাত রয়েছে জামা'আতের উপরে। জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেই বাঘে ধরবে বলে হাদীছে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। শক্তিশালী মুমিনকে দুর্বল মুমিনের চাইতে আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় বলা হয়েছে। এমনকি একটি রাত ও একটি দিন আমীর বিহীনভাবে বিচ্ছিন্ন জীবন কাটাতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলের মৃত্যুর পরপরই তাঁর জানাযার চাইতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় আমীর নির্বাচনকে। উপরোক্ত সব নির্দেশনা সাংগঠনিক জীবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। অতঃপর সংগঠনের মাধ্যমে শিরক-বিদ'আতের প্রচলন যেমন সহজ হয়, তার উৎসাদন করাও তেমনি সহজ হয়। অতএব এ যুক্তি ধোপে টিকে না। দ্বিতীয়তঃ একাকী ভাল থাকার যুক্তি আরও হাস্যকর। কেননা তখন তাকে গাইড করার কেউ থাকে না। ফলে এক সময় সে স্বেচ্ছাচারিতার শয়তানী খপ্পরে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এর অসংখ্য নযীর ভুক্তভোগীদের সামনে রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তার এ একাকী বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পসন্দনীয় নয়। অতএব তা কোন দ্বীনদার ব্যক্তির পসন্দনীয় হ'তে পারে না।

ইসলামে ফির্কাবন্দী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলি ঐ ফের্কা যা মন্দ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। যদিও মুখে সবাই সুন্দর কথা বলে থাকে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা যাদের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী এবং যতক্ষণ তারা কর্মতৎপর থাকবে, ততক্ষণ সেখান থেকে বের হয়ে যাবার কোন অবকাশ যেমন নেই, তেমনি পৃথক দল গঠনেরও কোন সুযোগ নেই। সেটা করলে স্রেফ দলবাজি হবে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। পরস্পরের বিরুদ্ধে গীবত-তোহমত, অপবাদ ও মিথ্যা প্রচার কখনোই কোন ইসলামী কর্মসূচী হ'তে পারে না। যারা এসব করে ও এতে আনন্দ পায়, তাদের চাইতে নিকৃষ্ট কোন লোক আল্লাহ্র আসমানের নীচে নেই। এখানে কোন্ দল আগের ও কোন্ দল পরের, সেটা দেখার বিষয় নয়। বরং দেখার বিষয় হ'ল কোন্ সংগঠন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কতটুক অনুসারী এবং কথায় ও কাজে মিল কতটুকু ও তারা কতটুকু কর্মতৎপর, সেটা যাচাই করা। এর বাইরে মূল্যায়নের আর কোন মানদণ্ড নেই। কুরায়েশদের কাছে ইবরাহীমী ধর্মের বড়াই ছিল। সেকারণ তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দাওয়াতকে নতুন ভেবে কবুল করেনি। বরং তাঁকে 'সমাজে বিভক্তি সৃষ্টিকারী' বলে অপবাদ দিয়েছিল। অথচ কুরায়েশ নেতারাই ছিল পথভ্রষ্ট। অতএব পুরানো সংগঠনের বড়াই করে লাভ হবে না। বরং ছহীহ আক্বীদা ও আমলের অনুসারী সংগঠনকে স্বাগত জানাতে হবে, এটাই নিয়ম। পিছনের দোহাই দেওয়াটা জাহেলী যুগের লক্ষণ। আবার ইজতিহাদের দোহাই দিয়ে ইসলামকে পাশ্চাত্যের পুচ্ছধারী বানানোর চেষ্টা ইক্বামতে দ্বীনের কোন অংশ নয়; বরং ওটা দ্বীন ধ্বংসের নামান্তর। ইসলাম ইসলামই। তাকে মডার্ণ বানানোর অপচেষ্টা ছাড়তে হবে এবং বর্তমান রাজনীতিকে ইসলামী রাজনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এক্ষণে জাতির প্রকৃত ঐক্য দর্শন হ'ল হাবলুল্লাহ্র দর্শন। সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়া এবং তার মানদণ্ডে সবকিছুকে বিচার করাই হ'ল মানবীয় ঐক্যের স্থায়ী দর্শন। এর বাইরে কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য নয় এবং নির্ভরযোগ্য নয়। অতএব আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমরা সার্বিক ঐক্য গড়ে তুলি!- আমীন!! *[স.স.]*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(১৫তম কিস্তি)

কুরআনে বর্ণিত চারজন নারীর দৃষ্টান্ত:

পবিত্র কুরআনের সূরা তাহরীমের ১০-১২ আয়াতে আল্লাহ পাক চারজন নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে তা থেকে সকলকে উপদেশ হাছিল করতে বলেছেন। প্রথম দু'জন দু'নবীর পত্নী। একজন নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী, অন্যজন লূত্ব (আঃ)-এর স্ত্রী। এ দু'জন নারী তাওহীদ বিষয়ে আপন আপন স্বামীর তথা স্ব স্ব নবীর দাওয়াতে বিশ্বাস আনয়ন করেননি। বরং বাপ-দাদার আমলের শিরকী আক্বীদা ও রীতি-নীতির উপরে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হয়েছেন। পয়গম্বরগণের সাথে বৈবাহিক সাহচর্য তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

বাকী দু'জন নারীর একজন বিশ্বসেরা নাস্তিক ও দাম্ভিক সম্রাট ফেরাঊনের পুণ্যশীলা স্ত্রী 'আসিয়া' বিনতে মুযাহিম। তিনি মূসা (আঃ)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করেন। ফেরাঊনের ঘোষিত মৃত্যুদণ্ড তিনি হাসিমুখে বরণ করে নেন। কোন কোন রেওয়ায়াত অনুসারে আল্লাহ পাক দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের গৃহ প্রদর্শন করেছেন।[১] চতুর্থ জন হ'লেন হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা মারিয়াম বিনতে ইমরান। স্বীয় ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে তিনি আল্লাহ্র নিকটে মহান মর্যাদার অধিকারিণী হন। এ থেকে বুঝানো হয়েছে যে, পুরুষ হৌক বা নারী হৌক প্রত্যেকে স্ব স্ব ঈমান ও আমলের কারণে জান্নাতের অধিকারী হবে, অন্য কোন কারণে নয়।

মূসা (আঃ)-এর উপরে ঈমান আনয়নকারিনী আসিয়াকে শেষনবী (ছাঃ) জগৎ শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলার মধ্যে শামিল করেছেন। উক্ত চারজন হ'লেন ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম, মারিয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ও ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ।[২]

বনু ইস্রাঈলদের উপরে আপতিত ফেরাঊনী যুলুম সমূহ:

জাদুর পরীক্ষায় পরাজিত ফেরাঊনের যাবতীয় আক্রোশ গিয়ে পড়ল এবার নিরীহ বনু ইস্রাঈলগণের উপর। জাদুকরদের ঈমান আনয়ন অতঃপর তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান, বিবি আসিয়ার ঈমান আনয়ন ও তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান ইত্যাদি নিষ্ঠুর দমন নীতির মাধ্যমে এবং অত্যন্ত নোংরা কুটচাল ও মিথ্যা অপবাদ সমূহের মাধ্যমে মূসার ঈমানী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল ফেরাঊন। কিন্তু এর ফলে জনগণের মধ্যে মূসার দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। তাতে ফেরাঊন ও তার দর্পিত পারিষদবর্গ নতুনভাবে দমন নীতির কৌশলপত্র প্রণয়ন করল। তারা নিজেরা বিধর্মী হ'লেও সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করল। অন্যদিকে 'বিভক্ত কর ও শাসন কর'-এই কুটনীতির অনুসরণে ফেরাঊনের ক্বিবতী সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে কেবল বনু ইস্রাঈলদের উপরে চূড়ান্ত যুলুম ও নির্যাতনের পরিকল্পনা করল।

ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের নেতারা ইতিপূর্বে ফেরাঊনকে বলেছিল, أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ 'আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দিবেন দেশময় হৈ চৈ করার জন্য এবং আপনাকে ও আপনার দেব-দেবীদেরকে বাতিল করে দেবার জন্য? *(আ'রাফ ৭/১২৭)*। নেতারা মূসা ও হারূণের ঈমানী দাওয়াতকে হৈ চৈ বলে অভিহিত করেছিল। এক্ষণে দেশময় মূসার দাওয়াতের ব্যাপক প্রসার বন্ধ করার জন্য এবং ফেরাঊনের নিজ সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকদের ব্যাপকহারে মূসার দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার স্রোত বন্ধ করার জন্য নিজেদের লোকদের কিছু না বলে নিরীহ বনু ইস্রাঈলদের উপরে অত্যাচার শুরু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ফেরাঊন বলল, سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِـي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ 'আমি এখুনি টুকরা টুকরা করে হত্যা করব ওদের পুত্র সন্তানদেরকে এবং বাঁচিয়ে রাখব ওদের কন্যা সন্তানদেরকে। আর আমরা তো ওদের উপরে (সবদিক দিয়েই) প্রবল' *(আ'রাফ ৭/১২৭)*। এভাবে মূসার জন্মকালে বনু ইস্রাঈলের সকল নবজাতক পুত্র হত্যা করার সেই ফেলে আসা লোমহর্ষক নির্যাতনের পুনরাবৃত্তির ঘোষণা প্রদান করা হ'ল।

দল ঠিক রাখার জন্য এবং সম্প্রদায়ের নেতাদের রোষাগ্নি দমনের জন্য ফেরাঊন অনুরূপ ঘোষণা দিলেও মূসা ও হারূণ সম্পর্কে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয়নি। যদিও ইতিপূর্বে সে মূসাকে কারারুদ্ধ করার এমনকি হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল *(শো'আরা ২৬/২৯; মুমিন ৪০/২৬)*। কিন্তু জাদুকরদের পরাজয়ের পর এবং নিজে মূসার সর্পরূপী লাঠির মু'জেযা দেখে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ার পর থেকে মূসার দিকে তাকানোর মত সাহসও তার ছিল না।

---

১. *আবু ইয়ালা, ত্বাবারানী, হাকেম, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৩৫০৮; আলবানী বলেন, হাদীছটি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মওকুফ ছহীহ, যা মরফূ হুকমীর পর্যায়ভুক্ত।*

২. *তিরমিযী আনাস (রাঃ) হ'তে, মিশকাত হা/৬১৮১ 'মানাক্বিব' অধ্যায় ১১ অনুচ্ছেদ; আহমাদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে হা/২৬৬৮, সনদ ছহীহ।*

যাই হোক ফেরাঊনের উক্ত নিষ্ঠুর ঘোষণা জারি হওয়ার পর বনু ইস্রাঈলগণ মূসার নিকটে এসে অনুযোগের সুরে বলল, أُوْذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا 'তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে। আবার এখন তোমার আগমনের পরেও তাই করা হচ্ছে' *(আ'রাফ ৭/১২৯)*। অর্থাৎ তোমার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় আমাদের দিন কাটত যে, সত্বর আমাদের উদ্ধারের জন্য একজন নবীর আগমন ঘটবে। অথচ এখন তোমার আগমনের পরেও সেই একই নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তাহ'লে এখন আমাদের উপায় কি?

আসন্ন বিপদের আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত কওমের লোকদের সান্ত্বনা দিয়ে মূসা (আঃ) বললেন, عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ 'তোমাদের পালনকর্তা শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর' *(আ'রাফ ৭/১২৯)*। তিনি বললেন, اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ 'তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহ্র নিকটে এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহ্র। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। বস্তুতঃ চূড়ান্ত পরিণাম ফল আল্লাহভীরুদের জন্যই নির্ধারিত' *(আ'রাফ ৭/১২৮)*।

মূসা (আঃ) তাদেরকে আরও বলেন, يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ- فَقَالُواْ عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ- وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ- 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহ্র উপরে ঈমান এনে থাক, তবে তাঁরই উপরে ভরসা কর যদি তোমরা আনুগত্যশীল হয়ে থাক'। জবাবে তাঁরা বলল, আমরা আল্লাহ্র উপরে ভরসা করছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপরে এ যালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করো না'। 'আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে কাফের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দাও' *(ইউনুস ১০/৮৪-৮৬)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে বুঝা যায় যে, পয়গম্বর সুলভ দরদ ও দূরদর্শিতার আলোকে মূসা (আঃ) স্বীয় ভীত-সন্ত্রস্ত কওমকে মূলতঃ দু'টি বিষয়ে উপদেশ দেন। এক- শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা এবং দুই- আল্লাহ্র সাহায্য না আসা পর্যন্ত সাহসের সাথে ধৈর্য ধারণ করা। সাথে সাথে একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, সমগ্র পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ্র। তিনি যাকে খুশী এর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন এবং নিঃসন্দেহে শেষফল মুত্তাক্বীদের জন্যই নির্ধারিত।

২য় যুলুমঃ উপাসনালয় সমূহ ধ্বংস

পুত্র শিশু হত্যাকাণ্ডের ব্যাপক যুলুমের সাথে সাথে ফেরাঊন বনু ইস্রাঈলদের উপাসনালয় সমূহ ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়। বনু ইস্রাঈলদের ধর্মীয় বিধান ছিল এই যে, তাদের সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে উপাসনালয়ে গিয়ে উপাসনা করতে হ'ত। এক্ষণে সেগুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়ায় বনু ইস্রাঈলগণ দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ সময় মূসা ও হারূণের প্রতি আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত নির্দেশ পাঠান-

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ- وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ- قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ-

'আর আমরা নির্দেশ পাঠালাম মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর এবং তোমাদের ঘরগুলিকে কিবলামুখী করে তৈরী কর ও সেখানে ছালাত কায়েম কর এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও'। 'মূসা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি ফেরাঊনকে ও তার সর্দারদেরকে পার্থিব আড়ম্বর সমূহ ও সম্পদরাজি দান করেছ, যা দিয়ে তারা লোকদেরকে তোমার রাস্তা থেকে বিপথগামী করে। অতএব হে আমাদের প্রভু! তুমি তাদের সম্পদরাজি ধ্বংস করে দাও ও তাদের অন্তরগুলিকে শক্ত করে দাও, যাতে তারা অতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে, যতক্ষণ না তারা মর্মান্তিক আযাব প্রত্যক্ষ করে'। জবাবে আল্লাহ বললেন, তোমাদের দো'আ কবুল হয়েছে। অতএব তোমরা দু'জন অটল থাক এবং অবশ্যই তোমরা তাদের পথে চলো না, যারা জানে না' *(ইউনুস ১০/৮৭-৮৯)*।

বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত বিধান নাযিলের ফলে বনু ইস্রাঈলগণ স্ব স্ব ঘরেই ছালাত আদায়ের সুযোগ লাভ করে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাদেরকে যে কিবলার দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দেন, সেটা হ'ল কা'বা শরীফ' *(কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)*। বরং কোন কোন বিদ্বান বলেছেন যে, বিগত সকল নবীর কিবলা ছিল কা'বা শরীফ। লক্ষণীয় যে, মূসার অতুলনীয় নবুঅতী

মো'জেযা থাকা সত্ত্বেও এবং তাদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে আল্লাহ্র স্পষ্ট ওয়াদা থাকা সত্ত্বেও ফেরাঊনী যুলুমের বিরুদ্ধে আল্লাহ মূসাকে যুদ্ধ ঘোষণার নির্দেশ দেননি। বরং যুলুম বরদাশত করার ও ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেন। ইবাদতগৃহ সমূহ ভেঙ্গে দিয়েছে বলে তা রক্ষার জন্য জীবন দিতে বলা হয়নি। *(টীকা: অতএব উপাসনালয় ধ্বংস করা ফেরাঊনী কাজ)*। বরং স্ব স্ব গৃহকে কেবলামুখী বানিয়ে সেখানেই ছালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এর দ্বারা একটা মূলনীতি বেরিয়ে আসে যে, পরাক্রান্ত যালেমের বিরুদ্ধে দুর্বল মযলূমের কর্তব্য হ'ল ধৈর্য ধারণ করা ও আল্লাহ্র উপরেই সবকিছু সোপর্দ করা। মূসা ও হারূণের দো'আ আল্লাহ কবুল করলেন। কিন্তু তার বাস্তবায়ন সঙ্গে সঙ্গে করলেন না। বরং সময় নিলেন অন্যূন বিশ বছর। এরূপ প্রলম্বিত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ মাযলূমের ধৈর্য পরীক্ষার সাথে সাথে যালেমেরও পরীক্ষা নিয়ে থাকেন এবং তাদের তওবা করার ও হেদায়াত প্রাপ্তির সুযোগ দেন। যাতে পরে তাদের জন্য ওযর পেশ করার কোন সুযোগ না থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৪)*।

প্রশ্ন হ'তে পারে, এত যুলুম সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের হিজরত করার নির্দেশ না দিয়ে সেখানেই পুনরায় ঘর বানিয়ে বসবাসের নির্দেশ দিলেন কেন? এর জবাব দু'ভাবে দেওয়া যেতে পারে।

এক- ফেরাঊন তাদেরকে হিজরতে বাধা দিত। কারণ বনু ইস্রাঈলগণকে তারা তাদের জাতীয় উন্নয়নের সহযোগী হিসাবে এবং কর্মচারী ও সেবাদাস হিসাবে ব্যবহার করত। তাছাড়া পালিয়ে আসারও কোন পথ ছিল না। কেননা নীলনদ ছিল বড় বাধা। নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলে ফেরাঊনী সেনারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করত।

দুই- ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের মধ্যে মূসা ও হারূণের দাওয়াত সম্প্রসারণ করা। মূলতঃ এটিই ছিল আল্লাহ্র মূল উদ্দেশ্য। কেননা যতদিন তারা মিসরে ছিলেন, সেখানকার অধিবাসীদের নিকটে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেছেন এবং তার ফলে বহু আল্লাহ্র বান্দা পথের সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছেন। ফেরাঊন দেখেছিল তার দুনিয়াবী লাভ ও শান-শওকত। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছিলেন তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ও মানুষের হেদায়াত। সেটিই হয়েছে। ফেরাঊনেরা এখন মিসরের পিরামিডের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অথচ মিসর সহ বলা চলে পুরা আফ্রিকায় এখন ইসলামের জয়-জয়কার অব্যাহত রয়েছে।

ফেরাঊনী আচরণ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

আল্লাহ পাক ২৭টি সূরায় ৭৫ বার ফেরাঊনের নাম উল্লেখ করে ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে তার নিষ্ঠুর আচরণ সম্পর্কে যেমন আমাদের অবহিত করেছেন, তেমনি তাওহীদের দাওয়াত দানকারীদেরকে যুগে যুগে আগমনকারী ফেরাঊনী শাসকদের যুলুম ও নির্যাতন ও তার একইরূপ পদ্ধতি সম্পর্কেও সাবধান করেছেন। নিম্নের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি লক্ষণীয়-

(১) দুষ্ট শাসকগণ তার পদে অন্য কাউকে ভাবতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'ফেরাঊন পৃথিবীতে উদ্ধত হয়ে উঠেছিল' *(ইউনুস ১০/৮৩)*। সে দাবী করেছিল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ পালনকর্তা' *(নাযে'আত ৭৯/২৪)*। অতএব 'আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে আমি জানি না' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)*। যেহেতু সে তৎকালীন পৃথিবীর এক সভ্যতাগর্বী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের একচ্ছত্র সম্রাট ছিল, সেহেতু তার এ দাবী মিথ্যা ছিল না। এর দ্বারা সে নিজেকে 'সৃষ্টিকর্তা' দাবী করত না বটে, কিন্তু নিজস্ব বিধানে প্রজাপালনের কারণে নিজেকেই সর্বোচ্চ পালনকর্তা ভেবেছিল। তার অহংকার তার চক্ষুকে নবী মূসার অহীর বিধান মান্য করা থেকে অন্ধ করে দিয়েছিল। যুগে যুগে আবির্ভূত স্বেচ্ছাচারী শাসকদের অবস্থা এ থেকে মোটেই পৃথক ছিল না। আজও নয়। প্রত্যেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ শাসক মনে করে এবং ঐ পদে কাউকে শরীক ভাবতে পারে না।

(২) তারা তাদের বিরোধীদের ধর্ম বিরোধী ও সমাজ বিরোধী বলে। ফেরাঊন বলেছিল, তোমরা আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করতে দাও। সে ডাকুক তার পালনকর্তাকে আমি আশংকা করছি যে, সে তোমাদের দ্বীন এবং প্রচলিত উৎকৃষ্ট রীতিনীতি পরিবর্তন করতে চায় এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় *(মুমিন ৪০/২৬, ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*। সকল যুগের ফেরাঊনরা তাদের বিরুদ্ধ বাদীদের উক্ত কথাই বলে থাকে।

(৩) তারা সর্বদা নিজেদেরকে জনগণের মঙ্গলকামী বলে। নিজ সম্প্রদায়ের জনৈক গোপন ঈমানদার ব্যক্তি যখন মূসাকে হত্যা না করার ব্যাপারে ফেরাঊনকে উপদেশ দিল, তখন তার জবাবে ফেরাঊন বলল, 'আমি তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথই দেখিয়ে থাকি' *(মুমিন ৪০/২৯)*। সকল যুগের ফেরাঊনরাও একই কথা বলে আল্লাহ্র বিধানকে এড়িয়ে চলে এবং নিজেদের মনগড়া বিধান প্রতিষ্ঠায় অন্যদের বিরুদ্ধে যুলুমের স্টীম রোলার চালিয়ে থাকে।

(৪) তাদের দেওয়া জেল-যুলুম ও হত্যার হুমকির বিপরীতে ঈমানদারগণ সর্বদা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেন ও পরিণামে মযলূম বিজয়ী হয় ও যালেম শাস্তি পায়। যেমন কারাদণ্ড ও হত্যার হুমকি ও ফেরাঊনী যুলুমের উত্তরে মূসার

Contents

বক্তব্য ছিল: وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ 'আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল অহংকারী থেকে যে বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না' *(মুমিন ৪০/২৭)*। ফলে 'আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং পরে ফেরাঊন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল' *(মুমিন ৪০/৪৫)*। এযুগেও মযলূমের কাতর প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করে থাকেন ও যালেমকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের উপরে আপতিত গযব সমূহ এবং মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা সমূহ :

ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী ফেরাঊনের জাদুকরদের সাথে শক্তি পরীক্ষার ঘটনার পর মূসা (আঃ) অন্যূন বিশ বছর যাবত মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্র বাণী শোনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন। এ সময়কালের মধ্যে আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে প্রধান ৯টি মু'জেযা দান করেন। তবে প্লেগ মহামারী সহ *(আ'রাফ ৭/১৩৪)*। মোট নিদর্শনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০টি। যার মধ্যে প্রথম দু'টি শ্রেষ্ঠ মু'জেযা ছিল লাঠি ও আলোকময় হস্ততালু। যার পরীক্ষা শুরুতেই ফেরাঊনের দরবারে এবং পরে জাদুকরদের সম্মুখে হয়ে গিয়েছিল। এরপর বাকীগুলি এসেছিল ফেরাঊনী কওমের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে। মূলতঃ দুনিয়াতে প্রেরিত সকল এলাহী গযবের মূল উদ্দেশ্য থাকে মানুষের হেদায়াত। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 'কাফির ও ফাসিকদেরকে (জাহান্নামের) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা (আমার দিকে) ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*।

মযলূম বনু ইস্রাঈলদের কাতর প্রার্থনা এবং মূসা ও হারূণের দো'আ আল্লাহ কবুল করেছিলেন। সেমতে সর্বপ্রথম অহংকারী ফেরাঊনী কওমের দুনিয়াবী জৌলুস ও সম্পদরাজি ধ্বংসের গযব নেমে আসে। তারপর আসে অন্যান্য গযব বা নিদর্শন সমূহ। আমরা সেগুলি একে একে বর্ণনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। যাতে এযুগের মানুষ তা থেকে উপদেশ হাছিল করে।

মোট নিদর্শন সমূহ, যা মিসরে প্রদর্শিত হয়-

(১) লাঠি (২) প্রদীপ্ত হস্ততালু (৩) দুর্ভিক্ষ (৪) তূফান (৫) পঙ্গপাল (৬) উকুন (৭) ব্যাঙ (৮) রক্ত (৯) প্লেগ (১০) সাগরডুবি। প্রথম দু'টি এবং মূসার ব্যক্তিগত তোতলামি দূর হওয়াটা বাদ দিয়ে বাকী ৮টি নিদর্শন নিম্নে বর্ণিত হ'ল-

১ম নিদর্শন : দুর্ভিক্ষ

মূসা (আঃ) দো'আ করেছিলেন,

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيْمَ-

হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি ফেরাঊনকে ও তার সর্দারদেরকে পার্থিব আড়ম্বর সমূহ ও সম্পদরাজি দান করেছ, যা দিয়ে তারা লোকদেরকে তোমার রাস্তা থেকে বিপথগামী করে। অতএব হে আমাদের প্রভু! তুমি তাদের সম্পদরাজি ধ্বংস করে দাও ও তাদের অন্তরগুলিকে শক্ত করে দাও। যাতে তারা অতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে, যতক্ষণ না তারা মর্মান্তিক আযাব প্রত্যক্ষ করে' *(ইউনুস ১০/৮৮)*। জবাবে আল্লাহ বলেন, قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَانِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ 'তোমাদের দো'আ কবুল হয়েছে। অতএব তোমরা দু'জন অটল থাক এবং অবশ্যই তোমরা তাদের পথে চলো না, যারা জানে না *(ইউনুস ১০/৮৯)*।

মূসা (আঃ)-এর দো'আ কবুল হওয়ার পর ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের উপরে প্রথম নিদর্শন হিসাবে দুর্ভিক্ষের গযব নেমে আসে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ 'তারপর আমরা পাকড়াও করলাম ফেরাঊনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ হাছিল করে' *(আ'রাফ ৭/১৩০)*।

নিরীহ বনু ইস্রাঈলগণের উপরে দুধর্ষ ফেরাঊনী যুলুম প্রতিরোধে এটা ছিল দুর্বল ও মযলূমদের সমর্থনে আল্লাহ প্রেরিত প্রথম হুঁশিয়ারী সংকেত। এর ফলে তাদের ক্ষেতের ফসল ও বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। খাদ্যাভাবে তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। ফলে কোন উপায়ান্তর না দেখে ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের নেতারা মূসা (আঃ)-এর কাছে এসে কাকুতি-মিনতি করতে থাকে। দয়ার্দ্রচিত্ত মূসা (আঃ) অবশেষে দো'আ করলেন। ফলে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেল এবং তাদের বাগ-বাগিচা ও মাঠ-ময়দান পুনরায় ফল-ফসলে ভরে উঠলো। কিন্তু ফেরাঊনী সম্প্রদায় এতে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় না করে বরং অহংকারে স্ফীত হয়ে খোদ মূসাকেই দায়ী করে তাঁকে 'অলক্ষুণে-অপয়া' বলে গালি দেয় এবং উদ্ধতভাবে বলে ওঠে যে, 'আমাদের উপরে জাদু করার জন্য তুমি যে

নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন, আমরা তোমার উপরে কোন মতেই ঈমান আনব না' *(আ'রাফ ৭/১৩১-১৩২)*। আল্লাহ বলেন, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ 'অতঃপর আমরা তাদের উপরে পাঠিয়ে দিলাম তূফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পরে এক। তারপরেও তারা অহংকার করতে থাকল। বস্তুতঃ তারা ছিল পাপী সম্প্রদায়' *(আ'রাফ ৭/১৩৩)*। অত্র আয়াতে দুর্ভিক্ষের পরে পরপর পাঁচটি গযব নাযিলের কথা বলা হয়েছে। তারপর আসে প্লেগ মহামারি *(আ'রাফ ৭/১৩৪)*। এরপরে সর্বশেষ গযব হ'ল সাগরডুবি। যার মাধ্যমে এই গর্বিত অহংকারীদের একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীর অনুযায়ী آيات مفصلات বা 'একের পর এক আগত নিদর্শনসমূহ' অর্থ হ'ল, এগুলোর প্রত্যেকটি আযাবই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থেকে রহিত হয়ে যায় এবং কিছু দিন বিরতির পরপর অন্যান্য আযাবগুলি আসে'। এই নির্ধারিত সময়ের মেয়াদ কত ছিল, সে বিষয়ে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে, যার প্রায় সবই ধারণা প্রসূত। অতএব আমরা তা থেকে বিরত রইলাম।

এ ব্যাপারে কুরআনে একটি মৌলিক বক্তব্য এসেছে এভাবে যে, فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 'যখন তাদের শুভদিন ফিরে আসত, তখন তারা বলত যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। পক্ষান্তরে অকল্যাণ উপস্থিত হ'লে তারা মূসা ও তার সাথীদের 'অলক্ষুণে' বলে অভিহিত করত' *(আ'রাফ ৭/১৩১)*। এতে বুঝা যায় যে, একটা গযব শেষ হওয়ার পর শুভদিন আসতে এবং পিছনের ভয়াবহ দুর্দশার কথা ভুলতে ও পুনরায় গর্বে স্ফীত হ'তে নিশ্চয়ই বেশ দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। আমরা পূর্বেই ঐতিহাসিক বর্ণনায় জেনেছি যে, জাদুকরদের সাথে পরীক্ষার পর মূসা (আঃ) বিশ বছর মিসরে ছিলেন। তারপরে সাগর ডুবির গযব নাযিল হয়। অতএব জাদুকরদের সাথে মুকাবিলার পর হ'তে সাগর ডুবি পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ সহ আয়াতে বর্ণিত আটটি গযব নাযিল হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনুল মুনযির যে বলেছেন যে, প্রতিটি আযাব শনিবারে এসে পরের শনিবারে চলে যেত এবং পরবর্তী আযাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেওয়া হ'ত কথাটি তাই মেনে নেওয়া মুশকিল বৈ-কি।

২য় নিদর্শন : তূফান

দুর্ভিক্ষের পরে মূসা (আঃ)-এর দো'আর বরকতে পুনরায় ভরা মাঠ ও ভরা ফসল পেয়ে ফেরাঊনী সম্প্রদায় পিছনের সব কথা ভুলে যায় ও গর্বে স্ফীত হয়ে মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে থাকে। তারা সাধারণ লোকদের ঈমান গ্রহণে বাধা দিতে থাকে। তারা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে থাকে। ফলে তাদের উপরে গযব আকারে প্লাবন ও জলোচ্ছ্বাস নেমে আসে। যা তাদের মাঠ-ঘাট, বাগান-ফসল, ঘর-বাড়ি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এতে ভীত হয়ে তারা আবার মূসা (আঃ)-এর কাছে এসে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। আবার তারা ঈমান আনার প্রতিজ্ঞা করে ও আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করার জন্য মূসা (আঃ)-কে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। ফলে মূসা (আঃ) দো'আ করেন ও আল্লাহ্র রহমতে তূফান চলে যায়। পুনরায় তারা জমি-জমা আবাদ করে ও অচিরেই তা সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। এ দৃশ্য দেখে তারা আবার অহংকারী হয়ে ওঠে এবং বলতে থাকে, আসলে আমাদের জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্যেই প্লাবন এসেছিল, আর সেকারণেই আমাদের ফসল এবার সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। তারা অহংকারে মত্ত হয়ে আবার শুরু করল বনী ইস্রাঈলদের উপরে যুলুম-অত্যাচার। ফলে নেমে এল তৃতীয় গযব।

৩য় নিদর্শন : পঙ্গপাল

একদিন হঠাৎ হাযার হাযার পঙ্গপাল কোত্থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ফেরাঊনীদের সব ফসল খেয়ে ছাফ করে গেল। তারা এমনকি তাদের বাগ-বাগিচার ফল-ফলারি খেয়ে সাবাড় করে ফেলল। এমনকি কাঠের দরজা-জানালা, আসবাব পত্র পর্যন্ত খেয়ে শেষ করল। অথচ পাশাপাশি বনু ইস্রাঈলদের ঘরবাড়ি, শস্যভূমি ও বাগ-বাগিচা সবই সুরক্ষিত থাকে।

এবারও ফেরাঊনী সম্প্রদায় ছুটে এসে মূসা (আঃ)-এর কাছে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করতে থাকে, যাতে গযব চলে যায়। তারা এবার পাকা ওয়াদা করল যে, তারা ঈমান আনবে ও বনু ইস্রাঈলদের মুক্তি দেবে। মূসা (আঃ) দো'আ করলেন ও আযাব চলে গেল। পরে ফেরাঊনীরা দেখল যে, পঙ্গপালে খেয়ে গেলেও এখনও যা অবশিষ্ট আছে, তা দিয়ে বেশ কিছুদিন চলে যাবে। ফলে তারা আবার শয়তানী ধোঁকায় পড়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল ও পূর্বের ন্যায় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন শুরু করল। ফলে নেমে এল পরবর্তী গযব 'উকুন'।

৪র্থ নিদর্শন : উকুন

'উকুন' সাধারণতঃ মানুষের মাথার চুলে জন্মে থাকে। তবে এখানে ব্যাপক অর্থে ঘুণ পোকা ও কেড়ি পোকাকেও গণ্য করা হয়েছে। যা ফেরাঊনীদের সকল প্রকার কাঠের খুঁটি,

দরজা-জানালা, খাট-পালংক ও আসবাবপত্রে এবং খাদ্যশস্যে লেগেছিল। তাছাড়া দেহের সর্বত্র সর্বদা উকুনের কামড়ে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এভাবে উকুন ও ঘুণপোকার অত্যাচারে দিশেহারা হয়ে এক সময় তারা কাঁদতে কাঁদতে মূসা (আঃ)-এর দরবারে এসে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো এবং প্রতিজ্ঞার পরে প্রতিজ্ঞা করে বলতে লাগলো যে, এবারে আযাব ফিরে গেলে তারা অবশ্যই ঈমান আনবে, তাতে বিন্দুমাত্র অন্যথা হবে না। মূসা (আঃ) তাদের জন্য দো'আ করলেন এবং আযাব চলে গেল। কিন্তু তারা কিছু দিনের মধ্যেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল এবং আবার পূর্বের ন্যায় অবাধ্য আচরণ শুরু করল। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বারবার অবকাশ দেওয়াকে তারা তাদের ভালত্বের পক্ষে দলীল হিসাবে মনে করতে লাগল এবং হেদায়াত দূরে থাক, তাদের অহংকার ক্রমে বাড়তে লাগল। মূলতঃ এগুলো ছিল তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের অবস্থা। নইলে সাধারণ মানুষ মূসা ও হারূণের দাওয়াত অন্তরে কবুল করে যাচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর এতেই ছিল মূসা (আঃ)-এর সান্ত্বনা। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً 'যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে উদ্বুদ্ধ করি। অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে ওঠে। ফলে উক্ত জনগোষ্ঠীর উপরে আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমরা উক্ত জনপদকে উঠিয়ে আছাড় দিই' *(ইসরা ১৭/১৬)*। ফেরাউনীদের উপরে সেই অবস্থা এসে গিয়েছিল। তাদের নেতারা স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা তাদের লোকদের বুঝাতে লাগলো যে, এসবই মূসার জাদুর খেলা। আসলে আল্লাহ বলে কিছুই নেই। ফলে নেমে এল 'ব্যাঙ'-এর গযব।

৫ম নিদর্শন : ব্যাঙ

বারবার বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও দয়ালু আল্লাহ তাদের সাবধান করার জন্য ও আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য পুনরায় গযব পাঠালেন। এবার এল ব্যাঙ। ব্যাঙে ব্যাঙে ভরে গেল তাদের ঘর-বাড়ি, হাড়ি-পাতিল, জামা-কাপড়, বিছানা-পত্তর সবকিছু। বসতে ব্যাঙ, খেতে ব্যাঙ, চলতে ব্যাঙ, গায়ে-মাথায় সর্বত্র ব্যাঙের লাফালাফি। কোন জায়গায় বসা মাত্র শত শত ব্যাঙের নীচে তলিয়ে যেতে হ'ত। এই নরম জীবটির সরস অত্যাচারে পাগলপরা হয়ে উঠল পুরা ফেরাউনী জনপদ। অবশেষে কান্নাকাটি করে ও কাকুতি-মিনতি করে তারা এসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো মূসা (আঃ)-এর কাছে। এবার পাকাপাকি ওয়াদা করল যে, আযাব চলে যাবার সাথে সাথে তারা ঈমান আনবেই। কিন্তু না, যথা পূর্বং তথা পরং। ফলে পুনরায় গযব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। এবারে এল 'রক্ত'।

৬ষ্ঠ নিদর্শন : রক্ত

অহংকার ও ঔদ্ধত্য চরমে উঠলে হঠাৎ একদিন দেখা গেল 'রক্ত'। খাদ্য ও পানপাত্রে রক্ত, কূয়া ও পুকুরে রক্ত, তরি-তরকারিতে রক্ত, কলসি-বালতিতে রক্ত। একই সাথে খেতে বসে বনু ইস্রাঈলের থালা-বাটি স্বাভাবিক। কিন্তু ফেরাউনী কিবতীর থালা-বাটি রক্তে ভরা। পানি মুখে নেওয়া মাত্র গ্লাসভর্তি রক্ত। অহংকারী নেতারা বাধ্য হয়ে বনু ইস্রাঈলী মযলূমদের বাড়ীতে এসে খাদ্য ও পানি ভিক্ষা চাইত। কিন্তু যেমনি তাদের হাতে পৌঁছত, অমনি সেগুলো রক্তে পরিবর্তিত হয়ে যেত। ফলে তাদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। না খেয়ে তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। অবশেষে পূর্বের ন্যায় আবার এসে কান্নাকাটি। মূসা (আঃ) দয়া পরবশে আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করলেন। ফলে আযাব চলে গেল। কিন্তু ঐ নেতাগুলো পূর্বের মতই তাদের গোমরাহীতে অনড় থাকল এবং ঈমান আনলো না। এদের এই উদ্ধত ও কপট আচরণের কথা আল্লাহ ব্যাখ্যা করেন এভাবে, فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِيْنَ 'অতঃপর তারা আত্মম্ভরিতা দেখাতে লাগলো। বস্তুতঃ এরা ছিল পাপাসক্ত জাতি *(আ'রাফ ৭/১৩৩)*। ফলে নেমে এল প্লেগ মহামারি।

৭ম নিদর্শন : প্লেগ

রক্তের আযাব উঠিয়ে নেবার পরও যখন ওরা ঈমান আনলো না, তখন আল্লাহ ওদের উপরে প্লেগ মহামারী প্রেরণ করেন *(আ'রাফ ৭/১৩৪)*। অনেকে এটাকে 'বসন্ত' রোগ বলেছেন। যাতে অল্প দিনেই তাদের সত্তর হাযার লোক মারা যায়। অথচ বনু ইস্রাঈলরা ভাল থাকে। এলাহী গযবের সাথে সাথে এগুলি ছিল মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা এবং নবুঅতের নিদর্শন। কিন্তু জাহিল ও আত্মগর্বী নেতারা একে 'জাদু' বলে তাচ্ছিল্য করত।

প্লেগের মহামারীর ফলে ব্যাপক প্রাণহানিতে ভীত হয়ে তারা আবার এসে মূসা (আঃ)-এর নিকটে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে লাগল। তারা বলল, لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 'যদি তুমি আমাদের থেকে এ মহামারী সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান আনব এবং তোমার সাথে বনু ইস্রাঈলদের যেতে দেব' *(আ'রাফ ৭/১৩৪)*। মূসা (আঃ) আবারও তাদের জন্য দো'আ করলেন। ফলে আযাব চলে গেল। কিন্তু তারা পূর্বের ন্যায় আবারো ওয়াদা ভঙ্গ করল। ফলে তাদের চূড়ান্ত ধ্বংস অবধারিত হয়ে গেল। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ جَاءتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ 'নিশ্চয়ই যাদের উপরে তোমার

Contents

প্রভুর নির্দেশ নির্ধারিত হয়ে গেছে, তারা কখনো বিশ্বাস আনয়ন করে না, যদিও সব রকমের নিদর্শনাবলী তাদের নিকটে পৌঁছে যায়, এমনকি তারা মর্মান্তিক আযাব প্রত্যক্ষ করে' *(ইউনুস ১০/৯৭)*।

৮ম নিদর্শন : সাগর ডুবি

ক্রমাগত পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরও যখন কোন জাতি সম্বিত ফিরে পায় না। বরং উল্টা তাদের অহংকার বাড়তে বাড়তে তুঙ্গে ওঠে, তখন তাদের চূড়ান্ত ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। আল্লাহ পাক বলেন, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لاَّ تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَى 'আমরা মূসার প্রতি এই মর্মে অহী করলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্ধারণ কর। পিছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশংকা কর না এবং (পানিতে ডুবে যাওয়ার) ভয় কর না' *(ত্বোয়াহা ২০/৭৭)*। আল্লাহ্র হুকুম পেয়ে মূসা (আঃ) রাত্রির সূচনা লগ্নে বনু ইস্রাঈলদের নিয়ে রওয়ানা হ'লেন। তাঁরা সমুদ্রের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সমুদ্র কোনটা ছিল এ ব্যাপারে মুফতী মুহাম্মাদ শফী তাফসীর রূহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, ওটা ছিল 'ভূমধ্যসাগর'।[৩] একই তাফসীরে ৪৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন 'লোহিত সাগর'। কিন্তু মাওলানা মওদূদী খ্যাতনামা পাশ্চাত্য মনীষী লুইস গোল্ডিং-এর তথ্যানুসন্ধান মূলক ভ্রমণ কাহিনী IN THE STEPS OF MOSSES, THE LAW GIVER -এর বরাতে লিখেছেন যে, ওটা ছিল 'লোহিত সাগরের সংলগ্ন তিক্ত হ্রদ'। মিসরের আধুনিক তাফসীরকার তানতাবীও বলেন যে, লোহিত সাগরে ডুবে মরা ফেরাউনের লাশ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পাওয়া গিয়েছিল'। যদিও তা ১৯০৭ সালে পাওয়া যায়।[৪]

উল্লেখ্য যে, হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর বারো জন পুত্র মিসরে এসেছিলেন। পরবর্তী চারশত বছরে তাদের বংশ বৃদ্ধি পেয়ে ইস্রাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী ছয় লাখ ৩০ হাযার ছাড়িয়ে যায়। মাওলানা মওদূদী বলেন, ঐ সময় মিসরে মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১০ থেকে ২০ শতাংশের মাঝামাঝি।[৫] তবে কুরআন ও হাদীছ থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, তাদের বারোটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল।

৩. *ঐ, তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ) পৃঃ ৮৬০।*
৪. *দ্রঃ মওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (বঙ্গানুবাদ) ২য় সংখ্যা, ১৯৯৬, ৫/৯৮-৯৯ পৃঃ।*
৫. *রাসায়েল ও মাসায়েল ৫/৫৫০ পৃঃ।*

যাই হোক ফেরাউন খবর জানতে পেরে তার সেনাবাহিনীকে বনু ইস্রাঈলদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিল। আল্লাহ বলেন,

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ- فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ- قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ- فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ- وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ- وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ- ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ-

'সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল'। 'অতঃপর যখন উভয় দল পরষ্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা (ভীত হয়ে) বলল, إِنَّا لَمُدْرَكُونَ 'আমরা তো এবার নিশ্চিত ধরা পড়ে গেলাম'। 'মূসা বললেন, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সত্বর পথ প্রদর্শন করবেন'। 'অতঃপর আমরা মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড় সদৃশ হয়ে গেল'। 'ইতিমধ্যে আমরা সেথায় অপরদলকে (অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনীকে) পৌঁছে দিলাম'। 'এবং মূসা ও তার সঙ্গীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম'। 'অতঃপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম' *(শো'আরা ২৬/৬০-৬৬)*।

এখানে 'প্রত্যেক ভাগ' বলতে তাফসীরকারগণ বারো গোত্রের জন্য বারো ভাগ বলেছেন। প্রত্যেক ভাগের লোকেরা পানির দেওয়াল ভেদ করে পরষ্পরকে দেখতে পায় ও কথা বলতে পারে, যাতে তারা ভীত না হয়ে পড়ে ইত্যাদি। আমরা মনে করি এগুলো কল্পনা না করলেও চলে। বরং উপরে বর্ণিত কুরআনী বক্তব্যের উপরে ঈমান আনাই যথেষ্ট। সাড়ে ছয় লক্ষ লোক এবং তাদের সওয়ারী ও গবাদি পশু ও সাংসারিক দ্রব্যাদি নিয়ে নদী পার হবার জন্য যে বিরাট এলাকা প্রয়োজন, সেই এলাকাটুকু বাদে দু'পাশে যদি সাময়িকভাবে পানি দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সেটাতে বিশ্বাস করাই শ্রেয়। ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলংকার সাগরে যে 'সুনামী' (TSUNAMI) হয়ে গেল, তাতে ৩৩ ফুট উঁচু ঢেউ দীর্ঘ সময় যাবত দাঁড়িয়ে ছিল বলে পত্রিকায় প্রকাশ। এমন ঘটনা মূসার যামানায় হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। আল্লাহ্র হুকুমে সবকিছু হওয়া সম্ভব।

মূসা ও বনু ইস্রাঈলকে সাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে যেতে দেখে ফেরাউন সরোষে ঘোড়া দাবড়িয়ে সর্বাগ্রে সাগর বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিছনে তার বিশাল বাহিনীর সবাই সাগরের মধ্যে নেমে এলো। যখন তারা সবাই

Contents

সাগরের মধ্যস্থলে পৌঁছে গেল, তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে দু'দিক থেকে বিপুল বারি রাশি ধেয়ে এসে তাদেরকে নিমেষে গ্রাস করে ফেলল। আল্লাহ বলেন, فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ 'অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলল' *(ত্বোয়াহা ২০/৭৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لآ إِلَـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ-

'আর বনু ইস্রাঈলকে আমরা সাগর পার করে দিয়েছি। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী বাড়াবাড়ি ও শত্রুতা বশতঃ। অতঃপর যখন সে (ফেরাউন) ডুবতে লাগল, তখন বলে উঠল, আমি ঈমান আনছি এ বিষয়ে যে, সেই সত্তা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যার উপরে ঈমান এনেছে বনু ইস্রাঈলগণ এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন'। আল্লাহ বললেন,

آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ- فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ-

آلآنَ 'এখন একথা বলছ? অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করেছিলে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে'। 'অতএব আজকের দিনে আমরা তোমার দেহকে (বিনষ্ট হওয়া থেকে) বাঁচিয়ে দিচ্ছি। যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য তুমি নিদর্শন হ'তে পার। বস্তুতঃ বহু লোক এমন রয়েছে যারা আমাদের নিদর্শনাবলীর বিষয়ে বেখবর' *(ইউনুস ১০/৯০-৯২)*।

উল্লেখ্য যে, ফেরাউনের মমিকৃত দেহ অক্ষতভাবে পাওয়া যায় ১৯০৭ সালে এবং বর্তমানে তা মিসরের পিরামিডে রক্ষিত আছে।

এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউনের সময় মিসরীয় সভ্যতা অনেক উন্নত ছিল। তাদের সময়ে লাশ 'মমি' করার মত বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল আবিস্কৃত হয়। পিরামিড, স্ফিংক্স হাযার হাযার বছর ধরে আজও সেই প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতি ধারণ করে আছে, যা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। আজকের যুগের কোন কারিগর প্রাচীন এসব কারিগরী কলা-কৌশলের ধারে-কাছেও যেতে পারবে কি-না সন্দেহ।

নাজাত লাভ ও আশূরার ছিয়াম

ফেরাউনের সাগরডুবি ও মূসার মুক্তি লাভের এ অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছিল ১০ই মুহাররম আশূরার দিন। এ দিনের স্মরণে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া স্বরূপ মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ প্রতি বছর এ দিন একটি নফল ছিয়াম পালন করেন। এই ছিয়াম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। জাহেলী আরবেও এ ছিয়াম চালু ছিল। নবুঅত-পূর্ব কালে ও পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আশূরার ছিয়াম রাখতেন। ২রা হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আশূরার ছিয়াম মুসলমানদের জন্য 'ফরয' ছিল। এরপরে এটি নফল ছিয়ামে পরিণত হয়।[৬] হিজরতের পর মদীনায় ইহুদীদের এ ছিয়াম পালন করতে দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমরাই মূসা (আঃ)-এর নাজাতে শুকরিয়া আদায় করার অধিক হকদার। আগামী বছর বেঁচে থাকলে আমি ৯ তারিখে (অর্থাৎ ৯ ও ১০ দু'দিন) ছিয়াম পালন করব'।[৭] অন্য হাদীছে ১০ ও ১১ দু'দিন ছিয়াম পালনের কথাও এসেছে।[৮] অতএব নাজাতে মূসার শুকরিয়া আদায়ের নিয়তে নফল ছিয়াম হিসাবে উক্ত দু'দিন অথবা কেবল ১০ই মুহাররম তারিখে আশূরার ছিয়াম পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য। এ ছিয়ামের ফলে মুমিনের বিগত এক বছরের সকল ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবার কথা হাদীছে এসেছে।[৯] উল্লেখ্য যে, ১০ই মুহাররম তারিখে পৃথিবীতে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ন্যায় ৬১ হিজরী সনে হযরত হোসায়েন (রাঃ)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু সেজন্য নফল ছিয়াম পালনের বা কোন অনুষ্ঠান বা দিবস পালনের বিধান ইসলামে নেই। অতএব আশূরার ছিয়াম পালনের নিয়ত হবে 'নাজাতে মূসার শুকরিয়া' হিসাবে, 'শাহাদাতে হোসায়েন-এর শোক' হিসাবে নয়। এরূপ নিয়ত করলে নেকীর বদলে গোনাহ হবে।

[চলবে]

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল
হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে
সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

---

৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৬৯।*
৭. *মুসলিম, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪১, ২০৬৭।*
৮. *বায়হাক্বী ৪/২৮৭; মির'আত ৭/৪৬।*
৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪।*

নয়টি প্রশ্নের উত্তর

মূল: মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(শেষ কিস্তি)

॥ প্রশ্নোত্তর সমূহ ॥

প্রশ্ন-৬ : নিম্নের দু'টি আয়াতের মধ্যে আমরা কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি? যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَن يَّبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন তালাশ করে, কখনোই তা কবুল করা হবে না'... *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। **এবং অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُوْنَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ 'নিশ্চয়ই মুসলমান, ইহুদী, ছাবেঈ ও নাছারাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না'** *(মায়েদাহ ৫/৬৯)*।

উত্তর: দু'টি আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, যা ধারণা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতটি হ'ল ইসলাম আসার পরের অবস্থা সম্পর্কে। আর দ্বিতীয় আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যাওয়ার পরে যদি তারা ঈমান আনে, আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে তাহ'লে لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 'তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না'।

আয়াতে ছাবেঈ (الصابئين)-দের কথা বলা হয়েছে। ছাবেঈ বলতেই 'তারকা পূজারী'দের (عباد الكواكب) কথা মাথায় চলে আসে। আসলে ছাবেঈ বলতে ঐসব লোকদের বুঝায় যারা প্রথমে তাওহীদপন্থী ছিল। কিন্তু পরে তারকাপূজাসহ নানাবিধ শিরকের মধ্যে পতিত হয়েছে। এক্ষণে আয়াতে বর্ণিত ছাবেঈগণ বলতে ইসলাম আসার পূর্বেকার ঈমানদার তাওহীদপন্থী লোকদের বুঝানো হয়েছে। যেমন ইহুদী, নাছারা প্রভৃতি। যেখানে ছাবেঈ কথাটি এসেছে তার পূর্বাপর আলোচনাতেও সেটা বুঝা যায়। অতএব এঁরা হ'লেন সেই সকল মানুষ, যারা স্ব স্ব যুগের দ্বীনের উপরে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তারা হ'লেন ঐ সকল মুমিন لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 'যাদের কোন ভয় নেই এবং যারা চিন্তান্বিত হবে না'। কিন্তু আল্লাহ পাক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দ্বীন ইসলাম সহ প্রেরণের পরে এবং ইসলামের দাওয়াত ঐসব ইহুদী, নাছারা ও ছাবেঈদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পরে তাদের থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকেই আর কবুল করা হবে না।

এক্ষণে আল্লাহ্র বাণী, وَمَن يَّبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً অর্থ আল্লাহ্র রাসূলের যবানীতে ইসলাম আসার পরে এবং ঐ ব্যক্তির নিকটে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেলে তার কাছ থেকে আর কিছুই কবুল করা হবে না ইসলাম ব্যতীত।

অতঃপর ঐ সমস্ত লোক যারা রাসূলের ইসলাম নিয়ে আগমনের পূর্বে ছিল, অথবা যাদেরকে আজকাল ভূপৃষ্ঠে দেখা যায় যে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, অথবা ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে কিন্তু তার ভিত্তি ও মূল বিষয়কে পরিবর্তন করে পৌঁছানো হয়েছে, যেমন বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমি উদাহরণ স্বরূপ কাদিয়ানীদের কথা বলি, যারা আজকাল ইউরোপ-আমেরিকায় ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে। কিন্তু যে ইসলামের দিকে তারা দাওয়াত দিচ্ছে, তাতে ইসলামের কিছু নেই। কেননা তারা বলে থাকে যে, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরেও নবীগণ আসবেন। ফলে ঐসব ইউরোপ-আমেরিকানদের কাছে কাদিয়ানী ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ইসলামের দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না।

এক্ষণে উপরের বক্তব্যগুলি দুই প্রকারের। এক প্রকারের ঐসব লোক যারা তাদের পূর্বধর্মে নিষ্ঠাবান ছিল, তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ আয়াতটি *(মায়েদাহ ৫/৬৯)*।

দ্বিতীয় প্রকারের লোক তারাই যারা এই দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে, যেমন আজকাল বহু মুসলমানের মধ্যে দেখা যায়, তাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠিত হবে (অর্থাৎ তাদের থেকে কোন কিছুই কবুল করা হবে না)। অতঃপর যাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত আদৌ পৌঁছেনি, চাই তা ইসলাম আগমনের পরে হৌক বা পূর্বে হৌক, তাদের জন্য আখেরাতে আল্লাহ্র বিশেষ ব্যবস্থাপনা থাকবে। আর সেটা এই যে, তাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তাদের কাছে একজন রাসূলকে পাঠাবেন। যেমন দুনিয়াতে তাদের পরীক্ষার জন্য রাসূল পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিনের ভয়ংকরতার মধ্যে রাসূলের দাওয়াতে সাড়া দিবে ও তার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১০]

১০. *দ্রঃ ছাহীহাহ হা/২৪৬৮*।

প্রশ্ন-৭ : আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوْهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً 'আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ টেনে দিয়েছি যাতে ওরা না বুঝে এবং ওদের কানে বোঝা ভরে দিয়েছি'... *(আন'আম ৬/২৫)*। **অনেকে এ আয়াতের মধ্যে জাবরিয়া মতবাদের গন্ধ পান। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?**

উত্তর: এখানে 'আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ টেনে দিয়েছি' অর্থ তাদের অন্তরে লুকানো কুফরী ও অবাধ্যতার 'প্রাকৃতিক আবরণ টেনে দিয়েছি' (جعل كوني)। এটা বুঝার জন্য 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা' (الإرادة الإلهية) কথাটির তাৎপর্য ভালভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা' দু'প্রকারের: 'বিধানগত ইচ্ছা' (إرادة شرعية) ও 'প্রাকৃতিক ইচ্ছা' (إرادة كونية)। 'বিধানগত ইচ্ছা' হ'ল, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপরে বিধিবদ্ধ করেছেন এবং তাদেরকে ফারায়েয-ওয়াজিবাত, সুন্নাত-নফল প্রভৃতি বিধান সমূহ বাস্তবায়নে উৎসাহিত করেছেন। অতঃপর 'প্রাকৃতিক ইচ্ছা' হ'ল, কখনো কখনো ঐ সকল বিষয়ে যা আল্লাহ বিধিবদ্ধ করেননি, কিন্তু তিনি তা নির্ধারণ করেছেন। এইসব ইচ্ছাকে 'প্রাকৃতিক ইচ্ছা' (إرادة كونية) বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 'তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলেন, 'হও' ব্যস হয়ে যায়' *(ইয়াসীন ৩৬/৮২)*। এখানে কোন কিছু (شيئاً) অনির্দিষ্ট বাচক বিশেষ্য, যা ভাল-মন্দ সব ধরনের কাজকে শামিল করে। আর এটা হয়ে থাকে কেবল 'কুন' আদেশসূচক শব্দ দ্বারা। অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর সিদ্ধান্তে, তাঁর নির্ধারণে। এটা বুঝার পরে আমরা ফিরে যাব 'ক্বাযা ও ক্বদরের' বিষয়টির দিকে। আল্লাহ যখনই কোন কাজের জন্য 'কুন' বলেন, তখনই সেই কাজটি পূর্বনির্ধারিত হিসাবে গণ্য হয়। আর আল্লাহ্‌র নিকটে সকল বস্তুই পূর্বনির্ধারিত। যা ভাল ও মন্দ সব বিষয়কে শামিল করে।

এক্ষনে জিন ও ইনসান যারা আল্লাহ্‌র বিধান সমূহ মানতে বাধ্য ও আদিষ্ট- আমরা দেখব যে, আমাদের সম্পর্কিত বিষয়গুলি কি স্রেফ আমাদের ইচ্ছা ও এখতিয়ারে হয়ে থাকে, নাকি আমাদের ইচ্ছার বাইরেও হয়ে থাকে? দ্বিতীয় বিষয়টির সাথে আনুগত্য বা অবাধ্যতার কোন সম্পর্ক নেই এবং এর পরিণাম ফল হিসাবে জান্নাত বা জাহান্নামের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রথমটির বিষয়ে যেখানে শরী'আতের বিধান সমূহ রয়েছে, তার প্রতি আনুগত্য বা অবাধ্যতার ফলাফল হিসাবে জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত আছে। অর্থাৎ মানুষ যেটা ইচ্ছাকৃতভাবে করে এবং তার জন্য স্বেচ্ছায় চেষ্টা-তদবির করে, সে কাজটির হিসাব নেওয়া হবে। ভাল কাজ হ'লে ভাল ফল পাবে, মন্দ কাজ হ'লে মন্দ ফল পাবে। আর মানুষ তার কর্মসমূহের সিংহভাগ নিজ ইচ্ছায় করে থাকে। এটিই হ'ল বাস্তব কথা। যার মধ্যে শরী'আত ও যুক্তি কোন দিক দিয়েই ঝগড়ার কোন অবকাশ নেই। শরী'আতের দিক দিয়ে ঝগড়ার অবকাশ নেই একারণে যে, কুরআন ও সুন্নাহে অবিরত ধারায় ঐসব দলীল মওজুদ রয়েছে যে, মানুষ কেবল ঐসমস্ত কাজ করবে, যা তাকে হুকুম করা হয়েছে এবং ঐসকল কাজ ছাড়বে, যা তাকে নিষেধ করা হয়েছে। এইসব দলীল এত বেশী যে তা বর্ণনার অতীত।

অতঃপর যুক্তির দিক দিয়ে ঝগড়ার কোন অবকাশ নেই একারণে যে, একথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, মানুষ যখনই কোন কথা বলে, চলাফেরা করে, খায় বা পান করে কিংবা যখনই কোন কাজ করে যা তার এখতিয়ারাধীন, তখন সে কাজে সে স্বাধীন ইচ্ছার মালিক এবং মোটেই বাধ্য নয়। আমি যদি ইচ্ছা করি যে, এখন আমি কথা বলব, তাহ'লে কেউ নেই যে আমাকে এই স্বাভাবিক অবস্থায় বাধ্য করে। কিন্তু এটি তাক্বদীরে পূর্বনির্ধারিত। অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত হওয়ার সাথে সাথে এটি আমারই কথা। আরও সরলার্থ হ'ল, আমি যা বলব এবং যেসব কথা বলব তার এখতিয়ার সহ এটি পূর্ব নির্ধারিত। কিন্তু ঐ ক্ষমতা সহকারে যে আমি চুপ থাকব ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি আমার কথায় সন্দেহ পোষণ করে। আমি এ ব্যাপারে স্বাধীন।

এক্ষণে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিষয়টি বাস্তবে এমন যে, এতে কোন ঝগড়া-বিসম্বাদের অবকাশ নেই। যে ব্যক্তি এতে বিতণ্ডা করে, সে ব্যক্তি একটি স্পষ্ট বিষয়ে সন্দেহ আরোপ করে মাত্র। মানুষ যখন এই স্তরে পৌঁছে যায়, তখন তার সাথে কথা বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের কাজকর্ম দু'ধরনের হয়ে থাকে। স্বেচ্ছাকৃত ও বাধ্যগত। বাধ্যগত বিষয়ে আমাদের কোন কথা নেই। না শরী'আতের দিক দিয়ে, না বাস্তবতার দিক দিয়ে। শরী'আত হ'ল স্বেচ্ছাকৃত কর্মসমূহের সাথে সম্পৃক্ত। আর এটাই হ'ল মূলকথা। এই বিষয়গুলো মাথায় রাখার পর এবার আমরা বুঝতে সক্ষম হবো পূর্বের আয়াতটি وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً 'আমরা তাদের অন্তরের উপরে আবরণ টেনে দিয়েছি' *(আন'আম ৬/২৫)*। এখানে 'আবরণ টেনে দেওয়ার' অর্থটি 'প্রকৃতিগত' (جعل كوني)। অনুরূপ আরেকটি আয়াত আমরা মনে করিয়ে দিই, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً 'তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন' *(ইয়াসীন ৩৬/৮২)*। এখানে 'ইচ্ছা করা' বিষয়টিও প্রকৃতিগত (الإرادة

Contents

(الكونية)। কিন্তু 'আল্লাহ্র ইচ্ছা' কথাটি এবং 'তাদের অন্তরে আবরণ টেনে দেওয়া' কথাটি এক নয়।

বস্তুগত দিক দিয়ে এর উদাহরণ হ'ল, যেমন মানুষ যখন ভূমিষ্ট হয়, তখন তার দেহের মাংস থাকে নরম তুলতুলে। তারপর সে যত বড় হ'তে থাকে, তার গোশত ও হাড্ডি তত শক্ত হ'তে থাকে। কিন্তু সকল মানুষ এব্যাপারে সমান নয়। অনুরূপভাবে মানুষ লেখাপড়া করে, তাতে তার জ্ঞান পুষ্ট হয় ও মস্তিষ্ক শক্তিশালী হয় যে বিষয়ে সে গবেষণায় লিপ্ত থাকে এবং তার পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে। কিন্তু শারীরিক দিক দিয়ে দেখা যায় যে, তার দেহ আর শক্তিশালী হয় না বা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ আর বৃদ্ধি পায় না।

এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হ'ল একজন ব্যক্তি তার দৈহিক ফিটনেস বাড়ানোর জন্য সারাদিন অনুশীলনে ব্যস্ত থাকে, যেমন তারা আজকাল বলে থাকে। এতে তার পেশীসমূহ শক্ত হয় এবং দেহ শক্তিশালী হয়। এইসব বাহাদুরদের ছবি আমরা মাঝে-মধ্যে দেখি। অথচ ঐ ব্যক্তি কি ঐভাবে জন্মগ্রহণ করেছিল? নাকি তার নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে ঐরূপ স্বাস্থ্য গঠিত হয়েছে? নিঃসন্দেহে এটি হয়েছে তার চেষ্টায় ও তার ইচ্ছায়।

এটিই হ'ল ঐ ব্যক্তির উদাহরণ, যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা, অবাধ্যতা, কুফরী ও নাস্তিকতার মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছে। যা পরে মরিচা ধরার পর্যায়ে এবং আবরণ টেনে দেয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যা আল্লাহ তার অন্তরে করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ তার উপরে ফরয করেননি বা তাকে বাধ্য করেননি। এটা হয়েছে তার নিজস্ব অর্জন ও স্বেচ্ছাকৃত কর্মের ফলে। আর এটাই হ'ল প্রাকৃতিক ক্রিয়া (الجعل الكوني) যা ঐ কাফের লোকেরা উপার্জন করেছে। অতঃপর তা ঐ কালিমা চিহ্নে পৌঁছে গেছে, যাকে মূর্খরা ভেবেছে যে, এটাই তাদের উপরে ফরয করা হয়েছে। অথচ এটি তাদের কর্মের ফল। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপরে যুলুমকারী নন।

প্রশ্ন-৮ : কুরআনে চুম্বন দেওয়ার হুকুম কি?

উত্তর: আমাদের মতে বিষয়টি সাধারণ হাদীছ সমূহের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যেমন اياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে নবোদ্ভূত বিষয় সমূহ হ'তে দূরে থাক। কেননা প্রত্যেক নবোদ্ভূত বস্তুই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'। অন্য হাদীছে এসেছে, وكل ضلالة فى النار 'এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'।

এইসব বিষয়ে কিছু লোকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তারা বলেন, এতে আর এমন কি? এটা তো কুরআন মজীদকে সম্মান করা ভিন্ন অন্য কিছু নয়? কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, এমন সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের বিষয়টি কি প্রথম যুগের মুসলমানদের নিকটে গোপন ছিল? অর্থাৎ ছাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের শিষ্য তাবেঈনে এযাম ও তাদের শিষ্য তাবে-তাবেঈনের নিকটে? নিঃসন্দেহে এর জওয়াব হবে সেটাই যা পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ বলেন, لوكان خيرًا لسبقونا إليه 'যদি এটা উত্তম হ'ত, তাহ'লে অবশ্যই তাঁরা আমাদের আগেই একাজ করতেন'।

এটা হ'ল একটি দিক। আরেকটি দিক হ'ল, কোন বস্তুকে চুম্বন দেওয়ার মূলে কি নিহিত রয়েছে? সিদ্ধতা না নিষিদ্ধতা? এখানে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য ছহীহায়নে বর্ণিত সেই প্রসিদ্ধ হাদীছটি আমরা অবশ্যই পেশ করব, যাতে বর্তমান যুগের মুসলমানরা তাদের পূর্ববর্তীদের বুঝ থেকে কত দূরে অবস্থান করছে, তা উপলব্ধি করতে পারে এবং তারা ঐসব বিষয়ে সমাধানে আসতে পারে। যেসব বিষয় তাদের কাছে আলোচনা করা হয়।

হাদীছটি হ'ল, আবেস বিন রাবী'আহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে দেখলাম যে এ সময় তিনি বলছেন, إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلولا أني رأيت رسول الله صـــ يقبلك ما قبلتك 'আমি অবশ্যই জানি যে তুমি পাথর। না ক্ষতি করতে পার, না উপকার করতে পার। আমি যদি না দেখতাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে চুম্বন দিচ্ছেন, তাহ'লে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না'।[১১] এক্ষণে ওমর (রাঃ) হাজরে আসওয়াদ কেন চুম্বন দিলেন? কেননা ছহীহ হাদীছে এসেছে الحجر الأسود من الجنة 'হাজরে আসওয়াদ জান্নাতের পাথর'।[১২] এখানে ওমর (রাঃ) কি এই যুক্তির ভিত্তিতে চুম্বন দিয়েছেন যে, এটি জান্নাতের একটি নিদর্শন, মুমিনদেরকে যার ওয়াদা করা হয়েছে; অতএব আমি একে চুম্বন করব? এজন্য চুম্বন বিষয়ে রাসূলের নির্দেশনা আমার নিকটে স্পষ্ট হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন প্রশ্নকারী তার আলোচ্য প্রশ্নে বলেছেন যে, এটি আল্লাহ্র কালাম। অতএব আমরা একে চুম্বন করব। নাকি এসব প্রশাখাগত বিষয়ে আমরা ঐরূপ আচরণ করব, যেরূপ কিছু লোক আজকাল নামকরণ করেছেন 'সালাফী তর্কশাস্ত্র' (المنطق السلفي) বলে, যার বক্তব্য হ'ল, খালেছভাবে আল্লাহ্র রাসূলের পদাংক অনুসরণ করা এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সুন্নাতের পায়রবী করা'। আর এটাই ছিল ওমর (রাঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি'। যেজন্য

১১. *ছহীহ তারগীব ১/৯৪/৪১*।
১২. *ছহীহুল জামে' হা/৩১৭৪*।

Contents

তিনি বলেছিলেন, 'যদি আমি না দেখতাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে চুম্বন দিচ্ছেন, তাহ'লে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না'।

অতএব এই ধরনের চুম্বনের বিষয়ে মুলনীতি হ'ল এই যে, আমরা বিগত সুন্নাতের উপরে চলব। এসব বিষয়ে আমরা এমন হুকুম দেব না যে, هذا حسن وماذا في ذلك 'এটা ভাল কাজ। এতে এমন আর কি আছে'?

এ বিষয়ে যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)-এর পদক্ষেপ দেখুন। যখন কুরআনকে হেফাযতের উদ্দেশ্যে আবুবকর ও ওমর (রাঃ) তাকে সংকলনের প্রস্তাব দেন, তখন তিনি বলে ওঠেন, كيف تفعلون شيئاً ما فعله رسول الله صـــ؟ 'আপনারা কিভাবে এরূপ কাজ করবেন, যা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) করেননি?' আজকাল মুসলমানদের নিকটে দ্বীনের বিষয়ে এরূপ বুঝ আদৌ নেই।

কুরআনে চুম্বনকারী ব্যক্তিকে যখন বলা হয়, কিভাবে তুমি একাজ করছ, যা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) করেননি, তখন সে আপনার মুখের উপরে কয়েকটি বিস্ময়কর জওয়াব দিবে। যেমন (১) আরে ভাই! এতে কি এমন এসে যায়? এর মধ্যে তো কুরআনের তা'যীম রয়েছে। তখন আপনি তাকে বলুন, হে ভাই! একথা আপনার বিরুদ্ধে ফিরে যাবে। আচ্ছা, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কি কুরআনের তা'যীম করতেন না? নিঃসন্দেহে তিনি কুরআনের তা'যীম করতেন। এতদসত্ত্বেও তিনি তাকে চুমু খেতেন না।

(২) অথবা বলবে, আপনি আমাদেরকে কুরআনে চুমু খেতে নিষেধ করছেন। অথচ আপনি বাস-ট্যাক্সি, বিমান ইত্যাদিতে চড়ে ভ্রমণ করেন। আর এগুলি সবই নবাবিস্কৃত বা বিদ'আত।

এর জবাবে বলা হবে যে, যে বিদ'আত ভ্রষ্টতা, তা হ'ল দ্বীনের বিষয়ে নবাবিস্কৃত বস্তু। এক্ষণে দুনিয়াবী বিষয়ে এটি কখনো সিদ্ধ, আবার কখনো নিষিদ্ধ যে বিষয়ে কিছু পূর্বেই আমরা ইশারা করে এসেছি। এটি খুবই প্রসিদ্ধ বিষয়। যার জন্য উদাহরণের প্রয়োজন নেই।

ধরুন যে ব্যক্তি হজ্জের সফরে বিমানে ভ্রমণ করেন, নিঃসন্দেহে তা সিদ্ধ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিমানে চড়ে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে গমন করে ও সেখানকার সংকল্প করে, নিঃসন্দেহে তা পাপকর্ম। এরূপ অন্যান্য বিষয়।

অতঃপর দ্বীনী বা উপাসনাগত বিষয়সমূহ সম্পর্কে যদি প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, কেন আপনি এগুলি করেন? জবাবে তিনি বলবেন, আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের জন্য। তখন আমি বলব, আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের কোন পথ নেই আল্লাহ্‌র দেখানো রাস্তা ব্যতীত। আমি একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, كل بدعة ضلالة 'প্রত্যেক নবোদ্ভুত বস্তুই ভ্রষ্টতা' এই মূলনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমার ধারণা মতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, لا مجال لاستحسان عقلى بتاتا শরী'আত বিষয়ে ইস্তেহসান অর্থাৎ আমার জ্ঞান এটাকে ভাল মনে করে সেটাই করব, একথা বলার আদৌ কোন সুযোগ নেই। এজন্য কোন বিগত বিদ্বান বলেছেন, ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة 'যখন একটি বিদ'আতের উদ্ভব হয়, তখনই একটি সুন্নাত মিটে যায়'। বিদ'আতের বিষয়ে তালাশী চালাতে গিয়ে বিষয়টির বাস্তবতা আমি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। কিভাবে মানুষ বিভিন্ন সময়ে রাসূলের আনীত শরী'আতের বিরোধিতা করে যাচ্ছে।

গভীর ইল্‌ম ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিগণের কেউ যখন তেলাওয়াতের জন্য কুরআন হাতে নেন, আপনি তাদেরকে চুমু খেতে দেখবেন না। তারা কুরআন অনুযায়ী আমল করে থাকেন। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ যাদের ভালোবাসার কোন নিয়ম-নীতি নেই- তারা বলবে, এতে আর এমন কি? অথচ তারা কুরআনের বিধানের উপরে আমল করে না। অতএব আমরা বলব, 'যখন একটি বিদ'আতের উদ্ভব হয়, তখনই একটি সুন্নাত মিটে যায়'।

এই বিদ'আতের অনুরূপ আরেকটি বিদ'আত হ'ল: আমরা লোকদের দেখি এমনকি ঐসব ফাসেকদের, যাদের অন্তরে ঈমানের তলানিটুকুই কেবল অবশিষ্ট আছে, যখন তারা আযান শুনতে পায়, অমনি উঠে দাঁড়ায়। যদি আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, দাঁড়ালেন কেন? সে বলবে تعظيما لله عز و جل 'মহান আল্লাহ্‌র সম্মানে' অথচ তারা মসজিদে যাবে না। তারা তাদের তাস, পাশা, জুয়া ইত্যাদি খেলা নিয়ে মত্ত থাকবে। কিন্তু তারা ধারণা করে যে, এই দাঁড়ানোর মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রভুকে সম্মান করলাম। দাঁড়ানোর এই রীতি এল কোত্থেকে? এসেছে সেই ভিত্তিহীন জাল হাদীছের অনুসরণে إذا سمعتم الأذان فقوموا 'যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে'।[১৩]

উক্ত হাদীছটির একটি ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু তা কিছু যঈফ ও মিথ্যা হাদীছ রচনাকারীদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। অত্র হাদীছে বর্ণিত قوموا 'তোমরা দাঁড়াও' শব্দটি তারা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত قولوا 'তোমরা বল' শব্দ থেকে 'বদল' করেছে (অর্থাৎ 'লাম'-কে 'মীম' বানিয়েছে) সংক্ষেপে ছহীহ হাদীছটি হ'ল: إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ 'যখন তোমরা আযান শোনো, তখন তোমরা

১৩. *সিলসিলা যাঈফাহ হা/৭১১।*

বল যেমন মুওয়াযযিন বলে। অতঃপর আমার উপরে দরূদ পাঠ করো'..। অতএব তোমরা দেখো শয়তান কিভাবে মানুষের জন্য বিদ'আতকে সুন্দরভাবে পেশ করেছে। আর তাকে আশ্বস্ত করেছে এই বলে যে, সে একজন ঈমানদার, আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে সম্মান করে। তার প্রমাণ হ'ল এই যে, সে যখন কুরআন হাতে নেয়, তখন তাতে চুম্বন দেয় এবং যখন আযান শোনে, তখন তার সম্মানে উঠে দাঁড়ায়!!

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল: ঐ ব্যক্তি কি কুরআনের উপর আমল করে? না। সে কুরআনের উপর আমল করে না। উদাহরণ স্বরূপ: ঐ ব্যক্তি ছালাত আদায় করে। কিন্তু সে কি হারাম খায় না? সেকি সূদ খায় না? সে কি সূদ খাওয়ায় না? সে কি জনগণের মধ্যে ঐসব প্রচার মাধ্যমের প্রসার ঘটায় না যার দ্বারা জনগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা বৃদ্ধি পায়? এরূপ প্রশ্নের কোন শেষ নেই। সেকারণ আমরা আল্লাহ যেসব সৎ কর্ম ও ইবাদাত সমূহ আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন, তার উপরে দৃঢ় থাকি। তার উপরে একটি হরফ বৃদ্ধি করি না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ماتركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به 'আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু নির্দেশ দান করেছেন, তার কোন কিছুই আমি তোমাদের নির্দেশ দিতে ছাড়িনি'।[১৪]

অতএব এখন এই যে কাজ তুমি করছ, এর দ্বারা কি তুমি আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনা করো? যদি জবাব হয়- হ্যাঁ, তাহ'লে তার দলীল রাসূলের কাছ থেকে নিয়ে এস। অথচ এর জবাব এই যে, সেখানে এর কোন দলীল নেই। তাহ'লে এটি বিদ'আত! আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

কেউ যেন এ বিষয়ে সমস্যায় না পড়ে এবং বলে যে, এ মাসআলাটি তো একটি নিম্নস্তরের মাসআলা। এতদসত্ত্বেও এটি ভ্রষ্টতা? এবং এই বিদ'আতকারী ব্যক্তি জাহান্নামী হবে? একথার জবাব দিয়েছেন ইমাম শাত্বেবী। তিনি বলেছেন, كل بدعة مهما كانت صغيرة فهى ضلالة 'প্রত্যেক বিদ'আত তা যতই ছোট হৌক না কেন তা ভ্রষ্টতা।'

এখানে ভ্রষ্টতার হুকুমটির দিকে দেখা হবে না, দেখা হবে এর স্থানের দিকে, যে স্থানে বিদ'আতটি সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তা হ'ল ইসলামী শরী'আত। যা সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব ছোট হৌক বড় হৌক কোনরূপ বিদ'আত সংযোজনের কোন সুযোগ সেখানে নেই। এখান থেকেই বিদ'আতের ভ্রষ্টতা এসেছে। কেবল নতুন উদ্ভবের কারণে নয়। বরং এর দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া বিধান সমূহের উপরে সংশোধনী আরোপ করা হয়।

প্রশ্ন: ৯ ঃ আমাদের উপরে কুরআনুল কারীমের তাফসীর কিভাবে করা ওয়াজিব?

উত্তরঃ আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীম নাযিল করেছেন তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কলবের উপরে। মানুষকে কুফর ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোর পথে বের করে আনার জন্য। যেমন আল্লাহ বলেন,

الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ-

'আলিফ-লাম-রা' এই কিতাব যাকে আমরা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনেন, তাদের পালনকর্তার নির্দেশ মতে মহা পরাক্রান্ত ও মহাপ্রশংসিতের পথের দিকে' *(ইবরাহীম ১৪/১)*।

অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কুরআনের বিষয়বস্তু সমূহের ব্যাখ্যাকারী, খোলাছাকারী ও স্পষ্টকারী বানিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ- 'এবং আমরা আপনার নিকটে স্মরণিকা নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে ব্যাখ্যা করে দেন যা তাদের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*।

অতঃপর 'সুন্নাহ' এসেছে কুরআনের বিষয়বস্তুকে খোলাছাকারী ও ব্যাখ্যাকারী হিসাবে। যেটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে 'অহি' হিসাবে এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى- 'তিনি খেয়াল-খুশীমত কথা বলেন না।' 'এটি কিছুই নয় অহি ব্যতীত যা তাঁর নিকটে করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ألا إنى أوتيت القرانَ ومثلَه معه، ألا يوشكِ رجل شبعانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه، وإنّ ماحرّم رسول الله كما حرّم اللهُ-

'শুনে রাখ, আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার সাথে তারই মত আরেকটি বস্তু। সাবধান! সত্বর কিছু আরামপ্রিয় লোককে দেখা যাবে, যারা পালংকের উপর ঠেস দিয়ে বলবে, তোমাদের জন্য এই কুরআনই যথেষ্ট। এখানে তোমরা যা হালাল পাও, তাকে হালাল মনে কর। আর যা

১৪. *ছাহীহাহ হা/১৮০৩*।

Contents

হারাম পাও, তাকে হারাম মনে কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল যা হারাম করেন, তা অনুরূপ যেমন আল্লাহ হারাম করেন'।[১৫]

এক্ষণে কুরআন তাফসীর করার জন্য প্রথম যে বস্তু প্রয়োজন, তাহ'ল 'সুন্নাহ'। আর তা হ'ল, রাসূলের কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতি সমূহ। এরপরে বিদ্বানগণের ব্যাখ্যা। আর এঁদের শীর্ষে রয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ। যাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হ'লেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)। এর কারণ একদিকে তিনি ছিলেন রাসূলের প্রথম যুগের সাথী। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে কুরআন বুঝা ও তার তাফসীরের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহের কারণে। এরপর হ'লেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, যাঁর সম্পর্কে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إنه ترجمان القران 'তিনি হ'লেন কুরআনের মুখপাত্র'। অতঃপর যেকোন ছাহাবী, যার থেকে কোন আয়াতের তাফসীর প্রমাণিত হয়েছে এবং সে বিষয়ে ছাহাবীগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই, আমরা তখন খুশীর সাথে এবং আত্মসমর্পণ ও কবুল করার মন নিয়ে ঐ তাফসীর বরণ করে নেব। আর যদি সেটা না পাওয়া যায়, আমাদের উপরে তখন ওয়াজিব হবে তাবেঈগণের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা। যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের ছাহাবীগণের কাছ থেকে তাফসীর শিক্ষা করেছেন। যেমন সাঈদ ইবনে জুবায়ের, ত্বাউস প্রমুখ। যাঁরা বিভিন্ন ছাহাবী বিশেষ করে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর কাছ থেকে তাফসীর শিক্ষায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন।

দুঃখের বিষয়, কোন কোন আয়াতের তাফসীর নিজস্ব রায় ও মাযহাব অনুযায়ী করা হয়েছে। যে বিষয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) থেকে সরাসরি কোন ব্যাখ্যা আসেনি। পরবর্তী যুগের কিছু বিদ্বান ঐসব আয়াতের তাফসীর নিজ মাযহাবের সমর্থনে করেছেন। যা অত্যন্ত ভয়ংকর বিষয়। অথচ তাফসীরবিদগণ উক্ত মাযহাবের বিপরীত তাফসীর করেছেন।

আমরা এখানে উদাহরণ স্বরূপ একটি আয়াতের তাফসীর উল্লেখ করতে পারি। যেমন আল্লাহ বলেন, فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 'তোমরা কুরআন থেকে যা সহজ মনে কর, তা পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। কোন একটি মাযহাবে এর তাফসীর করা হয়েছে স্রেফ কুরআন পাঠ হিসাবে। অর্থাৎ প্রত্যেক ছালাতে ওয়াজিব হ'ল কুরআন থেকে কিছু অংশ পাঠ করা। যা হবে একটি দীর্ঘ আয়াত অথবা তিনটি ছোট আয়াত। তারা এটা বলেছেন, রাসূলের এ ছহীহ হাদীছ থাকা সত্ত্বেও যে, لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 'ছালাত হয় না ঐ ব্যক্তির, যে সূরা ফাতেহা পাঠ করে না'।[১৬] অন্য হাদীছে এসেছে, من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج فهى خداج فهى خداج غير تمام– 'যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ- অসম্পূর্ণ'।[১৭]

বর্ণিত আয়াতটির তাফসীরে এ দু'টি হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, উক্ত আয়াতে স্রেফ কুরআন পাঠের কথা বলা হয়েছে। তাদের নিকটে মুতাওয়াতির হাদীছ ব্যতীত কুরআনের ব্যাখ্যা জায়েয নয়। অর্থাৎ মুতাওয়াতিরের তাফসীর মুতাওয়াতির ভিন্ন করা যাবে না। ফলে তারা উপরোক্ত দু'টি হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেছেন নিজেদের রায় অথবা মাযহাবের ভিত্তিতে কৃত উক্ত আয়াতের তাফসীরের উপরে নির্ভর করার কারণে।

অথচ প্রাথমিক ও পরবর্তীকালের সকল তাফসীর বিশেষজ্ঞ বিদ্বান উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, فاقرءوا اي فصلوا ماتيسر لكم من صلاة الليل 'তোমরা পাঠ কর' অর্থ 'তোমরা ছালাত আদায় কর তোমাদের সহজমত রাত্রির ছালাত'। কেননা মহান আল্লাহ এই আয়াতটি বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতের সাথে সম্পর্কিত করে,

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، إلى أن قال: فاقرءوا ماتيسر من القران–

অনুবাদ: নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা জানেন যে, আপনি ও আপনার সাথী একটি দল রাত্রিতে ছালাতে দণ্ডায়মান হন প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বা অর্ধাংশ বা এক তৃতীয়াংশ ব্যাপী। আর আল্লাহ রাত্রি ও দিবসের পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকেন'। এখান থেকে বর্ণিত আয়াতাংশ পর্যন্ত فاقرءوا ماتيسر من القران অর্থাৎ فصلوا ماتيسر لكم من صلاة الليل 'তোমরা ছালাত আদায় কর তোমাদের সহজ মত রাত্রির (নফল) ছালাত'। বিশেষ করে রাত্রির ছালাতে মুছল্লীর জন্য ক্বিরাআতের পরিমাণ কতটুকু হবে, আয়াতটি সে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং আল্লাহ এর দ্বারা উম্মতের জন্য সহজ করে দিয়েছেন যেন তারা তাদের সহজ মত সময় ধরে রাত্রির ছালাত আদায় করে। তাদের উপরে ওয়াজিব নয় এগারো রাক'আত পড়া, যা আপনারা জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পড়তেন।

---

১৫. *আবুদাঊদ, মিশকাত, আলবানী, হা/১৬৩।*

১৬. *ছহীহুল জামে' হা/৭৩৮৯।*

১৭. *ছিফাতুছ ছালাত পৃঃ ৯৭।*

বস্তুতঃ এটাই হ'ল আয়াতের অর্থ। আর এটাই হ'ল আরবী ভাষারীতি যে, অংশের দ্বারা সমষ্টির অর্থ নেওয়া হয়ে থাকে।

[টীকা: যেমন আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ *'যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে তার দু'হাত যা অগ্রিম প্রেরণ করেছে' (নাবা ৭৮/৪০)। এখানে দু'হাত বলে 'ব্যক্তি'কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দেহের একটি অংশের কথা উল্লেখ করে দেহধারী মানুষকে বুঝানো হয়েছে। -অনুবাদক]*

অতএব আল্লাহ্র বাণী فاقرءوا 'পাঠ কর' অর্থ فصلوا 'ছালাত আদায় কর'। এখানে 'ছালাত' (الصلاة) হ'ল 'সমষ্টি' (الكل) এবং 'ক্বিরাআত' (القراءة) হ'ল 'অংশ' (الجزء)। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ 'তুমি ছালাত কায়েম কর সূর্য ঢলে পড়া হ'তে রাত্রির প্রথম অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরের কুরআন' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭৮)*। এখানে 'ফজরের কুরআন' (قرآن الفجر) অর্থ ফজরের ছালাত' (صلاة الفجر)। এখানে অংশ বর্ণনা করে সমষ্টি বুঝানো হয়েছে। আরবী ভাষার এ বাকরীতি খুবই পরিচিত।

অতএব আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রকাশিত হওয়ার পর, যে তাফসীরে বিগত ও পরবর্তী যুগের কোন তাফসীরবিদের মধ্যে মতভেদ নেই, প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীছটি স্রেফ 'আহাদ' হওয়ার দাবী তুলে প্রত্যাখ্যান করা সিদ্ধ নয়, এ যুক্তিতে যে, 'আহাদ' পর্যায়ের হাদীছ দ্বারা কুরআনের তাফসীর করা সিদ্ধ নয়। কেননা বর্ণিত আয়াতটি তাফসীর করা হয়েছে কুরআনের ভাষা সম্পর্কে গভীর তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী বিদ্বানগণের বক্তব্য সমূহের মাধ্যমে- এটা হ'ল প্রথম কথা। দ্বিতীয় এজন্য যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ কুরআনের বিরোধী নয়; বরং তা কুরআনকে ব্যাখ্যা করে ও স্পষ্ট করে। যা আমরা এই আলোচনার শুরুতে উল্লেখ করেছি। অতএব এটা কিভাবে বলা যেতে পারে? অথচ আয়াতের সঙ্গে এ বিষয়ের কোন সম্পর্কই নেই যে, মুসলমানের জন্য তার ছালাতে চাই তা ফরয হৌক বা নফল হৌক, কতটুকু ক্বিরাআত করা ওয়াজিব হবে।

[টীকা: 'আহাদ' ঐ হাদীছকে বলে যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা এক বা দু'জন। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ 'সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল' -অনুবাদক]

এক্ষণে উপরে বর্ণিত দু'টি হাদীছের বিষয়বস্তু পরিষ্কার যে, মুছল্লীর ছালাত শুদ্ধ হবে না সূরা ফাতেহা পাঠ করা ব্যতীত। হাদীছ দু'টি হ'ল, (১) لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 'ছালাত হয় না যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করে না' (২) من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج فهى خداج فهى خداج غير تمام– 'যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ', অপূর্ণাঙ্গ। অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ (وهى ناقصة)। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণভাবে ছালাত শেষ করল, সে ছালাত আদায় করল না। ঐ ছালাত তার বাতিল হ'ল। যা প্রথম হাদীছটি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়।

এই প্রকৃত অবস্থা যখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন আমাদের নিশ্চিন্ত মনে রাসূলের হাদীছ সমূহের দিকে ফিরে যাওয়া উচিত, প্রথমতঃ যা হাদীছের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ যা বিশুদ্ধ সূত্র সমূহে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে নতুন নতুন থিওরী বের করে আমরা অহেতুক সন্দেহবাদ আরোপ করব না, যেরূপ এ যামানায় করা হচ্ছে। আর তা হ'ল যেমন কেউ বলেন, 'আহকাম' বিষয় ব্যতীত 'আক্বীদা' বিষয়ে আমরা 'আহাদ' পর্যায়ের হাদীছের পরোয়া করি না। 'আহাদ' হাদীছের উপরে আক্বায়েদের ভিত্তি হ'তে পারে না। এভাবেই তারা কল্পনা করে থাকেন। অথচ আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আহলে কিতাব (ইহুদী-নাছারাদের) নিকটে মু'আয (রাঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য'।[৯] অথচ তিনি ছিলেন একক ব্যক্তি।

'কুরআনুল কারীমের তাফসীর কিভাবে করা আমাদের উপরে ওয়াজিব' এ বিষয়ের জন্য পূর্বোক্ত আলোচনাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।

দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হৌক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁদের অনুসারী হবেন তাদের সকলের উপর। সকল প্রশংসা বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা আল্লাহ্র জন্য।

---

৯. *বুখারী হা/১৪৫৮; মুসলিম হা/১৯।*

Contents

বিশ্ব সভ্যতা ও ইসলামে নারীর অবস্থান : একটি পর্যালোচনা

*মুহাম্মাদ আবু তাহের**

ভূমিকা :

সভ্যতা বাংলা শব্দ। এর আরবী তাহযীব। ইংরেজী Culture। মূলতঃ সভ্যতা হচ্ছে মানুষের চেতনা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, অনুভূতি, অনুরাগ, জীবন বোধের পরিমার্জিত ও পরিশোধিত সামষ্টিক আচরণ ও ক্রিয়াকাণ্ড। এর পরিধি ব্যাপক। প্রতিটি জাতির নিজস্ব সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। নিজস্ব সভ্যতার সংরক্ষণ ছাড়া কোন জাতিই তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্ব সভ্যতা ও ইসলামে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

চীন সভ্যতায় নারী :

পৃথিবীতে চীন দেশেই নারীদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। চীনের ধর্মগ্রন্থে নারীকে 'Water of woe' বা 'দুঃখের প্রস্রবণ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চীনের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, 'মানব সমাজে নারীদের স্থানই সর্বনিম্নে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। পৃথিবীতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছুই নেই'।[১৮]

এ সভ্যতায় নারীদের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা আর নির্মম অত্যাচার করা হয়েছে। তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। নানা অত্যাচারে এদের জীবনকে করা হয়েছে বিভীষিকাময়। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, 'চীনে নারীর জীবন পদ্ধতি ছিল অমানবিক। সেখানে নারীদের দ্বারা লাঙ্গল টানানো হ'ত, বোঝা বহন করানো হ'ত, আর সামান্য কিছু ত্রুটি হ'লে তারা মনিব কর্তৃক চাবুকের আঘাত সহ্য করত। নারীর ঘাড়ে চড়ে বড় লোকেরা ভ্রমণ করত। বাজারে গোশতের অভাব হ'লে তারা মেয়ে মানুষ কিনে এনে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রান্না করে নিজেরা খেত আর মেহমানদের খাওয়াত'।[১৯]

সে দেশে বালকেরা দরজার সামনে এমনভাবে দাঁড়াত, যেন তারা স্বর্গ থেকে আগত দেবতা। স্ত্রী কন্যা প্রসব করেছে সংবাদে কোন পিতাই আনন্দিত হ'ত না। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে তার দৃষ্টি যেন কারও উপর না পড়ে এজন্য সে স্বীয় প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে থাকত। সে মৃত্যুবরণ করলে কেউ তার জন্য রোদন করত না'।[২০]

সামাজিক কোন দোষ-ত্রুটি করার জন্যও অনেক সময় নারীদেরকে পরিবার ও সমাজচ্যুত করা হ'ত। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ব্যভিচারের অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। ফলে তার মাতা-পিতা তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হ'লে সে তাদের নিকট চলে যেত। অন্যথা তাকে রাস্তায় বের করে দেওয়া হ'ত।[২১]

গ্রীক সভ্যতায় নারী :

গ্রীক সভ্যতায় আধুনিক সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় জাগতিক উন্নতি সত্ত্বেও নারীর সামাজিক অবস্থান ছিল খুবই নিম্ন। নারীকে মানবতার কলঙ্ক মনে করা হ'ত। বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, "Women is the grates source of chase and disruption in the world. She is like the Dafali Tree which outwardly looks very beautiful, but is sparrows eat it they die without fail." 'নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুই পাখি ভক্ষণ করলে মৃত্যু অনিবার্য'।[২২]

গ্রীক সমাজের লোকেরা যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও নারীদের বেলায় ছিল স্বার্থপর, বিদ্বেষপরায়ণ ও ঘোর মানবতা বিরোধী। একজন গ্রীক সাহিত্যিক বলেন, 'দু'টি স্থানে নারী পুরুষের জন্য খুশির কারণ হয়, তার একটি হচ্ছে বিবাহের দিন। অপরটি হচ্ছে মৃত্যুর দিন'।[২৩] লিকোয়ী স্বীয় 'ইউরোপীয় নৈতিক ইতিহাস' বইয়ে লিখেছেন, 'সামগ্রিক দিক দিয়ে গ্রীক সমাজে সতী-সাধ্বী নারীদের সামাজিক অবস্থান নেহায়েত নিম্ন পর্যায়ের ছিল। তাদের সমগ্র জীবনটাই দাসত্বের যাঁতাকলে নিস্পেষিত হয়ে অতিবাহিত হ'ত।[২৪]

এ সভ্যতায় নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে মতামত প্রকাশের সুযোগ ছিল না। মাতা-পিতার ইচ্ছানুসারে তাকে বিবাহে বাধ্য হ'তে হ'ত। নারীদেরকে নিতান্ত তুচ্ছ বলে গণ্য করা হ'ত এবং সর্বদা তাদেরকে তাদের পুরুষ আত্মীয়-স্বজন, পিতা, ভ্রাতা এবং চাচা, মামা ও খালুকে মেনে চলতে হ'ত।[২৫]

রোম সভ্যতায় নারী :

ঐতিহাসিকদের ভাষ্যমতে রোমানগণ স্ত্রী তথা নারীদেরকে অপ্রাপ্ত বয়স্কা শিশু বলে গণ্য করত। ফলে নারীকে সর্বদা পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকতে হ'ত। রোমান আইন-কানূন দীর্ঘকাল পর্যন্ত নারীদের মর্যাদাকে হেয় ও নীচু করে রেখেছিল। পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশীল হওয়ার অধিকার ভোগ করত। যখন ইচ্ছা তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করত'।[২৬]

রোমান সমাজে দাস-দাসীদের ন্যায় সেবা-শুশ্রূষাকেই নারী জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করা হ'ত। নারীদের থেকে চাকরাণীর কাজ নেয়ার নিমিত্তে পুরুষগণ তাদেরকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করে দাসত্বের জগদ্দল পাথর বুকের উপর চাপিয়ে দিত। বিবাহিতা স্ত্রী ও তার সকল সম্পত্তি স্বামীর ব্যবহারে চলে যেত। স্ত্রীর উপর স্বামীর সর্বপ্রকার অধিকার

---

* *এম.ফিল গবেষক, আল-হাদীছ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

১৮. আব্দুল খালেক, নারী (ঢাকা: দীনী পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯), পৃঃ ৫।
১৯. মাসিক মদীনা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, পৃঃ ১৭।
২০. নারী, পৃঃ ৫-৬।
২১. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, Woman in Islam (Lahore: Islamic Publications Ltd,. 1979) P. 2-3.
২২. নারী, পৃঃ ২।
২৩. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসারী ওমরী, ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, অনুবাদ: মাওলানা কারামত আলী নিজামী, (ঢাকা: সালাউদ্দিন বই ঘর, ১৯৯৮), পৃঃ ১৩।
২৪. ঐ।
২৫. নারী, পৃঃ ২।
২৬. ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ১৩।

ছিল। স্ত্রী কোন অপরাধ করলে তার বিচারের সম্পূর্ণ অধিকার স্বামীর ছিল। এমনকি স্বামী স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারত।[২৭]

রোমান সমাজের নারীদের প্রকৃতি, ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা ও তাদের প্রতি নির্মম নির্যাতনের বিবরণ দিয়ে সাঈদ আব্দুল্লাহ সাইফ আল-হাতেমী বলে, 'রোমান স্ত্রী স্বামীর খরিদকৃত সম্পত্তির ন্যায় ছিল। স্বামীর কল্যাণের জন্য তাকে দাসীর মতই থাকতে হ'ত। সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে সে যোগদান করতে পারত না। সে কোন আমানত রাখতে পারত না এবং কোন কিছুর যামিন, সাক্ষী ও শিক্ষক হ'তে পারত না। পুরুষের গৃহ সজ্জিত করার জন্য সে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পুত্র বা দেবর-ভাসুরদের উপর আইনানুগ অধিকার জন্মাত'।[২৮]

ইউরোপীয় সভ্যতায় নারী :

বর্তমান যুগে নারীর সমান অধিকারের সবচেয়ে বড় দাবীদার হচ্ছে ইউরোপীয় দেশগুলি। অথচ এই সকল দেশে এক শতাব্দীর কিছু পূর্বেও নারীরা পুরুষের যুলুম, নির্যাতন-উৎপীড়নের শিকারে পরিণত ছিল। এমন কোন আইনগত বিধান ছিল না, যা নারীদেরকে পুরুষের নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দিতে পারত। মিইল দার 'শাসিত নারী' গ্রন্থে এভাবে লিখেছেন, 'ইউরোপীয় প্রাচীন ইতিহাসের পাতা উল্টালে আপনি জানতে পারবেন যে, পিতা-মাতা তার মেয়েদেরকে যে বিক্রয় করে ফেলত, তা বেশী দিনের কথা নয়। তারা মেয়েদের ইচ্ছা ও মর্জির কোন তোয়াক্কাই করত না। ইচ্ছে হ'লে বিক্রয় করত, ইচ্ছে হ'লে অপাত্রে বিবাহ দিত। যা খুশী তাই করতে পারত। তাদের মতামত ও ইচ্ছার কোন মূল্যই দেয়া হ'ত না'।[২৯]

তারা নারীকে শয়তানের অঙ্গ (She is the organ of the devil), দংশনের নিমিত্ত সদা প্রস্তুত বৃশ্চিক (A Sacorpin ever ready to sting), বোলতা (Poisonous wasp) বলে আখ্যায়িত করেছে'।[৩০]

ইসলাম-পূর্ব আরব সভ্যতায় নারী :

ইসলাম-পূর্ব আরবে নারীদের অবস্থা ছিল আরও করুণ ও শোচনীয়। পুত্র সন্তান জন্ম হ'লে তারা নিজেদেরকে সুখী ও গৌরবান্বিত মনে করত। কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তাদের মান-সম্মান ও গৌরবের মস্তকটি অবনমিত হয়ে যেত। দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা এবং দুঃখ-দুর্দশার পয়গাম এনে দিত তাদের জীবনধারায়। কন্যা সন্তান জন্মকে আরবরা কুলক্ষণ ও অপমানজনক মনে করত। তাই নবজাত কন্যাকে জীবন্ত হত্যা ও প্রোথিত করার রীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। যেমন কায়েস বিন আছেম নামক জনৈক ব্যক্তি জাহেলী যুগে স্বীয় ঔরসজাত আট-দশটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়েছিল'।[৩১]

২৭. নারী, পৃঃ ১৫।
২৮. Woman is Islam, P. 3-4.
২৯. ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ১৮।
৩০. মাসিক মদীনা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ইং, পৃঃ ২৫।
৩১. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর), পৃঃ ৪৭৭-৪৭৮।

ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে পুরুষের অধিকৃত বিষয়-সম্পদের মধ্যে নারীর সাথে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হ'ত। নারীর মর্যাদা এত নিম্নস্তরে ছিল যে, তাদের তুলনায় পশুদের প্রতি অধিকতর সুনযর দেয়া হ'ত। সে এমন নিদারুণ অবস্থায় নিপতিত ছিল যে, দুনিয়ার অপর কোন জাতিই আরবের ন্যায় নারীদেরকে এত অধিক নিপতিত করত না।[৩২]

আরববাসী তার বৈমাত্রেয় বোন, বিমাতা এমনকি তার বিধবা পুত্রবধুকেও বিবাহ করত।[৩৩] আরব সমাজে অন্যান্য নিয়মের মত বিবাহ ক্ষেত্রেও 'জোর যার মুল্লুক তার' প্রথা চালু ছিল। তাই একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে সরকারী আইন, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মের বিধানে এর কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। যত ইচ্ছা তত নারীকেই বিবাহ করতে পারত। আবূদাঊদ ও তিরমিযীর ভাষ্যমতে, 'ওহ্হাব আসাদী (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন তার অধীনে দশজন স্ত্রী ছিল। এমনিভাবে গায়লান ছাক্বাফী (রাঃ) মুসলমান হবার সময় তার অধীনেও দশজন স্ত্রী ছিল'।[৩৪]

ওমর ফারুক (রাঃ) জাহেলী যুগের নারীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, والله إناكنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله لهن ما أنزل وقسم لهن ماقسم. 'আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমরা জাহেলী যুগে নারীদের কোন মর্যাদাই দিতাম না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন হেদায়াত নাযিল করেন এবং তাদের জন্য মিরাছী সত্ত্বে একটি অংশ নির্ধারণ করেন'।[৩৫]

অধুনিক সভ্যতায় নারী :

প্রগতি ও নারী স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার পাশ্চাত্যজগত সহ পৃথিবীর অনেক দেশে শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক জীবন যাপন একেবারে দুর্লভ হয়ে পড়েছে। মানসিক, আত্মিক, জাগতিক, শারীরিক, বেশ-ভুষায়, চাল-চলনে, কার্যক্ষেত্রে পুরুষের সমপর্যায়ে উপনীত হ'তে গিয়ে সমতা আদায়ের সকল দাবীই নারীর অনিবার্য ধ্বংস এবং নারীত্বের মর্যাদা বিদূরিত করে চরম দুর্দশা বয়ে এনেছে। এ প্রসঙ্গে ডরিথ টমসন বলেন, "Woman put on precisely the same level an man has been dewomanised." পুরুষের সমপর্যায়ে অবস্থান করে নারী তার নারীত্ব হারিয়ে ফেলেছে'।[৩৬] প্রফেসর ডে.ডি আনউন বলেন, নৈতিক উচ্ছৃংখলতার সাথে সাথে সর্বকালেই জাতীয় অধঃপতন সংঘঠিত হয়েছে।

নারী প্রগতির ফলে জারজ সন্তানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। 'বৃটেনে অবিবাহিতা টিনএজ মায়েদের সংখ্যা বিশ্বের সর্বোচ্চ' শিরোনামে এক জরিপে বলা হয়, বৃটেনে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সের যুবতীদের গর্ভে প্রতি বছর ৪১,৭০০ শিশু জন্মগ্রহণ করে, এর শতকরা ৮৭ ভাগই হচ্ছে বিবাহ বন্ধনের বাইরের। যুক্তরাষ্ট্রে এ পরিমাণ ৬২% এবং জাপানে ১০%। বিশ্বের ৫৩টি দেশে এ জরিপ চালানো হয়। বৃটেনে

৩২. নারী, পৃঃ ১৫।
৩৩. Woman in Islam. P. 15.
৩৪. ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ১৬।
৩৫. ঐ, পৃঃ ১৫।
৩৬. নারী, পৃঃ ১০০।

Contents

৮৬% যুবতী বিয়ের সময় কুমারী থাকে না'।[৩৭] কিন্সে (Kinsey) রিপোর্টে প্রকাশ, আমেরিকার পুরুষ অধিবাসীদের শতকরা ৯৫ জন প্রচলিত নৈতিক মান অনুসারে নৈতিক দোষে দুষ্ট! ডাক্তারগণ বলেন, কলেজগামী পুরুষদের শতকরা ৬৭ জন বিবাহের পূর্বে যৌন সম্ভোগ করে থাকে। হাইস্কুলগামীদের মধ্যে ৮৫% এবং যে সকল বালক গ্রেড স্কুল ছেড়ে যায় না, তাদের সংখ্যা শতকরা ৯৮ জন'।[৩৮]

নারী-আন্দোলনের এককালের চরম সমর্থক এবং Mean's Poltitical for Women's Enfranchisement-এর নেতা প্রফেসর সি.ই.এম. জোয়াড এখন তাঁর ভুল স্বীকার করে অনুতাপের সঙ্গে ঘোষণা করেন, নারীর বাস্তব স্থান সমাজের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নয়; বরং গৃহে। ...আমি বিশ্বাস করি, দুনিয়া অধিকতর সুখময় হয়ে উঠবে যদি নারীগণ তাদের গৃহপরিচালনা ও সন্তান-সন্ততি লালন-পালনে পরিতুষ্ট থাকে'।[৩৯]

ইসলামী সভ্যতায় নারী :

মানব ইতিহাসের এমনি এক তমাসাচ্ছন্ন সময়ে মানবতা যখন অন্ধকারের বন্দীখাঁচায় আলোর দিশারী হাতড়ে ফিরছিল, ঠিক তখনই বিশ্বশান্তি ও মুক্তির সার্বজনীন ধর্ম ইসলাম নারীর মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। বর্ণ, ভাষা, ভৌগলিক সীমারেখা, সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব, আরব, অনারব ইত্যাদির বাহ্যিক, আত্মিক প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত করে সাম্য-মৈত্রী ও শান্তির ঘোষণা করেছে ইসলাম। ইসলামী সভ্যতায় নারীকে মা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে, কন্যা হিসাবে মহান মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। এ সভ্যতায় নারীর সদাচরণ পাবার ক্ষেত্রে, বিবাহের ক্ষেত্রে, বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার সংরক্ষিত হয়েছে।

নারী-পুরুষের সমঅধিকার :

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও জড়বাদী সভ্যতা নারী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করে পাপ ও অপবিত্রতার যে কলঙ্ক লেপন করেছে, ইসলাম তা মোচন করে দিয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করে, নারী-পুরুষ একই উৎস হ'তে উদ্ভূত। নারী-পুরুষের সাম্য ঘোষণা করে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

'হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ এবং এক নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হ'তে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাক্বী' *(হুজুরাত ৫৯/১৩)*। জন্মগতভাবে নারীর চেয়ে পুরুষকে আলাদা মর্যাদা দেওয়া হয়নি; বরং কর্মের মাধ্যমেই নারী-পুরুষ আল্লাহ কর্তৃক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'মুমিন নর ও নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আনুগত্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এদের উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৭১)*।

নারী-পুরুষ একে অপরের সম্পূরক। যে যতটুকু ভাল কাজ করবে, সে ততটুকুই প্রতিদান পাবে। এ ব্যাপারে কোন কমবেশী হবে না। এরশাদ হচ্ছে, أَنِّي لاَ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُم مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ. 'আমি তোমাদের কোন ভাল কর্মই বিফল করি না। তা পুরুষের কিংবা মহিলার যারই হোক না কেন। তোমরা পরস্পর সমান' *(আলে ইমরান ৩/১৯৫)*।

নারী-পুরুষের সাম্য এবং কর্মের প্রতিফল ঘোষণা করে আল্লাহ পাক বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'যে নেক কাজ করে সে মুমিন, পুরুষ কিংবা নারী যেই হোক, আমি তাকে অবশ্যই দান করব এক পবিত্র শান্তিময় জীবন এবং তারা যা করত তার বিনিময়ে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারী কোনকিছু উপার্জন করলে সে তার অধিকারী হ'তে পারত না, স্বামী কিংবা আত্মীয়ের অধিকারে চলে যেত। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ-

'পুরুষ যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্যাংশ এবং নারী যা উপার্জন করে, তা তার প্রাপ্যাংশ' *(নিসা ৪/৩২)*।

উল্লেখিত দলীল সমূহে এ কথা সুস্পষ্ট যে, সমতা, অধিকার ও মর্যাদার দিক দিয়ে পুরুষকে একচ্ছত্রভাবে মর্যাদা দেয়া হয়নি; বরং নারী-পুরুষ উভয়কে সমমর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। উম্মু সালমা (রাঃ) একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করেন, পবিত্র কুরআনে কেন শুধু পুরুষকে সম্বোধন করা হয়েছে? অথচ মহিলাকে সম্বোধন করা হয়নি? এর প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ সমতা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী পুরুষ-মহিলাকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগতা নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও ছিয়াম পালনকারিণী নারী, স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযতকারী পুরুষ ও স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযতকারিণী নারী

৩৭. দৈনিক ইনকিলাব, ৫ ও ৬ই জুন, ১৯৯৮ইং।
৩৮. The Position of woman in Islam, P. 30.
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮-১২০।

এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারিণী নারী-এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার' *(আহযাব ৩৩/৩৫)*।

অন্যায়ভাবে কাউকে অত্যাচার করা, হত্যা করে জীবন নাশ করার ক্ষেত্রেও নারীর সমঅধিকার রয়েছে। কোন পুরুষ নারীকে হত্যা করলে বিনিময়ে সেও ইসলামী আইনে হত্যাযোগ্য অপরাধী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى.

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য নিহতদের ব্যাপারে ক্বিছাছের বিধান ফরয করা হয়েছে, স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী' *(বাক্বারাহ ২/১৭৮)*।

মা হিসাবে নারী :

ইসলামী সভ্যতা মা হিসাবে নারীকে যে সুমহান মর্যাদা দিয়েছে, পৃথিবীর কোন সভ্যতার সাথে তার তুলনাই চলে না। মাকে মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে শ্রেষ্টত্ব দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهْراً.

'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। কারণ তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে বড় কষ্টের সাথে এবং তাকে প্রসব করেছে অতি কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং প্রসবান্তে দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগেছে' *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ.

'আমি মানুষকে তার মাতা-পিতা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছি তাদের সাথে সদাচরণ করতে। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে আর দুধ ছাড়াতে লেগেছে পূর্ণ দু'বছর' *(লুক্বমান ৩১/১৪)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً.

'তোমার পালনকর্তা ফায়ছালা করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৩)*। সদ্ব্যবহার পাবার ক্ষেত্রে পিতার চেয়েও মাতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ- قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ- قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اَبَاكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও বলল, তারপর কে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা'।[৪০]

আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নয়টি বিষয়ে অছিয়ত করেছেন। তন্মধ্যে চতুর্থটি হচ্ছে,

وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَكَ، فَأَخْرُجْ لَهُمَا.

'তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর। যদি তাঁরা তোমাকে তোমার দুনিয়ার (যাবতীয় কাজ) থেকে বের হয়ে যেতে বলে, তার নির্দেশ পালনার্থে তাই করবে'।[৪১] শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।[৪২]

স্ত্রী হিসাবে নারী :

স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সৎভাবে জীবন যাপন কর' *(নিসা ৪/১৯)*।

আল্লাহপাক অন্যত্র এরশাদ করেন,

وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.

'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে হ'তে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারষ্পরিক সম্প্রীতি-ভালোবাসা ও দয়া সৃজন করেছেন' *(রূম ৩০/২১)*।

কন্যা হিসাবে নারী :

সন্তান দান করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। এ মর্মে তিনি বলেন,

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ، يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْماً إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ-

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা যাদেরকে ইচ্ছা যুগ্মভাবে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*।

ইসলাম পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর কোন প্রাধান্য দেয়নি; বরং পুত্র সন্তানের মত কন্যা সন্তানকে যত্নের সাথে প্রতিপালন করতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির একটি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত কবর দিল না, অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাল না এবং ছেলে সন্তানকে কন্যা সন্তানের চেয়ে স্নেহ প্রদর্শন বা

---

৪০. ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, তাহক্বীক্ব: মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (সঊদী: মাকতাবাতুদ দলীল, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৭), পৃঃ ৩৪-৩৫।
৪১. আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃঃ ৩৮।
৪২. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, হা/৮৩৭।

পক্ষপাতিত্ব করল না, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'।[৪৩]

ইসলাম কন্যাদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ-প্রীতি ও সম্মানজনক আচরণ করতে এবং তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সুদৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দেয়।

বিবাহের ক্ষেত্রে নারী :

বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। সমাজ জীবনে মানব-মানবীর সুখ-শান্তি, মানসিক তৃপ্তি লাভ, আবেগ-অনুভূতি, বাসনা-কামনা, প্রেম-প্রীতির চরম ফলাফল এবং মানব বংশের স্থায়িত্ব ও সভ্যতা এর উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْراً-

'আর তিনিই আল্লাহ, যিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন' *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*।

একটি সুখময়, সুন্দর পরিবার ও সমাজ গড়ার লক্ষ্যে স্বামী নির্বাচনে ইসলাম স্ত্রীকে যে অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা দান করেছে, বিশ্বইতিহাসে তা এক দুর্লভ উপহার। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'কোন মহিলার বিবাহ যদি তার পিতা মেয়ের অসম্মতিতে দিয়ে দেয় এবং সে এতে সম্মত না হয়, তাহ'লে সে বিবাহ তার ইচ্ছাধীন। সে ইচ্ছা করলে এ বিয়ে ঠিক রাখতে পারে কিংবা ভেঙ্গে দিতে পারে'।[৪৪]

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী :

সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, তেমনই অধিকার স্ত্রীরও রয়েছে। তবে স্ত্রীর তালাক প্রাপ্তির ব্যাপারটি একটু স্বতন্ত্র। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَّخَافَا أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ-

'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা কিছু দিয়েছ তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রী উভয় যদি আশংকা করে যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহ'লে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়, তাতে তাদের কোন পাপ নেই' *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*।

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় নারী :

ইসলামে নারী শিক্ষার প্রতি মোটেও বৈষম্য নেই; বরং উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মহানবী (ছাঃ)-এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাণী 'ইক্বরা' দ্বারা সমগ্র মানব-মানবীকে সম্বোধন করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ- 'পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ৯৬/১)*।

পর্যালোচনা :

ইসলাম শাশ্বত অভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থা। এতে নারীদের প্রকৃত অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। পক্ষান্তরে চীন সভ্যতা, ইউরোপীয় সভ্যতা, রোম সভ্যতা ও ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অপরদিকে আধুনিক সভ্যতার বিকৃত যৌন জীবন, ইচ্ছাধীন সঙ্গী নির্বাচন, নাইট ক্লাব, রঙ্গমঞ্চে কোন শান্তি নেই, মুক্তি নেই, শৃংখলা নেই। এই চিরন্তন বাস্তবতা উপলব্ধি করে অবশেষে নিজেদের প্রতি নিরাশ হয়ে আধুনিক সভ্য প্রতিটি দেশেরই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যাপক অধ্যয়ন, গবেষণা, পর্যালোচনা করে ইসলামী সভ্যতার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করছে।

ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত জমিদার কন্যা ব্রিটিশ তরুণী বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটার ইমরান খানের সাবেক স্ত্রী জেমিমা গোল্ড স্মীথ বলেন, 'মদ, নাইট ক্লাব ও দেহের সঙ্গে আঁটো সাঁটো হয়ে থাকা বেশভুষা এসব কখনই সুখের চাবিকাঠি নয়। সত্যিকার সুখ আছে ইসলামে'।[৪৫]

এমনিভাবে পৃথিবীর বহু দেশে ইসলামী সভ্যতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে যে ধর্মেরই হোক, যে সভ্যতার কলকাঠিতে প্রতিপালিত হোক না কেন, ইসলাম সম্বন্ধে চরম বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও এক সময় মহান মুক্তিকামী ধর্মে দিক্ষীত হচ্ছে হাযার হাযার নারী-পুরুষ।

ইউক্রেনীয় বংশোদ্ভূত সভেনি কোভালেংকো (২৫) ১৯৯৫ সালের রামাযান মাসে মস্কোস্থ ইরানী দূতাবাসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর এই মহিলাকে প্রশ্ন করা হয়, 'একটি ধর্মহীন কমিউনিষ্ট সমাজে জন্মলাভ করে কিভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন? এই মর্মে তিনি বলেন, 'খৃষ্ট ও অন্যান্য ধর্মের উপর অধ্যয়নসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতেও তিনি যোগদান করেছেন। কিন্তু এসব ধর্মকে তার কাছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী মনে হয়নি এবং তা জীবন দর্শনের কাছাকাছি নয়। তিনি আরো বলেন, ইসলাম ধর্মের নীতি, শিক্ষা ও আদর্শ এবং মুসলমানদের চালচলন, আচরণ, সভ্যতা ও বিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন'।[৪৬]

ইংল্যান্ডের জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ' ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, "England in particular are bound to embrace Islam." 'সমগ্র পাশ্চাত্যজগত, বিশেষ করে ইংল্যান্ড ইসলাম গ্রহণ না করে থাকতে পারবে না'।

বর্তমান বিশ্ব, বিশেষত খৃষ্টবাদের প্রাণকেন্দ্র ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে তাকালে আমরা বার্নার্ড শ'-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা দেখতে পাব। সত্য আর শান্তির অন্বেষায় পাগলপরা হয়ে মানুষ আজ ছুটে আসছে ইসলামের দিকে, আশ্রয় নিচ্ছে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। জার্মানী ও ফ্রান্সের মত ইসলামবিদ্বেষী দেশে আজ মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি। খোদ আমেরিকায় মুসলিম জনসংখ্যা আজ এক কোটির উপরে।[৪৭]

---

৪৩. আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪র্থ খণ্ড, হা/১৯৫৭।
৪৪. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩০০২।

৪৫. দৈনিক ইনকিলাব, ১লা জুন, ১৯৯৫ইং।
৪৬. মাসিক দ্বীন-দুনিয়া, মে ১৯৯৫।
৪৭. মাওলানা আবুল বাশার, কেন মুসলমান হলাম, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইশাআতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৪১৭হিঃ/১৯৯৬ইং), পৃঃ ৪।

USA Today পত্রিকার ২৭ জানুয়ারী ১৯৯৪ সংখ্যার ভাষ্য হচ্ছে, ইসলাম আমেরিকানদের জোয়ারের টানের মত প্রবল শক্তিতে কাছে টেনে নিচ্ছে। আমেরিকানরা এই সার্বজনীন বিশ্বধর্মের প্রতি ক্রমশই ঝুঁকে পড়ছে। লন্ডন টাইম লিখেছে, পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলি যদিও মুসলমানদের ব্যাপারে বরাবরই নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরে, তা সত্ত্বেও বৃটিশ অধিবাসীদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের মাত্রা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। আরও মজার ব্যাপার হ'ল, এসব বৃটিশ নও মুসলিমদের বেশীর ভাগই মহিলা। পত্র-পত্রিকার খবর অনুসারে মার্কিন নও মুসলিমদের মধ্যেও পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা চারগুণ বেশী। পত্রিকার মতে- "It is even more ironic that most British converts should be women, given the widespread view in the west that Islam treats women poorly." 'এটা আরও দুঃখজনক বিষয় যে, অধিকাংশ বৃটিশ নও মুসলিমই মহিলা। অথচ এ মতবাদ গোটা পাশ্চাত্যে বিস্তৃত যে, ইসলাম মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে'।[৩১]

পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলন (Feminism) প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের মাঝে বিদ্রোহেরই নামান্তর ছিল। 'নারী স্বাধীনতা আন্দোলন' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সেসব মহিলা বলেন, এর উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, "Women coping men and exercise in which womenhood has no intrinsic value." 'মহিলাদের জন্যে পুরুষদের অনুকরণ এমনই কাজ, যাতে নারীত্বের নিজস্ব কোন মান মর্যাদাই অবশিষ্ট থাকে না'।[৩২] অতএব নারী মুক্তির জন্য ইসলামী সভ্যতার বিকল্প নেই।

৩১. ঐ, পৃঃ ৪।

উপসংহারঃ

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ ও কাঠামোগত পার্থক্য হ'ল আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কৌশল। এই স্বাভাবিক সৃষ্টি বিধানের ব্যতিক্রম করলে পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃংখলা ও অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই নারী-পুরুষের এই স্বভাবগত পার্থক্য বজায় রেখে ও স্ব স্ব স্থানে থেকে উভয়কে সাধ্যমত ইহকালীন ও পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য ইসলাম বিশ্ব মানবতার প্রতি স্থায়ী হেদায়াত দান করেছে। গাড়ীর দু'টি চাকাকেই দু'পাশে থেকে চলতে হবে। এক পাশে আসলেই গাড়ী ভেঙ্গে পড়বে ও অচল হয়ে যাবে। নেগেটিভ-পজেটিভ দু'টি ক্যাবল লাল ও কালো কভার দিয়ে মোড়া থাকে। ঐ কভার বা পর্দা কোন স্থানে সামান্যতম ছিদ্র হ'লেই পরস্পরের বিদ্যুৎ মিশ্রণে শর্ট-সার্কিট হ'তে বাধ্য। এমনকি ট্রান্সমিটার জ্বলে যাওয়াও বিচিত্র নয়। অনুরূপভাবে নারী-পুরুষের পারস্পরিক পর্দা ছিন্ন হ'লে তাদের পারস্পরিক মর্যাদাবোধ বিনষ্ট হবে ও পারিবারিক ও সামাজিক শৃংখলার স্তম্ভ ধসে পড়বে। ঐ সময় মানবতা পরাজিত হবে ও পশুত্ব বিজয়ী হবে। পরিণামে সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত ও বিধ্বস্ত হবে। এ থেকে নিষ্কৃতির জন্য প্রয়োজন ইসলামী সভ্যতার অনুশীলন। ইসলামে নারীর যে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে তা কোন সভ্যতায় নেই।

৩২. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৩-২২৪।*

তওবা

আব্দুল ওয়াদূদ*

(২য় কিস্তি)

তওবা-ইস্তিগফারের উপযুক্ত স্থান ও সময়

আল্লাহ্‌র নিকট বান্দার তওবার দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَي يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتَّيَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

‘আল্লাহ তা‘আলা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (ক্বিয়ামত পর্যন্ত) প্রতিরাতে তাঁর হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে দিনের গুনাহগার তওবা করে। অনুরূপভাবে তিনি দিনে তার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে রাতের গুনাহগার তওবা করে’।[৪৮]

এতদসত্ত্বেও কিছু কিছু সময় ও স্থান আছে যাতে অন্য সময় ও স্থান অপেক্ষা তওবা কবুল হওয়ার বেশী আশা করা যায়। যেমন-

(১) পাপের পর :

কোন পাপ করলে সাথে সাথে নিজ পাপের কথা স্বীকার করে আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা করা ওয়াজিব। তওবার নিদর্শন হ’ল আল্লাহ্‌র নিকট পাপের মার্জনা তলব করা ও কলুষমুক্ত হওয়া। আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী যখন শয়তানের চক্রান্তে পড়ে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছিলেন তখন বলেছিলেন,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব’ *(আ‘রাফ ৭/২৩)*।

মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন তখন সাথে সাথে তিনি বলেছিলেন,

رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

‘হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের উপর যুলুম করে ফেলেছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু’ *(ক্বাছাছ ২৮/১৬)*।

ইউনুস (আঃ) তাঁর কওমের উপর রাগান্বিত হয়ে যখন দেশ ত্যাগ করছিলেন সে সময় বলেছিলেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

‘তুমি ব্যতীত কোন (হক্ব) উপাস্য নেই, তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার’ *(আম্বিয়া ২১/৮৭)*। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللهُ.

‘তারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে, কিংবা নিজের উপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে ক্ষমা করবেন’? *(আলে ইমরান ৩/১৩৫)*।

আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوْراً رَّحِيْماً. ‘যে গুনাহ করে কিংবা নিজের উপর যুলুম করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়’ *(নিসা ৪/১১০)*।

(২) যে কোন সৎ কাজের পরে :

মহান আল্লাহ হজ্জের সমাপ্তি লগ্নে তাঁর বান্দাদের তওবা ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

ثُمَّ أَفِيْضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

‘অতঃপর সেখান থেকে দ্রুগতিতে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফিরে। আর আল্লাহ্‌র কাছেই মাগফিরাত কামনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময়’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৯)*।

ছালাতের সালাম ফিরানোর পর রাসূল (ছাঃ) বলতেন,

اَللهُ اَكْبَرُ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ.

‘আল্লাহ সবচেয়ে বড় (একবার), আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি (তিনবার)’।[৪৯]

অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ) বৈঠক সমাপ্ত করতেন ইস্তিগফারের মাধ্যমে। আবু বারযা আল-আসলামী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মজলিস শেষে যখন উঠে যেতেন তখন বলতেন,

---

** তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া), দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

৪৮. *মুসলিম হা/২৭০৩; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৬; মিশকাত হা/২৩২৯।*

৪৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৫৯; মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬১।*

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ. অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত' *(যারিয়াত ৫১/১৮)*।

আর রাতের শেষভাগে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে বান্দাকে ক্ষমার জন্য আহবান জানান। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِىْ فَأُعْطِيَهِ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَأَغْفِرَلَهُ.

'প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে আল্লাহ নিম্নাকাশে অবতরণ করেন এবং দুনিয়াবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কে আছ আমাকে আহ্বানকারী? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছ আমার নিকট প্রার্থনাকারী? আমি তার প্রার্থনা কবুল করব। কে আছ আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী? আমি তাকে ক্ষমা করব'।[৫৪]

(খ) **চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ লাগলে:** রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ يَعْنِي الْخُسُوْفَ أَوِ الْكُسُوْفَ فَافْزَعُوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.

'যখন তোমরা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ দেখবে তখন আল্লাহর যিকর, দু'আ ও ইস্তেগফারের প্রতি মনোনিবেশ কর'।[৫৫]

তওবার জন্য অবশ্য পালনীয় বিষয় :

(১) তওবার মধ্যে ইখলাছ থাকা :

নিজের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তওবা করতে হবে। কোন মানুষকে দেখানো বা দুনিয়ার আযাবের ভয়ে তওবা করলে হবে না। কারণ ইখলাছ ব্যতীত কোন আমলই আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَاكَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِي بِهِ وَجْهُهُ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ইখলাছ ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন আমলই গ্রহণ করবেন না'।[৫৬] সুতরাং তওবা করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। নিজের অক্ষমতা, মান-সম্মানের ভয়ে তওবা করলে তাকে তওবা বলা হবে না। যেমন- এখন এসবের সামর্থ্য নেই বা আর এসব কর্ম ভাল

৫৪. *বুখারী হা/১১৪৫ 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়; মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩ 'ছালাত' অধ্যায়।*
৫৫. *বুখারী হা/১০৫৯ 'সূর্যগ্রহণ' অধ্যায়; মুসলিম।*
৫৬. *নাসাঈ, ছহীহুল জামে' হা/১৮৫৬।*

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

'মহা পবিত্র আপনি হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন (হক্ব) উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'।[৫০]

(৩) দৈনন্দিন পঠনীয় দো'আ সমূহের মাধ্যমে :

(ক) ছালাতের মধ্যে বিভিন্ন দো'আ যেমন, রুকূ ও সিজদার মধ্যে এই দো'আটি পড়া,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِىْ.

'হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!'।[৫১] দুই সিজদার মধ্যকার দো'আ,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِـيْ وَاهْـدِنِيْ وَعَـافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রুযী দান করুন'।[৫২]

ছালাতে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করার জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আবূবকর (রাঃ)-কে নিম্নোক্ত দো'আটি শিক্ষা দিয়েছিলেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْماً كَثِيْراً وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

'হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি, তুমি ব্যতীত পাপ মার্জনাকারী কেউ নেই। অতএব তোমার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু'।[৫৩]

(৪) যেসব সময় ও অবস্থায় বেশী বেশী ইস্তেগফার করা মুস্তাহাবঃ

(ক) **রাত্রি জাগরণকালে:** আল্লাহ বলেন,

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ.

'শেষ রাত্রে ক্ষমা প্রার্থনাকারী' *(আলে ইমরান ৩/১৭)*।

৫০. *আবূদাঊদ হা/৪৮৫৯, সনদ হাসান ছহীহ।*
৫১. *তিরমিযী ব্যতীত কুতুবে সিত্তাহ্র সকল গ্রন্থে সংকলিত; নায়লুল আওত্বার ৩/১০৬, হাদীছ ছহীহ।*
৫২. *তিরমিযী হা/২৮৪; আবু দাউদ হা/৮৫০, হাদীছ ছহীহ।*
৫৩. *বুখারী হা/৭৩৮৭, ৬৩২৬; মিশকাত হা/৯৪২।*

Contents

লাগে না অথবা লোকজন মন্দ বলবে এ ভয়ে পাপ ত্যাগ করা। এরূপ ব্যক্তিকে তওবাকারী বলা হবে না, যে পাপ ত্যাগ করেছে তার মানহানী ঘটা, চাকরীচ্যুতি বা পদবী হারানোর ভয়ে। তাকে তওবাকারী বলা যাবে না, যে পাপ ত্যাগ করল তার শক্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য। যেমন- কেউ যেনা ত্যাগ করল দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে বাঁচতে অথবা তা তার শরীর ও স্মৃতিশক্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে এজন্য। তেমনিভাবে তাকেও তওবাকারী বলা যাবে না, যে চুরি করা ছেড়ে দিয়েছে কোন বাড়ীতে ঢোকার পথ না পাওয়ায় বা সিন্দুক খুলতে অসমর্থ কিংবা পাহারাদার ও পুলিশের ভয়ে। তাকেও তওবাকারী বলা হবে না, যে ঘুষ নেওয়া ছেড়ে দিয়েছে দুর্নীতি দমন বিভাগ অথবা তার উপরস্থ কর্মকর্তার ভয়ে। তওবা করতে হবে আল্লাহ্‌কে ও তাঁর আযাবকে ভয় করে। সাথে সাথে পাপের জন্য অনুতপ্ত হ'তে হবে এবং অতীতের কর্মকাণ্ডের জন্য লজ্জিত হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ 'অনুতপ্ত হওয়াই হ'ল তওবা'।[৫৭] এছাড়াও মহান আল্লাহ অপারগতার দ্বারা আকাংখা পোষণকারীকে কর্ম সম্পাদনকারীর মর্যাদায় ভূষিত করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দুনিয়া হ'ল চার প্রকার লোকের জন্য। (১) ঐ বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ মাল ও জ্ঞান দান করেছেন। সুতরাং সে এতে তার প্রভুকে ভয় করছে, তার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখছে এবং তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হক জানছে। এ হ'ল সর্বোত্তম অবস্থানে। (২) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু মাল দেননি। সে সঠিক নিয়তের লোক এবং সে বলে, যদি আমার টাকা-পয়সা থাকত তাহ'লে অমুকের জন্য এ কাজটি করে দিতাম। সে তার নিয়ত অনুযায়ী ছওয়াব পাবে। এদের দু'জনের নেকী সমান হবে। (৩) আর ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ টাকা-পয়সা দিয়েছেন কিন্তু জ্ঞান দান করেন। সে না জেনেই তার টাকা-পয়সা খরচ করে। এতে সে আল্লাহ্‌র ভয় করে না, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে না এবং এতে আল্লাহ্‌র হকও জানে না। সে হ'ল সর্বনিকৃষ্ট অবস্থানে। (৪) আর ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ মালও দেননি জ্ঞানও দেননি, সে বলে আমার টাকা-পয়সা থাকলে অমুকের জন্য একটা (খারাপ কাজ) করতাম। সে তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। এরা দু'জনই গুনাহর দিক থেকে সমান'।[৫৮]

(২) তওবা করার পর যথাসম্ভব ভাল কাজ করা :

কোন বান্দা খারাপ কাজ করার পর যদি তা ছেড়ে দিয়ে তওবা করে ভাল কাজের দিকে অগ্রসর হয় তাহ'লে ভাল কাজ আগের খারাপ কাজগুলিকে দূর করে দিবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ 'নিশ্চয়ই ভাল কাজগুলি খারাপ কাজগুলিকে মিটিয়ে দেয়' *(হূদ ১১/১১৪)*। এজন্য তওবাকারীকে তওবা করার পর যথাসম্ভব ভাল কাজ করতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি একটি মেয়েকে চুমু খেয়েছিল। তারপর সে নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে এসে তাঁকে একথা জানিয়েছিল। ফলে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন,

أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

'ছালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে আর রাতের কয়েক ঘণ্টায়। নিশ্চয়ই ভাল কাজগুলি খারাপ কাজগুলিকে মিটিয়ে দেয়' *(হূদ ১১/১১২)*। লোকটি জিজ্ঞেস করল أَلِيَ هَذَا؟ 'এ বিধান আমার জন্যও'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জবাবে বললেন, لِجَمِيْعِ أُمَّتِيْ كُلِّهِمْ 'আমার সমস্ত উম্মতের জন্য'।[৫৯]

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং অসৎ কাজ করলে তারপর সৎকাজ কর। তাহ'লে ভালকাজ মন্দ কাজকে শেষ করে দিবে। আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর'।[৬০]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন,

فَالْكَيِّسُ هُوَ الَّذِيْ لاَيَزَالُ يَأْتِيْ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِمَا يَمْحُو السَّيِّئَاتِ.

'বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে পাপকাজ করার পর ভাল কাজ করে'।[৬১]

(৩) সর্বদা মনে মনে গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং দুনিয়া ও আখেরাতের খারাপ দিকগুলি স্মরণ রাখা:

গুনাহের পর নিজের পাপের জন্য নিজেকে বড় মনে করা যাবে না; বরং পাপকে অন্যায় ভেবে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় করতে হবে।

---

৫৭. *আহমদ, ইবনু মাজাহ হা/৪২৫২ হাদীছ ছহীহ।*
৫৮. *তিরমিযী হা/২৩২৫, হাদীছ ছহীহ।*
৫৯. *বুখারী ও মুসলিম; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৪৪।*
৬০. *তিরমিযী হা/১৯৮৭; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬১; মিশকাত হা/৫০৮৩, আলবানী হাদীছটি হাসান বলেছেন।*
৬১. *ওসিয়াতুন জামি'আহ, পৃঃ ৩।*

(৪) **গুনাহ সংঘটিত হওয়ার স্থান থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা :** একটি প্রবাদ আছে 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। তাই খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে যেখানে খারাপ কাজ হয় সেখান থেকে দূরে থাকতে হবে।

আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً؛ وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ تُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً.

'ভাল লোকের সাথে বসা ও খারাপ লোকের সাথে বসার উদাহরণ হ'ল আতর ব্যবসায়ী ও কর্মকারের ন্যায়। আতর ব্যবসায়ী হয়তো তোমাকে বিনামূল্যে কিছু দিবে, না হয় তুমি তার থেকে কিছু ক্রয় করবে, না হয় তার কাছ থেকে তুমি সুগন্ধি পাবে। আর কর্মকারের কাছে বসলে সে তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে, না হয় তুমি সেখান থেকে খারাপ গন্ধ পাবে'।[৬২]

(৫) যে জিনিস বা যন্ত্র খারাপ কাজে উৎসাহ যোগায় তওবার সময় সেগুলি ধ্বংস করতে হবে, যাতে তওবার পরে খারাপ জিনিসগুলি দেখার ফলে পরে পাপের দিকে ফিরে না আসে।

(৬) যথাসম্ভব সৎ লোকের সঙ্গী হওয়া।

(৭) সব সময় বিভিন্ন অপরাধের শাস্তির আয়াতগুলি স্মরণ করা।

(৮) সব সময় এটা স্মরণ রাখা যে, আমার পাপের শাস্তি যে কোন সময় আসতে পারে। আল্লাহ বলেন,

وَأَنِيْبُوْا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوْا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ.

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, তৎপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না' *(যুমার ৩৯/৫৪)*।

(৯) সব কাজের আগে ও পরে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক শিখানো দো'আ পাঠ করা ও সব সময় আল্লাহ্র যিকির করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ 'তোমার জিহ্বা যেন সর্বক্ষণ আল্লাহ্র যিকরে সিক্ত থাকে'।[৬৩]

(১০) আল্লাহ তা'আলার উপর আস্থা রাখা। অনেকে নিজের অনেক পাপ দেখে নিরাশ হয়ে মনে করে এত গুনাহ করেছি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না। অথচ আল্লাহ বলেন, 'বলুন! হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তওবাকারীকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

তওবার ক্ষেত্রে সতর্কবাণী

(১) **গুনাহকে ছোট বা হালকা মনে না করা :**

বর্তমান যুগের সমস্যা হ'ল অনেক মানুষই আল্লাহ্কে ভয় করে না, তারা রাতদিন বিভিন্ন রকমের গুনাহ করে চলেছে। এদের কেউ কেউ আবার গুনাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। কেউ কেউ ছগীরা গুনাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। যেমন বলে, একবার খারাপ কিছু দেখলে অথবা বেগানা মহিলার সাথে করমর্দন করলে কি-ই বা ক্ষতি হয়। অনেকে আগ্রহ ভরে হারাম জিনিসের দিকে নযর দেয়। পত্র-পত্রিকায় বা টিভি সিরিয়াল বা সিনেমার দিকে চেয়ে থাকে অপলক নয়নে। এমনকি এদের কেউ কেউ যখন জানতে পারে যে এটি হারাম, তখন খুবই রসিকতা করে প্রশ্ন করে, এতে কত গুনাহ রয়েছে? এটি কি কবীরা গুনাহ, না ছগীরা গুনাহ? অথচ ছাহাবীদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আনাস (রাঃ) বলেছেন,

إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِيْ أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ.

'নিশ্চয়ই তোমরা এমন কতগুলি কাজ কর যেগুলি তোমাদের চোখে চুল থেকেও হালকা দেখায়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে আমরা এটাকে ধ্বংসকারী মনে করতাম'।[৬৪]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান! তোমরা গুনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করো না। গুনাহকে তুচ্ছজ্ঞানকারীর উদাহরণ হ'ল ঐ সম্প্রদায়ের মতো যারা কোন মাঠে বা প্রান্তরে গিয়ে অবস্থান নিল এবং তাদের প্রত্যেকেই কিছু কিছু করে লাকড়ী সংগ্রহ করে নিয়ে এল। শেষ পর্যন্ত তা দ্বারা তাদের খাবার পাকানো হয়ে গেল। নিশ্চয়ই গুনাহকে তুচ্ছজ্ঞানকারী ব্যক্তিকে যখন ধরা হবে তখন তাকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। অপর বর্ণনায় এসেছে, সাবধান! তোমরা

---

৬২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০১০ 'আল্লাহকে ভালবাসা' অনুচ্ছেদ।*

৬৩. *তিরমিযী হা/৩৩৭৫; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪৩৮; মিশকাত হা/২২৭৯, হাদীছ ছহীহ।*

৬৪. *বুখারী হা/৫৯৩৫ 'কোমল' অধ্যায়।*

Contents

গুনাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। কেননা গুনাহ কারো কাধে জমা হ'লে তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে'।[৬৫]

(২) পাপ করার পর তা প্রকাশ করা ও মানুষকে জানানো :

ছোট হোক বড় হোক গুনাহকে হালকা মনে করা যাবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মতের সকল গুনাহ মাফ হবে, কিন্তু দোষ-ক্রুটি প্রকাশকারীদের গুনাহ মাফ হবে না। দোষ-ক্রুটি এভাবে প্রকাশ করা হয় যে, কোন ব্যক্তি রাতের বেলা কোন কাজ করবে। অতঃপর সকাল হবে। মহান আল্লাহ এ কাজ গোপন রাখবেন। সে (সকাল বেলা) বলবে, হে অমুক! আমি গত রাতে এই কাজ করেছি। অথচ সে রাত্রী যাপন করেছিল এমন অবস্থায় যে, মহান আল্লাহ তার কাজগুলি গোপন রেখেছিলেন, আর সকাল বেলা আল্লাহ এ আড়াল সরিয়ে দিলেন'।[৬৬]

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমার একদল উম্মতকে আমি চিনব, যারা তিহামা পাহাড় সমান নেক আমল নিয়ে আসবে, কিন্তু তাদের আমলগুলিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিবেন। তারা তোমাদের ভাই ও তোমাদের মতোই হবে। তোমরা যেমন রাত্রে ছালাত পড় তারাও রাত্রে ছালাত পড়ে কিন্তু তারা যখন আল্লাহ্র কোন বিধান লংঘন করে তখন তা প্রকাশ করে বেড়ায়'।[৬৭]

(৩) গুনাহের পর তওবা করতে বিলম্ব করা :

পাপ করার সাথে সাথে তওবা করতে হবে, দেরী করা ঠিক নয়। আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে। অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে, এরাই হ'ল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী রহস্যবিদ। আর এমন লোকদের জন্য তওবা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ৪/১৭-১৮)*।

(৪) গুনাহের পুনরাবৃত্তি করা :

পাপ করার পর তওবা করতে হবে, পাপকে হালকা ভেবে বারবার করা যাবে না। জান্নাতবাসীদের গুণাবলী বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজের উপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না বরং জেনে শুনে তাই করতে থাকে না' *(আলে ইমরান ৩/১৩৫)*।

(৬) পাপ কাজে লিপ্ত থেকেও আল্লাহ্র নে'মত পেয়ে মনে করা যে আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ مِن الدُّنْيَا عَلَي مَعَاصِيْهِ، مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ-

'যদি তুমি দেখ যে, আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে গুনাহে লিপ্ত থাকার পরেও দুনিয়ায় প্রিয়বস্তু দিয়েছেন তাহ'লে তুমি বুঝবে সেটা তার জন্য অবকাশ দান করা'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন,

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُوْنَ.

'অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নছীহত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল, তখন আমি সুখ-শান্তির জন্যে প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম, শেষ পর্যন্ত যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হ'ল, তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল' *(আন'আম ৬/৪৪)*।[৬৮]

দুনিয়ায় পাপের কারণে সম্পদ না কমানোর কারণ হ'ল, আল্লাহ্র নিকট দুনিয়ার কোন দাম নেই। সাহল ইবনু সা'দ সাঈদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ.

'আল্লাহ্র কাছে দুনিয়াটা যদি মশার ডানার সমতুল্যও হ'ত, তাহ'লে তিনি তা থেকে কাফিরদের এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না'।[৬৯]

(৭) আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া :

পাপ করার পর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পাপ করতেই থাকে তাহ'লে সে গোমরাহ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِلاَّ الضَّالُّوْنَ.

---

৬৫. *আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/২৬৮৬, ২৬৮৭।*
৬৬. *বুখারী হা/৬০৬৯; মুসলিম হা/২৯৯০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২৪১; মিশকাত হা/৪৮৩০।*
৬৭. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫, হাদীছ ছহীহ।*
৬৮. *আহমাদ, মিশকাত, হা/৫২০১, সনদ জাইয়িদ।*
৬৯. *তিরমিযী হা/২৩২০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৪৭৭; মিশকাত হা/৫১৭৭, হাদীছ ছহীহ।*

'পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়? *(হিজর ১৫/৫৬)*।

মানুষ যত গুনাহ করুক সে যদি গুনাহ করার পর আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে তওবা করে তবে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তীকালে একটি লোক ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করল। তাকে সংসারত্যাগী খৃষ্টান দরবেশের কথা বলে দেওয়া হ'ল। সে তার নিকট গিয়ে বলল, সে ৯৯ জন লোককে হত্যা করেছে। এখন তার জন্য তওবার কোন সুযোগ আছে কি? দরবেশ বলল, নেই। এতে লোকটি দরবেশকে হত্যা করে ১০০ সংখ্যা পূর্ণ করল। তারপর আবার সে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করায় তাকে এক আলেমের কথা বলে দেয়া হ'ল। সে তার নিকট গিয়ে বলল, সে ১০০ লোককে হত্যা করেছে। এখন তার জন্য তওবার কোন সুযোগ আছে কি? আলেম বললেন, হ্যাঁ, তওবার সুযোগ আছে। আর তওবার অন্তরায় কি হ'তে পারে? তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও; সেখানে কিছু লোক আল্লাহ্‌র ইবাদত করছে, তুমিও তাদের সাথে ইবাদত কর। আর দেশে ফিরে যেও না। এটা খারাপ জায়গা। লোকটি নির্দেশিত জায়গার দিকে চলতে থাকল। অর্ধেক পথ গেলে তার মৃত্যুর সময় এসে পড়ল। তখন রহমতের ফেরেশতাগণ বলতে লাগলেন, লোকটি তওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসেছে। কিন্তু গযবের ফেরেশতারা বলতে লাগলেন, লোকটি কখনো ভাল কাজ করেনি। এমন সময় আরেক ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে তাদের কাছে আসলো। তখন তারা তাকেই এ বিষয়ের শালিস মেনে নিল। শালিসকারী বলল, তোমরা উভয়ের দিকের জায়গার দূরত্ব মেপে দেখ। যে দিকটি নিকটতম হবে সে দিকটিরই সে অন্তর্ভুক্ত। কাজেই জায়গা পরিমাপের পর যে দিকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল তাকে সে দিকটির নিকটবর্তী পাওয়া গেল। ফলে রহমতের ফেরেশতাগণ লোকটির প্রাণ কবয করে নিল'।[২৩]

(চলবে)

২৩. *বুখারী হা/৩৪৭০; মুসলিম হা/৬৭৬৬; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২০।*

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফযীলত:

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ. 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত।[১]

২. আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, .. و صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ. 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহ্‌র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে'।[২]

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'জাহেলী যুগে কুরাইশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর'।[৩]

৪. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দানকালে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَ مَنْ شَآءَ فَلْيُفْطِرْ. 'আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা কর ছিয়াম পালন কর, যে ইচ্ছা কর পরিত্যাগ কর'।[৪]

৫. (ক) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, 'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফের'আউন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেছেন। অতএব আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[৫]

(খ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরার দিনকে ইহুদীরা ঈদের দিন হিসাবে মান্য করত। এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদের অলংকার ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করাতো'।[৬]

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহুদী ও নাছারাগণ ১০ই মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[৭]

৬. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রাসূলুলাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَ خَالِفُوْا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا. 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[৮]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

(১) আশূরার ছিয়াম ফের'আউনের কবল থেকে নাজাতে মূসার (আঃ) শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য পালিত নিয়মিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(৫) এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

(৬) আশূরার ছিয়ামের সাথে হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর

---

১. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।
২. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।
৩. বুখারী ফাৎহুল বারী সহ (কায়রো: ১৪০৭/১৯৮৭), হা/২০০২ 'ছওম' অধ্যায়।
৪. বুখারী, ফাৎহসহ হা/২০০৩; মুসলিম, হা/১১২৯ 'ছিয়াম' অধ্যায়।

৫. মুসলিম হা/১১৩০।
৬. মুসলিম হা/১১৩১; বুখারী ফাৎহ সহ হা/২০০৪।
৭. মুসলিম হা/১১৩৪।
৮. বায়হাক্বী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৮৭। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মারফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মাওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। অতএব ৯, ১০ বা ১০, ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯, ১০ দু'দিন রাখাই সর্বোত্তম।

মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়।[৯] মোটকথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহঃ

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে আগমন করে। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হুসায়েনের ভূয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভূয়া কবরে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হুসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হুসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোষাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুর দুধ পান করানোকেও অন্যায় ভাবেন।

অপরদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন ইমাম বাড়াতে আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠিপেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। ওমর, ওছমান, মু'আবিয়া, মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল কদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়। এছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদাতে হুসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

৯. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তী'আব সহ (কায়রো: মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৯/১৯৬৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮, ২৫৩।

আশূরা উপলক্ষ্যে প্রচলিত উপরোক্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির কোন অস্তিত্ব এবং অশুদ্ধ আক্বীদা সমূহের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা যেমন হারাম, তা'যিয়ার নামে ভূয়া কবর যিয়ারত করাও তেমনি মূর্তিপূজার শামিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ زَارَ قَبْرًا بِلاَ مَقْبُــوْرٍ كَأَنَّمَا عَبَــدَ الــصَّنَمَ. 'যে ব্যক্তি লাশ ছাড়াই ভূয়া কবর যিয়ারত করল, সে যেন মূর্তিকে পূজা করল'।[১০]

এতদ্ব্যতীত কোনরূপ শোকগাথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান বা শোক মিছিল ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কোন কবর বা সমাধিসৌধ, শহীদ মিনার বা স্মৃতি সৌধ, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাও একই পর্যায়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হ'ল ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَتَسُبُّوْا أَصْحَابِىْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَــا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَنَصِيْفَهُ. 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। কেননা (তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ (যব খরচ)-এর সমান ছওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না'।[১১]

শোকের নামে দিবস পালন করা, বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّــةِ. 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে'।[১২]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে'।[১৩]

অধিকন্তু ঐসব শোক সভা বা শোক মিছিলে বাড়াবাড়ি করে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে হুসায়েনের কবরে রূহের আগমন কল্পনা করা, সেখানে সিজদা করা, মাথা ঝুঁকানো, প্রার্থনা নিবেদন করা ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে শিরক। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

১০. বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী; গৃহীত: আওলাদ হাসান কান্নৌজী 'রিসালাতু তাম্বীহিয যা-লীন' বরাতে: ছালাহুদ্দীন ইউসুফ 'মাহে মুহাররম ও মউজূদাহ মুসলমান' (লাহোর: ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ১৫।
১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৮ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৫৪।
১২. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।
১৩. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬।

Contents

অর্থনীতির পাতা

ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নে আমাদের করণীয়

*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

ভূমিকা :

সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া অর্থনৈতিক মন্দা আরও একবার পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত গলদগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। পুঁজিবাদী বিশ্বের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার হাযার হাযার কোটি ডলারের সরকারী সাহায্য দিয়ে কোন রকমে সংকট উত্তরণে চেষ্টা করেছে। ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের পদাংক অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে নিজের গরজেই। যতদিন না আল্লাহ্‌র বিধান বাস্ত বায়নে আমরা সচেষ্ট হব ততদিন বারবার এই দুর্দিন মোকাবেলা করতে হবে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভিশাপ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও আমাদের হুঁশ হয় না। কারণ আমরা গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছি। ব্যাপক হারে শ্রমিক ছাঁটাই, বহু ব্যাংকের লালবাতি জ্বালানো, ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া ঘোষণা, উৎপাদন হ্রাস, বিত্তশালীদের বিত্তের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি অথচ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জনগণের জীবন যাপনে দুর্বিষহ নাভিশ্বাস সবই পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রত্যক্ষ কুফল। ত্বরিত মুনাফা, সামাজিক প্রয়োজন উপেক্ষা করে মুষ্টিমেয় লোকের লোভ-লালসা চরিতার্থ করা, সবার উপরে ক্রেডিট কার্ড কালচার (Credit Card Culture) বা আয়হীন ভোগের অপসংস্কৃতি পুঁজিবাদেরই অন্তর্নিহিত দুর্বলতার প্রকাশ। এর ফলে ধস নেমেছে অর্থনীতিতে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোটি কোটি বনী আদম, বিপর্যস্ত হয়েছে বহু দেশের জাতীয় অর্থনীতি, দেউলিয়া হয়েছে শত শত শিল্প-কারখানা। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে না পারলে গোটা বিশ্বমানবতাই নতুন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। এজন্য আজ আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং আশ্রয় নিতে হবে মহান রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত ইসলামী জীবনাদর্শের নিকটে। একমাত্র এতেই অন্তর্নিহিত রয়েছে সার্বজনীন কল্যাণ ও মুক্তি।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়ন যরূরী কেন?

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ ও কল্যাণধর্মী জীবনাদর্শ। অর্থনীতি তারই একটি অংশ। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন একটি সত্তা হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে এই দুই মানব রচিত মতবাদ তাদেরই রচিত রাষ্ট্র, সমাজ ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থায় পৌঁছেছে। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবনাদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। জীবনের অন্যান্য দিকগুলির সাথে এর কোন সংঘর্ষ নেই; বরং রয়েছে একই লক্ষ্যে পৌঁছানোর মত অনুকূল কর্মকাণ্ড। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সার্বিক মানব কল্যাণ নিশ্চিত করে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দূর করে ইহকালীন সাফল্যের সাথে পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করে।

ইসলামী অর্থনীতির যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশল সে সবই মানব কল্যাণ তথা শান্তি ও সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সচেষ্ট। পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক কর্মকৌশল মুষ্টিমেয় ধনীদের স্বার্থ রক্ষা করে, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সেখানে উপেক্ষিত। সেই স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারকেই শেষ অবধি তৎপর হ'তে হয়। সমাজতন্ত্র একদা যে পথে চলেছিল আজ তা থেকে বহুদূর সরে এসেছে। অর্থনৈতিক কর্মকৌশল ও লক্ষ্যের দিক থেকে সমাজতন্ত্র লোকচক্ষুর প্রায় অগোচরে পুঁজিবাদের সাথে মিশে গেছে। বহুকাল আগে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছিল যে, একদা সমাজতন্ত্র তার অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে পুঁজিবাদের সাথেই মিশে যাবে। একে বলা হয় Convergence Theory। বাস্তবে শেষ অবধি হয়েছেও তাই। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া ও গণচীনের দিকে তাকালে দেখা যাবে তারা আজ পাশ্চাত্যের জন্যে দুয়ার খুলে দিয়েছে। কোটিপতি হবার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ইসলামের অবস্থান এরই বিপরীতে। সেখানে বৈধ পন্থায় ধনী হ'তে বাধা নেই, আবার মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বাধ্যবাধকতা ও সরকারের দায়বদ্ধতার অন্ত নেই। এজন্যই ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়ন যরূরী।

কিভাবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়ন সম্ভব?

ইসলামী অর্থনীতির দু'টি দিক রয়েছে। একটি **আমর বিল মা'রূফ** অপরটি **নাহি আনিল মুনকার**। দু'টি দিকই একসঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে। **আমর বিল মা'রূফ** এর মধ্যে রয়েছে বৈধ উপায়ে উপার্জন ও বৈধ পথেই তা ব্যয়, যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন, ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থার প্রসার, ইসলামী অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান স্থাপন, স্বনির্ভর বা স্বউদ্যোগ কর্মসংস্থান ইত্যাদি। **নাহি আনিল মুনকার**-এর মধ্যে রয়েছে সূদের উচ্ছেদ, সকল দুর্নীতির মূল উৎপাটন এবং অবৈধ উপায়ে আয় ও ব্যয় রহিতকরণ। এই দুই ধরনের পদক্ষেপ সুষম ও সমন্বিতভাবে গ্রহণ করতে পারলে ইসলামী অর্থব্যবস্থার

** প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

সুফল প্রাপ্তি সম্ভব। এজন্য চাই দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা এবং একদল সৎ, যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। বস্তুতঃপক্ষে সৎকর্মশীল যোগ্য মানুষ ছাড়া কোন আদর্শ বা কর্মপদ্ধতিই বাস্তবায়িত হওয়া অসম্ভব। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের যেমন পরীক্ষা হয়েছে তেমনি পরীক্ষা চলেছে পুঁজিবাদী মতাদর্শের। দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য, আমরা উন্নত বিশ্বের শোষণের শিকার, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার গিনিপিগ। উন্নতির নামে যে মুলো আমাদের নাকের ডগায় ঝুলিয়ে রাখে, গাধার মত আমরা সেদিকে ছুটি। স্বকীয়তা হারিয়ে, নিজেদের সম্পদ ও সম্ভাবনার মূল্যায়ন না করেই আমরা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবির পরামর্শ গিলে ফেলি। একবার এই ট্যাবলেট গিললে এথেকে আর ছাড়া পাবার কোন উপায় নেই। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ মেনে কেউ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। বরং এককালের সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর অর্থনীতির দেশগুলো ক্রমে ক্রমে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। কৃষিপণ্য রপ্তানীকারক দেশ সেই পণ্যের আমদানীকারক হয়েছে, বাণিজ্যে গড়পড়তা উদ্বৃত্ত দেশ বাণিজ্যে ঘাটতি দেশে পরিণতে হয়েছে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হ'লে আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং সেক্ষেত্রে ইসলামী অর্থব্যবস্থার নীতিমালা ও কর্মকৌশলের কোন বিকল্প নেই।

এই মুহূর্তে যা করণীয় :

দেশের জনগণকে পরমুখাপেক্ষিতা হ'তে বাঁচাতে হ'লে এবং ঋণের ফাঁদে পা রাখা হ'তে নিবৃত্ত হ'তে হ'লে স্বনির্ভরতার কোন বিকল্প নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভিক্ষা করতে নিষেধ করে কুঠার দিয়ে কাঠ কেটে জীবন ধারণ করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আজ আমরা সেই শিক্ষা বিস্মৃত হয়েছি। কুঠার কিনতে স্বল্প পুঁজির প্রয়োজন। সেই পুঁজিও আমরা সংগ্রহ করতে পারছি না। সেই সুযোগে নব্য কুসীদজীবি এনজিও মহাজনরা আমাদের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। এদেরকে হটাতে হবে। এজন্য আমাদেরকে গড়ে তুলতে হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা শ্রেণী (Small and Medium Enterprise)। আমাদের স্বল্প আয় হ'তেই সঞ্চয় করার চেষ্টা করতে হবে। নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করলে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ই প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান দিতে পারবে। সেই পুঁজিই 'মুদারাবা' পদ্ধতিতে কাজে লাগানো যায় এবং এভাবেই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা স্বনির্ভর কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করতে পারবে। এই পথ ধরেই ক্রমে তারা হয়ে উঠতে পারবে মাঝারী উদ্যোক্তা শ্রেণী। এদের প্রয়োজন পূরণ করেই গড়ে উঠবে পরিবহন কর্মী, এসএমই কর্মী, সংশ্লিষ্ট নানা কাজের কর্মী। ধীরে ধীরে একটা কর্মপ্রবাহ শুরু হবে যা অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য খুবই যরূরী। পুঁজি যদি নিজেদেরই হয় এবং তার জন্য কাউকে সূদ না দিতে হয় তাহ'লে লাভের কোন অংশ কোথাও যাবে না। বর্তমানে সূদী এনজিওগুলো এই পথেই চুষে নিচ্ছে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের। ফলে তাদের স্বনির্ভরতা অর্জন শুধু কাগজে শ্লোগানই রয়ে যাচ্ছে, বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ভয়ের কথা, নিয়মিত সূদ পরিশোধ করতে হয় বলেই এক এনজিও হ'তে ঋণ নিয়ে অন্য এনজিওর কিস্তির সূদ পরিশোধ করতে চেষ্টা করে ঋণ গ্রহীতারা। এর ফলে তার মোট ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়, নিজের পায়ে আর দাঁড়ানো হয় না। পক্ষান্তরে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্ব (মুশারাকা) বা শ্রম ও পুঁজির সংমিশ্রণে মুনাফার অংশীদারিত্ব (মুদারাবা) পদ্ধতিতে উদ্যোক্তা নিজের পায়ে দাঁড়াবার বা স্বনির্ভর হবার চেষ্টাই শুধু দেখবে না, অচিরেই তা বাস্তবেও রূপ নেবে। এজন্যই আমরা ক্রেডিট বা ঋণের বিরুদ্ধে, ইনভেস্টমেন্ট বা বিনিয়োগের স্বপক্ষে। আজ প্রয়োজন সূদনির্ভর এনজিওগুলোর বিলোপ এবং ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমূলক সংস্থার প্রসার। গোটা দেশের সর্বত্র এই ধরনের প্রতিষ্ঠান যত গড়ে উঠবে ততই মঙ্গল। তবে এজন্য চাই একদল যোগ্য, নিবেদিতপ্রাণ ও ইসলামী আদর্শের অনুসারী যুবগোষ্ঠী।

এরই পাশাপাশি ইতিপূর্বে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিও নযর দিতে হবে। অর্থাৎ বৈধ উপায়ে উপার্জন বৈধ পথেই তা ব্যয়, যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন ও প্রচুর সংখ্যক ইসলামী অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান স্থাপন সময়ের দাবী। এ জন্য চাই ব্যাপক জনসমর্থন। এদেশের জনগণের সর্ববৃহৎ অংশ মুসলিম। তাদের ঈমান-আক্বীদা অবশ্যই শরী'আত সম্মত। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা কারণেই তারা শরী'আতের পাবন্দী নয়। এর প্রধান কারণ, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব বিষয়ে জানা ও বাস্তবে তা অনুশীলনের সুযোগ নেই। এজন্যই সূদ হারাম জানার পরও সূদ গ্রহণ ও প্রদান হ'তে যেমন আমরা অনেকেই বিরত নেই, তেমনি ব্যবসায়িক লেনদেনে হালাল-হারাম বা শরী'আতের নিরিখে বৈধ-অবৈধের সীমা জানার পরও তা পালনে আমরা উদ্যোগী নই। রাষ্ট্র ব্যবস্থাও ইসলামী শরী'আত পালনে সহযোগী নয়। এজন্যই যেমন সূদ উচ্ছেদ সম্ভব হচ্ছে না তেমনি ব্যবসায়িক অসাধুতা প্রবেশ করেছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্র যাকাত আদায় করছে না, শ্রমিক আইন ইসলামী না হয়েও যেটুকু শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তাও বাস্তবায়নে মালিকপক্ষকে

Contents

বাধ্য করতে পারছে না সরকার। অর্থনৈতিক দুর্নীতির মূলোৎপাটন তো হয়নি বরং কালো টাকা, জুয়া ও মাদকদ্রব্যের ছোবলে দেশের অর্থনীতি ও যুবসমাজ বিপন্ন। এই অবস্থা হ'তে নিঃসন্দেহে সকলেই পরিত্রাণ চায়। একারণেই ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়ন সময়ের দাবী। কিন্তু সব কাজ একযোগে করা সম্ভব নয়, বিশেষত রাষ্ট্রযন্ত্র যারা পরিচালনা করছেন ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়ন তাদের ঘোষিত লক্ষ্য নয়। সেজন্য আমাদেরই ধীরে ধীরে সুচিন্তিতভাবে কিছু মডেল পরিকল্পনা ও কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। এসব কর্মসূচীর সাফল্য জনগণকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবে। আরও লোক তাতে অংশগ্রহণ করবে। এভাবে জনতার সমর্থনপুষ্ট হয়ে ইসলামী অর্থনীতির কর্মকৌশল ও কর্মউদ্যোগ ছড়িয়ে পড়বে দেশব্যাপী। এ কর্মসূচী জনগণের প্রাণের দাবী হয়ে দাঁড়াবে। এদেশের ইসলামী ব্যাংক সমূহ, অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান ও বীমা ব্যবস্থার দিকে তাকালে এই সত্য খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

সাফল্যের কোন বিকল্প নেই। অভিজ্ঞতা অর্জনেরও কোন বিকল্প হ'তে পারে না। এজন্যেই এ আলোচনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা শ্রেণী তৈরী, এদের জন্যই বিনিয়োগ ও মুদারাবা-মুশারাকা পদ্ধতিতে অর্থায়নের ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। এই পথে সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি সূদ উচ্ছেদ হবে, ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়িত হবে, বৈধ পন্থায় আয় ও বৈধ পন্থায় তার ব্যয় নিশ্চিত হবে, স্বনির্ভরতা অর্জিত হবে। এক কথায় **আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের** দাবী বাস্তবায়িত হওয়ার পথ সুগম হবে। ক্রমে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত হবে। আমাদের বাসনাও তাই। আমাদের রিযিক হালাল হোক, যে রিযিকের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আমাদের দো'আ কবুল করবেন এবং ইহকালীন কল্যাণ লাভের সাথে সাথে পরকালীন কল্যাণ লাভও নিশ্চিত হবে।

ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে এটিই একমাত্র কৌশল নয়। আমাদের আরও অনেক কিছু করণীয় রয়েছে, কিন্তু ধাপে ধাপে এগুলোই শ্রেয়। একসঙ্গে অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করলে কোনটিই সফল নাও হ'তে পারে। বিশেষত দেশের সরকারের যেখানে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের কোন কমিটমেন্ট নেই সেখানে পর্যায়ক্রমেই সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত কৌশল ও পদক্ষেপ অবলম্বনের তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

Contents

ক্ষেত-খামার

বাগানে ও ছাদের টবে ১২ মাসী আমড়া চাষ

বরিশালের মিষ্টি আমড়ার কদর দেশজুড়েই। এতদিন এই মিষ্টি আমড়া পাওয়া যেত মৌসুমী ফল হিসাবে। কিন্তু বাংলাদেশ কৃষি (বাকৃবি) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে উদ্ভাবন করেছেন বারি-১ জাতের নতুন মিষ্টি আমড়া। অন্যদিকে বারি-১ আমড়ার কলমের জাত উদ্ভাবন করেছে বগুড়ার সরকারি উদ্যান উন্নয়ন ও গবেষণা কেন্দ্রী। কলমের চারা উৎপাদনও হচ্ছে ব্যাপকভাবে এবং তা বিক্রিও হচ্ছে প্রচুর। উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, কলমের চারা হওয়ার জন্য বারি-১ মিষ্টি আমড়ার চারা রোপণের পরবর্তী বছরেই সীমিত পরিমাণে আমড়া পাওয়া যায়। তবে ভাল ফলনের জন্য ২/৩ বছর অপেক্ষা করলে গাছ ৩/4 ফিট বড় হওয়ার সুযোগ পায়। তখন একদিকে যেমন ফল বেশী ধরে তেমনি ফলের ভারে গাছের ডাল নুয়ে পড়া বা ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা থাকে না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আরো বলেছেন, আপেলকুলের মত বারি-১ জাতের মিষ্টি আমড়া চাষ করা হ'লে চাষীরা আর্থিকভাবে প্রচুর লাভবান হ'তে পারবেন।

পোকা দমনে আলোক ফাঁদের ব্যবহার

ফসলের ক্ষেতে হারিকেন, হ্যাচাক অথবা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে তার নিচে সাবান অথবা কেরোসিন মিশ্রিত পানি রেখে দিলে তাতে ক্ষতিকারক পোকা এসে পড়ে মারা যাবে। আবার হাতজাল প্রযুক্তি ব্যবহার করেও কৃষক তার ফসলের ক্ষতিকারক পোকা দমন করতে পারে। বিশেষভাবে তৈরী নাইলন সুতার জাল হাতে নিয়ে ডানে-বামে নাড়া-চাড়া করলেই পোকা সেখানে এসে ধরা দিবে। এই সহজ দু'টি প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষকরা কীটনাশক বাবদ বিপুল অংকের খরচের হাত থেকে তো রক্ষা পাবেই, পাশাপাশি নির্বিঘ্ন ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে জমিগুলোরও উর্বরা শক্তি অটুট থাকবে।

ধান ক্ষেতে মাছ চাষ

কুড়িগ্রামে ধান ক্ষেতে মাছ চাষ ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে কৃষকদের মাঝে। ধান চাষের পাশাপাশি একই ক্ষেতে মাছ চাষ করে লাভবান হচ্ছে সেখানকার কৃষকরা। এবার এ যেলায় ৬শ' একর জমিতে ধানচাষের সাথে সাথী ফসল হিসাবে মাছ চাষ করেছে কৃষকরা। তাদের দেখাদেখি আগ্রহী হয়ে উঠছে অন্যরাও। এখানে এক বিঘা জমিতে আমন ধান আবাদের পাশাপাশি ঐ ক্ষেতেই সাড়ে ৪ কেজি মাছের পোনা ছেড়ে ধান উঠার ২ মাস আগেই ৪ হাযার টাকার মাছ বিক্রি করেছেন জনৈক কৃষক। ধানকাটার সময় পর্যন্ত আরও প্রায় ৫ হাযার টাকার মাছ বিক্রি করার আশা করছেন তিনি। আমন মৌসুমে জমিতে বৃষ্টির পানি থাকে। আর সেই পানিতে মাছ চাষ করা সহজ এবং উপযুক্ত। মূল ফসলের পাশাপাশি সাথী ফসল হিসাবে ধান ক্ষেতে মাছ চাষ লাভজনক। ধান ক্ষেতে মাছ চাষ সম্প্রসারণের জন্য স্থানীয় কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দিচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠন। সেই প্রশিক্ষণ পেয়ে কৃষকরা উৎসাহিত হয়ে এই মৌসুমে যেলায় ৬শ' একর জমিতে ধানের পাশাপাশি মাছ চাষ করেছে বলে জানা গেছে। ধান ক্ষেতে মাছ চাষ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া গেলে ভাতের চাহিদা সঙ্কুলানের পাশাপাশি আমিষের চাহিদাও পূরণ হবে। লাভবান হবে কৃষক এবং গতিশীল হবে দেশের অর্থনীতি।

ধান কাটার নতুন মেশিন আবিষ্কার

বগুড়ার প্রকৌশলী আমীর হোসাইন এবার হালকা ও সস্তা ধান কাটা মেশিন তৈরী করেছেন। এ মেশিন দিয়ে ধান-গম, ভুট্টা-পাট ও আখ কাটা যাবে। এর দ্বারা দু'ঘণ্টায় এক একর জমির ধান কাটা যাবে। এজন্য খরচ হবে ২ লিটার প্রেট্রোল। ১ দশমিক ৫ হর্স পাওয়ারের এ মেশিনটি খুব হাল্কা। ১০/১৫ কেজি ওযন। ইঞ্জিনের বিশেষত্ব হ'ল, ধান-পাট-গম যে অবস্থায় থাকুক, খাড়া থাক বা মাটিতে হেলে পড়ুক সহজেই এসব কাটা যাবে।

[সংকলিত]

কবিতা

এখনো সময় আছে

-আতাউর রহমান
মুংলী, চারঘাট, রাজশাহী।

দিগন্তিকায় মেঘ চমকায়
ঝড়ের ধমক আসছে ঐ
শিশু নর-নারী আবাস ফসল
বাঁচাবে সেই মুমিন কই?
লাখো জনতার রক্তের দামে
জীবনের দামে কেনা এ দেশ!
শকুনী গৃধিনী খুবলে খুবলে
খাবে দেশটাকে করবে শেষ?
দেশ দরদী দেশ প্রেমিক
তাদের সংখ্যা নয়তো কম!
অপলকে তারা শুধুই দেখবে
প্রতিবাদে তারা হবে না যম।
এখনো সময় আছে শিরদাঁড়া
সোজা করে রুখে দাঁড়াবার
এখনো সময় আছে প্রতিবাদে
প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ার।
এখনো সময় আছে মজবুত
সিসা ঢালা সে প্রাচীর গড়ো
এখনো সময় আছে গাদদার
পরজীবীদের সাথে লড়ো।

আহ্বান

-জুলিয়া আক্তার
দৌলতখালী, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

চারপাশে নিভৃত অমানিশা
বিষাদিত প্রাণ
মুক্তিহীন কালোনেমি ভয়াল শতাব্দী
নেই পরিত্রাণ।
এমনি যুগ সন্ধিক্ষণে প্রভু
তোমায় করি আহ্বান
সাড়া দাও মুক্তিদাতা
ওগো মেহেরমান!
মরুময় ধরণীর বক্ষে পিশাচ
যালিমদের বেড়েছে যুলুম
নির্বাক মমি হয়ে অব্যক্ত বেদনায়
কাঁদে মযলূম।
এই দুর্দিনে প্রভু আশু প্রয়োজন
তোমার আসমানী অহি-র শাসন।
দ্বীনহীন নিন্দুকের বিষাক্ত বিদ্রূপে
আজ বিদীর্ণ মন
ন্যায়ের গন্তব্যে সত্যের পথচারী
নীরবে সয়ে যায় প্রহসন।
এহেন বিভীষিকায় আকুল কণ্ঠে
ডাকি ওগো রহমান!
পাপাসক্ত যমীনে উড়াও তাওহীদী
কালেমার নিশান।
বিজাতীর ঈর্ষায় বিবস্ত্র তনু আজ
পর্দার হয়েছে অবসান
সাহারার অবনীতে বিলুপ্ত লাজ
তাই হুতাশনে জ্বলছে মান ঈমান।
হর্ষহীন চারিদিকে
ত্রাহি ত্রাহি আজ
দাও গো প্রভু হেথায় পূর্ণ
ইসলামী সমাজ।

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর

-আবু রায়হান
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ডিসেম্বর এলে শুনি
বিজয়ের গান
হাসি উল্লাসে মাতে
সবার প্রাণ।
ডিসেম্বর এলে মনে
চেতনার জাল
রবে না আনন্দ দিনে
বেদনার জল।
ডিসেম্বরে মনে পড়ে
শহীদের স্মৃতি
হাযার সাগড়লাম জানাই
তাঁদের প্রতি।
যাদের প্রচেষ্টায় পেলাম
সুন্দর একটি দেশ
মনের আঙিনায় রবে
তাদের স্মৃতি সদা অম্লান অনিমেষ॥

অপূর্ব সৃষ্টি

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
খোলাহাটী, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

কেন এই পৃথিবীর বুকে হাযার সৃষ্টিকুল
মানব হ'ল এত সুন্দর খাঁটি নির্ভুল।
তৈরী করল কোন জনা সে সুন্দর সুঠাম দেহ
এত সুন্দর গঠনকারী হ'তে পারে কি সাধারণ কেহ?
বিশাল সেই বটগাছে কে বানালো ছোট্ট ফল
দুর্বল গাছে তরমুজ দেখি, সুন্দর পরিমল।
কোথা হ'তে আসছে পানি, কোথায় বা তার বাড়ী
কে বানালো মানবের মধ্যে, সুন্দর সে নারী?
কোন জনা সে ফুলে গাছে গন্ধ দিল ভরে,
পাখি সব যেন কার গান গায় মিষ্টি মধুর সুরে?
জলের মধ্যে মানুষ বাচে না মাছের বসবাস,
বৃক্ষের দোলায় তৈরী হ'ল মৃদু সুবাতাস।
কে বানালো বিনা খুঁটিতে সুন্দর ঐ আসমান
কোন জনা সে সৃষ্টি করল, দেহের মাঝে প্রাণ।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. ইবলীস অতি ইবাদত গুজার ছিল। অহংকার বসে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে আদম (আঃ)-কে সিজদা না করায় সে চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে যায় *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*।
২. মানুষের পরীক্ষার জন্য।
৩. ক্বিয়ামত পর্যন্ত।
৪. পৃথিবীতে যখন 'আল্লাহ' বলার মত কোন লোক থাকবে না অর্থাৎ প্রকৃত তাওহীদের অনুসারী কোন মুমিন অবশিষ্ট থাকবে না।
৫. স্ব স্ব ভাল বা মন্দ আমল অনুযায়ী ইল্লীনে অথবা সিজ্জীনে *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/৭, ১৮)*।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১. কোয়াশিয়রকর রোগ।
২. কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদি।
৩. সবুজ উদ্ভিদ।
৪. থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস দ্বারা।
৫. লোহিত রক্ত কণিকায়।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ডাক বিষয়ক)

১. সর্বপ্রথম ডাক ব্যবস্থার প্রচলন হয় কোথায়?
২. ভারতবর্ষে প্রথম ডাকটিকিট চালু হয় কোথায়?
৩. বাংলাদেশের একমাত্র পোষ্টাল একাডেমী কোথায় অবস্থিত?
৪. বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
৫. বাংলাদেশ ডাক বিভাগে মোট জিপিওর সংখ্যা কতটি?
৬. বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক ব্যবহৃত ইনভেলপের পরিমাপ কি?

** সংগ্রহে: **শিহাবুদ্দীন আহমাদ***
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১. কোন ভিটামিনের অভাবে রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়?
২. মানুষ পাতলা বা চিকন হয় কেন?
৩. মাওসাশী প্রাণীর কামড়ে কি রোগ হ'তে পারে?
৪. ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে যে তথ্যটি সঠিক নয় সেটি কি?
৫. রক্তের দৃশ্যমান তরল অংশের নাম কি?

** সংগ্রহে: **শিহাবুদ্দীন আহমাদ***
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

প্রশিক্ষণ

শিপাইপাড়া, চারঘাট, রাজশাহী ১৬ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব শিপাইপাড়া (ইউসুফপুর) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে সোনামণিদেরকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার এবং নিজেদের সার্বিক জীবন কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসাইন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৮ অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীতে এক বিশেষ সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস।

ডাংগীপাড়া, পবা, রাজশাহী ২৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় ডাংগীপাড়া মেছবাহুল উলূম ইসলামিয়াহ দাখিল মাদরাসায় এক বিশেষ সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার সুপার মাওলানা তোযাম্মেল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করে আল-মারকাযুল ইসলামী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্র মুহাম্মাদ মুস্তাকীম।

বিরস্তইল, পবা, রাজশাহী ১৩ নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় বিরস্তইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ তোযাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করে নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার সোনামণি আ'রাফ।

নিজেকে গড়

-আব্দুল্লাহ আল-মারুফ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

জগৎটাকে গড়তে হ'লে
সবার আগে নিজেকে গড়,
বাতিলের পথ ছেড়ে দিয়ে
কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধর।
প্রভুর বিধান করতে কায়েম
ছালাত আদায় কর,
চোগলখোরী ধোঁকাবাজি আর
মিথ্যা বলা ছাড়।
সত্য বলায় অভ্যস্ত হয়ে
তাক্বওয়া অবলম্বন কর,
প্রকৃত ভয় থাকলে মনে
জান্নাত পেতে পার।
চিরশান্তি পেতে হ'লে
লোভ-লালসা ছাড়,
মৃত্যু তোমার অতি কাছে
তা কি তুমি জান?
সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে
সঠিক পথ ধর,
সঠিক পথ চিনতে হ'লে
আত-তাহরীক পড়।
***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

২৭ বছর পর মামলার রায়

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য যে, বরিশালে একটি দুর্নীতি মামলার বিচার করতে সময় লেগেছে দীর্ঘ ২৭ বছর। আর এ সময়কালে মামলা পরিচালনা করেছেন ৬ জন স্পেশাল পিপি। রায় ঘোষণার আগেই ৪ জন মারা গেছেন। এমনকি মামলার বাদী, তদন্ত কর্মকর্তা ও দুই আসামী এ সময়ে মারা গেছেন। আর দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে চলা মামলাটির বিচার শেষে সকল আসামীই বেকসুর খালাস পেয়েছেন। ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে বরিশাল যেলার মুলাদী উপযেলার ৪টি রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ১,৩১৩ মণ গম আসামীরা আত্মসাৎ করলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। অবশেষে গত অক্টোবরে এ মামলার রায়ে আসামীরা সবাই খালাস পায়। বিচার ব্যবস্থার পদ্ধতিগত ত্রুটি এ মামলার দীর্ঘসূত্রিতার অন্যতম কারণ বলে জানান সরকারী পিপি।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়: আসামীদের ফাঁসি বহাল

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ১২ জনের ফাঁসি বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। গত ১৯ নভেম্বর বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের ৫ বিচারপতির বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করে। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তরা হ'লেন- কর্নেল (অবঃ) সৈয়দ ফারুক রহমান, কর্নেল (অবঃ) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, লে. কর্নেল (অবঃ) মুহিউদ্দীন আহমেদ (আর্টিলারি), একেএম মহিউদ্দীন আহমেদ (ল্যান্সার), মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা, লে. কর্নেল (অবঃ) এসএইচ নূর চৌধুরী, লে. কর্নেল (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম, লে. কর্নেল (অবঃ) খন্দকার আব্দুর রশীদ, ক্যাপ্টেন (অবঃ) রিসালদার মোসলেম উদ্দীন, ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল মাজেদ, এএম রাশেদ চৌধুরী (অবঃ) এবং মেজর (অবঃ) আযীয পাশা। এদের মধ্যে প্রথম পাঁচজন কারাগারে বন্দী রয়েছেন, বাকী ছয়জন বিভিন্ন দেশে পলাতক রয়েছেন এবং শেষোক্তজন যিম্বাবুয়ে ইন্তেকাল করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে এ ঐতিহাসিক রায় দেন। অবসান হয় দীর্ঘ ৩৪ বছর প্রতীক্ষার। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ তাঁর পরিবারের নয় সদস্যকে হত্যার অভিযোগে ২৩ জনকে আসামী করে ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর ঘোষিত রায়ে ১৫ জন আসামীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন ঢাকা যেলা ও দায়রা জজ গোলাম রসুল। পরে ৩ জনকে আদালত নির্দোষ ঘোষণা করে।

দেশে ইসলামোফোবিয়া বন্ধ করতে ওআইসি মহাসচিবের আহ্বান

বাংলাদেশে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারণা (ইসলামোফোবিয়া) বন্ধ করতে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ওআইসি মহাসচিব প্রফেসর ড. একলেমুদ্দীন ইহসানগুল। গত ৫ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান। 'একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ওআইসির ভিশন' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সভ্যতা ও উন্নয়নে ইসলামী জ্ঞানের সমন্বয় করে শিক্ষা ও গবেষণাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

লোডশেডিংয়ে বছরে ১ হাযার ৬০০ কোটি টাকার ক্ষতি

বিদ্যুতের আসা-যাওয়া বা লোডশেডিং-এর কারণে বছরে প্রায় ১ হাযার ৬শ' কোটি টাকার ক্ষতি হয়। পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে আগামী ১৭ বছরে বিদ্যুৎখাতে ৯ হাযার কোটি ডলার সঞ্চয় করা সম্ভব। দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও আবাসনে বিদ্যুৎ ব্যবহারে জাতীয় আয়ের সঙ্গে লোডশেডিং-এর সময়ের তুলনা করে বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কামরুল আহসান এক গবেষণা জরিপে এ তথ্য দেন।

বিনা বিচারে ১০ বছর কারাবাস!

বিনা বিচারে দীর্ঘ ১০ বছর মৌলভীবাজার যেলা কারাগারে আটক থাকার পর গত ২ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছেন মানসিক প্রতিবন্ধী মুহাম্মাদ হোসেন (৪০)। তার বাড়ী আশুগঞ্জ উপযেলার নাওঘাট গ্রামে। ১৯৯৯ সালের মে মাসে বাড়ী ছাড়া হয়েছিল সে। এক সময় চলে আসে শ্রীমঙ্গলে। ঐ বছর ২২ মে রাতে সিলেট থেকে ঢাকাগামী উপবন এক্সপ্রেস ট্রেনে ডাকাতি সংঘটিত হয় মাগুরছড়া পাহাড়ি এলাকায়। গণপিটুনিতে দুই ডাকাত নিহত হ'লে মুহাম্মাদ হোসেন ডাকাত দেখতে গিয়ে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়। এরপর তাকে ডাকাতির মামলার আসামী হিসাবে জেলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এভাবে বিনা অপরাধে জীবনের মূল্যবান ১০টি বছর জেলের ভিতর কাটিয়ে অবশেষে মুক্তি পায় সে।

হরমোন দিয়ে পাকানো হচ্ছে কচি টমেটো

দেশের টমেটো উৎপাদনের বড় একটি অঞ্চল রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপযেলা। কিন্তু টমেটো পাকার মৌসুম শুরুর আগেই সেখানে হরমোন দিয়ে কচি টমেটো পাকানো হচ্ছে। বেশী দামের আশায় একশ্রেণীর কৃষক ও ব্যবসায়ী ঐ টমেটো ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠাচ্ছে। ফলে ঐ টমেটো থেকে পুষ্টি ও স্বাদ দু'টি থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে ক্রেতারা।

১০ মাসে বিএসএফের হাতে খুন ৯১

মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' জানিয়েছে, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের হাতে এ বছর পহেলা জানুয়ারী থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত সাড়ে ১০ মাসে ৯১ জন নিরীহ বাংলাদেশী খুন হয়েছে। আর ২০০১ সাল থেকে গত ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত খুন হয়েছে ৮২১ জন। আহত হয়েছে আরো ৮৫৮ জন এবং অপহৃত হয়েছে ৯০৩ জন।

বাংলাদেশে ৭০ ভাগ অনিরাপদ ইনজেকশন ব্যবহৃত হয়

বিশ্বে প্রতিবছর ১৫ বিলিয়ন ইনজেকশন ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে থাকে প্রায় ৭ বিলিয়ন অনিরাপদ ইনজেকশন। অনিরাপদ ইনজেকশন ব্যবহারের হার দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বেশী। ইনজেকশন প্রয়োগকালে বাংলাদেশের গৃহীত নিরাপদ ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ। এদেশে প্রায় ৭০ শতাংশ অনিরাপদ ইনজেকশন ব্যবহৃত হয় যা রোগীদের ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়।

দুর্নীতিতে এবার বাংলাদেশ ১৩তম

দুর্নীতির ধারণাসূচকে অধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে এবার বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। গত বছরের চেয়ে অগ্রগতি হয়েছে তিন ধাপ। 'করাপশন পারসেপশন রিপোর্ট' (সিপিআই) অনুযায়ী বাংলাদেশসহ মোট ৮০টি দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতা সবচেয়ে বেশী। এসব দেশের স্কোর ০ থেকে ৩ এর মধ্যে। আর এ তালিকায় বাংলাদেশের স্কোর ২.৪। তবে টানা ৫ বছর বাংলাদেশ সিপিআই সূচকে উন্নতির ধারায় রয়েছে। সিপিআই ২০০৯ সূচকে গত বছরের মতোই দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের শীর্ষে রয়েছে সোমালিয়া। এর পরেই রয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ আফগানিস্তান। তৃতীয় স্থানে আছে মায়ানমার। ইরাক ও সূদান আছে চতুর্থ অবস্থানে। কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় সবার উপরে আছে নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় ডেনমার্ক, তৃতীয় যথাক্রমে সিঙ্গাপুর ও সুইডেন। ১৩তম স্থানে বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে বেলারুশ, পাকিস্তান ও ফিলিপাইন।

সমুদ্রসীমা নিয়ে মায়ানমারের রিপোর্ট জাতিসংঘে স্থগিত

বঙ্গোপসাগরে কন্টিনেন্টাল শেলফের দাবী সংক্রান্ত মিয়ানমারের রিপোর্ট জাতিসংঘ স্থগিত করেছে। গত ১৬ ডিসেম্বর দেশটি বাংলাদেশের ২৮টি ব্লকের মধ্যে ১৭টি নিজেদের দাবী করে জাতিসংঘে রিপোর্ট জমা দেয়। মিয়ানমারের এই দাবীর বিপরীতে বাংলাদেশও জাতিসংঘে ১৭ ব্লকে ওভার-ল্যাপিং করায় আপত্তি জানায়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সমুদ্রসীমার অধিকাংশ ব্লককে ভারত ও মিয়ানমার দাবী করায় এবং দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় কোন সমাধান না হওয়ায় সালিশি নিষ্পত্তির জন্য মে মাসে জাতিসংঘে যেতে বাধ্য হয়েছে বাংলাদেশ। তাছাড়া এই সালিশে বাংলাদেশের পক্ষে আইনি লড়াই করার জন্য একজন ব্রিটিশ নাগরিক ও আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ ভন লুই কিউ সিকে আর্বিট্রেটর হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে বর্তমান সরকার।

যুক্তরাষ্ট্রে বৃহত্তম দেউলিয়া কোম্পানির সংখ্যা ২০টিতে দাঁড়িয়েছে

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায় অন্যতম বৃহৎ ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ও দেশটির পঞ্চম বৃহৎ কোম্পানী সিআইটি গ্রুপ ১ নভেম্বর দেউলিয়া হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এ নিয়ে ১৯৮০ সালের পর থেকে দেউলিয়া হওয়া বৃহত্তম কোম্পানীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০টিতে। এ কোম্পানীগুলো হ'ল লিহমান ব্রাদার্স (ব্যাংক), ওয়াশিংটন মিউচুয়্যাল (ব্যাংক), ওয়ার্ল্ডকম (টেলিকম), জেনারেল মটরস (গাড়ী নির্মাতা), সিআইটি (ঋণদানকারী ব্যাংক), এনরন (জ্বালানী বাণিজ্য), কলসিকো (ইনস্যুরেন্স), ক্রিসলার (গাড়ী নির্মাতা), প্যাসিফিক গ্যাস এন্ড ইলেকট্রিক (সেবা), টোকো (তেল), ফিন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন অব আমেরিকা (ব্যাংক) প্রভৃতি।

ইসলাম বিদেশী ধর্ম নয়

-ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

'বন্দে মাতরম' গাওয়া ইসলামী বিশ্বাস পরিপন্থী-এরকমই একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল ভারতের 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' তাদের বার্ষিক সাধারণ সভায়। সম্প্রতি (৩ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত এ সভায় বিশেষ অতিথি ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরাম বলেন, দেশ ইসলামকে বাইরের কোন ধর্ম হিসাবে চিত্রিত করতে পারে না এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের দায়িত্ব হ'ল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করা। চিদাম্বরাম আরো বলেন, দেশ তাদের সংখ্যালঘু বলে উপেক্ষা করতে পারে না। তিনি বলেন, এটা হচ্ছে আপনাদের পিতৃভূমি, এটা আপনাদের জন্মস্থান এবং এখানে আপনারা বাস করবেন ও কাজ করবেন। এটা আমাদের গর্বের বিষয় যে, ইসলামসহ পৃথিবীর সব বড় বড় ধর্ম এ দেশে রয়েছে।

বোরকা পরলে ২ বছর জেল

ধর্মীয় কারণে মুখমণ্ডল আবৃত করা অপরাধ হিসাবে গণ্য করে ইতালির জাতীয় সংসদে একটি বিল উপস্থাপন করা হয়েছে। এই আইন পাস হ'লে কোন মুসলমান নারী বোরকা বা নেকাব ব্যবহার করলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার ও সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত জেল এবং ২ লাখ টাকা জরিমানা করা যাবে। বর্তমান বার্লুসকনি সরকারের অন্যতম শরীক দল লেগা নর্থ জাতীয় সংসদে এই বিল উপস্থাপন করে। এই বিল উপস্থাপনের পর বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে।

মালদ্বীপে পরিবেশ কর নির্ধারণ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির হুমকির মুখে পর্যটকদের উপর পরিবেশ কর আরোপ করেছে মালদ্বীপ। পর্যটনের জন্য আকর্ষণীয় দ্বীপদেশ মালদ্বীপ জলবায়ু পরিবর্তন রোধে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিল। কারণ ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রস্তর বেড়ে দেশটির অধিকাংশ দ্বীপই তলিয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাগরপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৭ ফুট উঁচু মালদ্বীপ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সাগরপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে- এ মর্মান্তিক বিষয়টির প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে গত ১৭ অক্টোবর দেশটির প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী পরিষদ সদস্যরা ভারত মহাসাগরের পানির নীচে বৈঠক করেছে। তাছাড়া গত বছর তারা অন্য দেশে মাটি কেনার প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছিল।

গর্ভাবস্থায়ও শিশু বোঝে মায়ের ভাষা

শিশুরাও মাতৃভাষা বোঝে। আর সেই বোঝার শুরুটা হয় মায়ের গর্ভে থাকার সময় থেকেই। বাবা-মা যে ভাষায়, যে উচ্চারণে কথা বলে, শিশুরা সে ভাষাতেই কাঁদে। সম্প্রতি একদল জার্মান গবেষক এমন দাবীই করেছেন। ফরাসী ও জার্মানভাষী পরিবারে জন্ম নেওয়া তিন থেকে পাঁচ দিন বয়সী ৬০টি শিশুর ওপর গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন ফলাফল পান। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুরা তার মাতৃভাষাকে অনুসরণ করে। আর সেকারণ ফরাসী ভাষী পরিবারে জন্ম নেয়া শিশুরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে। আর জার্মান শিশুরা কাঁদে নিচু স্বরে।

অপুষ্টির শিকার ২০ কোটি শিশু

পুষ্টিহীনতার কারণে উন্নয়নশীল দেশের প্রায় ২০ কোটি শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে এবং তারা নানা ধরনের সমস্যায় ভুগছে। ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, এশিয়ায় শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার হার ১৯৯০ সালের ৪৪ শতাংশ থেকে গত বছর ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে। ওদিকে আফ্রিকায় একই সময়ে শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার হার ৩৮ শতাংশ থেকে ৩৪ শতাংশে নেমে এসেছে। উল্লেখ্য, বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ১০২ কোটি।

বিশ্বে বাস্তুহারা ২ কোটি ৬০ লাখ : রেডক্রস বলেছে, বিশ্বের ২ কোটি ৬০ লাখ মানুষের অধিকাংশ প্রায়ই উপেক্ষার শিকার হয়। যুদ্ধ বা অন্য কোন সংকটের কারণে বাড়ীঘর ছেড়ে পালালেও যারা নিজ দেশ পরিত্যাগ করেনি, এমন বাস্তুহারা লোকদের ১৫ শতাংশ বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাস করছে।

মুসলিম জাহান

পরমাণু স্থাপনায় কোন দেশকে প্রবেশাধিকার দেয়া হবে না

-পাকিস্তান

পাকিস্তানের পরমাণু এবং কৌশলগত স্থাপনায় অন্য কোন দেশকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রবেশাধিকার দেয়া হবে না। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ খবর জানায়। 'দ্য নিউইয়র্কার' ম্যাগাজিনের একটি নিবন্ধের জবাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানান, মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রের নিরাপত্তা নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। মুখপাত্র আরো বলেন, নিবন্ধের লেখক মার্কিন সাংবাদিক সাইমুর হার্স তার 'ডিফেন্ডিং দ্য আর্সেনাল-ইন এন আনস্টেবল পাকিস্তান ক্যান নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডস বি কেপ্ট সেফ' শীর্ষক নিবন্ধে অসত্য তথ্য লিখে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন। এর ফলে পাকিস্তানের জনমনেও সন্দেহ-অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, পাকিস্তানের কৌশলগত স্থাপনা সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছে। পরমাণু স্থাপনা বহু স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তাবলয়ে রয়েছে, যা অন্যান্য পরমাণু অস্ত্র ক্ষমতাধর দেশের রয়েছে। তাই পাকিস্তানের এ ব্যাপারে বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

হামিদ কারজাই আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

গত ২ নভেম্বর আফগানিস্তানে চূড়ান্ত দফার ভোটাভুটি বাতিল করেছে সেদেশের নির্বাচন কমিশন। ফলে প্রথম দফার নির্বাচনে বিজয়ী প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইকে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে মারাত্মক উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রতিপক্ষ আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ ৭ নভেম্বরের ভোট থেকে সরে দাঁড়ানোয় নির্বাচন কমিশন ঐ সিদ্ধান্ত নেয়। উল্লেখ্য, গত ২০ আগষ্ট আফগানিস্তানে প্রথম দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য জাতিসংঘে যাবে ফিলিস্তীন

স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের শরণাপন্ন হবে ফিলিস্তীন। এর মধ্য দিয়ে ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চায় তারা। প্রধান ফিলিস্তীনী আলোচক সায়েব এরাকাত একথা বলেছেন। এরাকাত বলেন, এ কূটনৈতিক উদ্যোগে বাধাধরা কোনো সময় নেই। প্রস্তুতি শেষ হ'লেই আমরা এ উদ্যোগ নেব। তিনি আরো বলেন, আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য নেয়ার ব্যাপারে আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষ ১৯৬৭ সালের মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে ইসরাঈলের অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং গাযা নিয়ে একটি স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র চান। আব্বাসের ফাতাহ দলের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মুহাম্মাদ দাহলান বলেন, আব্বাসের সভাপতিত্বে 'প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন' (পিএলও) জাতিসংঘে যাওয়ার পরিকল্পনায় একমত হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পাথরকুচি পাতা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌরশক্তি গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ কামরুল আলম খান দীর্ঘ এক যুগ ধরে অক্লান্ত সাধনার পর পাথরকুচি পাতা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সফল হয়েছেন। ১ কেজি পাথরকুচি পাতা থেকে ২০ ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পাশাপাশি এ পরিমাণ পাথরকুচি দিয়ে নির্বিঘ্নে চলবে কয়েক বছর। এক একর জমিতে উৎপন্ন পাথরকুচি পাতা থেকে বছরে প্রায় ৫০ হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব হবে। পাথরকুচি দিয়ে তৈরীকৃত মণ্ডটি আয়রণ ও কেরোসিন সমৃদ্ধ থাকে। এ দু'টি প্রক্রিয়ায় তৈরী হয় ডিসি বিদ্যুৎ। একে কনভার্টার দিয়ে এসিতে রূপান্তরিত করে বাতি ও পাখা চালানো সম্ভব। এই পাথরকুচিতে উৎপাদিত ২০ ভোল্ট বিদ্যুৎ দিয়ে এলইডি ল্যাম্প ও পাখা চালানোও সম্ভব হচ্ছে।

মনস্তাত্ত্বিক কম্পিউটার

মানুষের মনের একান্ত গোপন কথাগুলো আর বুঝি গোপন রাখা যাচ্ছে না। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে আগামীতে মানুষের মনের গোপন কথা ফুটে উঠবে কম্পিউটার মনিটরের পর্দায় এবং তা পড়াও যাবে। এর অর্থ হচ্ছে, মানুষের মনের অন্ধকার ও রহস্যঘেরা জগতেও এবার ঢুকে পড়ছে কম্পিউটার।

মাতৃভাষায় ইন্টারনেটের ওয়েব অ্যাড্রেস

ইন্টারনেটের ওয়েব অ্যাড্রেসের এক যুগান্তকারী পরিবর্তনকে অনুমোদন দিয়েছে ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর ওয়েব অ্যাড্রেস অ্যান্ড নাম্বার বা আইসিএএনএন। ওয়েব অ্যাড্রেসে যখন আমরা লিখি ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডট গুগল ডট কম তখন ডটের পরে যে কম রয়েছে এটিকে 'ডোমেইন নেম' বলা হয়। এতদিন পর্যন্ত ওয়েব অ্যাড্রেস লিখতে ল্যাটিন অক্ষরেই ডোমেইন লেখা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই ল্যাটিন বা আরবী, চীনা, হিন্দী, বাংলা ইত্যাদি ভাষাভাষী নন। তাই আঞ্চলিক এসব ভাষায় ডোমেইন নেম ব্যবহারের দাবী ছিল দীর্ঘদিন ধরে। বিশেষ করে চীনা এবং জাপানীরা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের ভাষায় ডোমেইন নেম ব্যবহারের দাবী করে আসছিল। এখন থেকে কোন অ্যাড্রেস লিখতে ডট কমের ডটের পর নিজেদের ভাষায় ডোমেইন নেম ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ ডট গুগল ডট কম এর ডটের পর অংশে নিজেদের ভাষায় লেখা যাবে। ডট বিডি না লিখে ডট-এর পর বিডিটা বাংলা অক্ষরে লিখা যাবে।

প্লাষ্টিক বাচ্চাদের জন্য ক্ষতিকর

প্লাষ্টিকের একটি মিষ্টি গন্ধ আছে। প্লাষ্টিকের নতুন বাসনকোসন, আসবাবপত্র, খেলনা ঘরে আনলে এই মিষ্টি গন্ধ নাকে ঢুকে। কিন্তু এই গন্ধের সঙ্গে যে মারাত্মক কিছু রাসায়নিক পদার্থ আমাদের ভেতরে ঢুকে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে তাকি আমরা জানি? বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য এই রাসায়নিক উপাদান মারাত্মক। পরীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব ছেলে শিশু প্লাষ্টিকের খেলনা নিয়ে বেশী খেলে তাদের মাঝে এক ধরনের মেয়েলি ভাব প্রকাশ পেতে থাকে। তাদের ব্রেনের যে পুরুষ হরমোন রয়েছে তাতে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তার মাঝে পুরুষালি ভাবটা বেশী থাকে না। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, প্লাষ্টিক সামগ্রীর রাসায়নিক উপাদান থালেটস এজন্য দায়ী।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

টাঙ্গাইল ২৩ অক্টোবর শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের ভবানীপুর পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াজেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে 'সৃষ্টি' কোচিং সেন্টারের সিনিয়র পরিচালক মাওলানা আসাদুল্লাহকে আহ্বায়ক ও জনাব আব্দুল ওয়াজেদকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট টাঙ্গাইল যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন করা হয়।

চন্ডীপুর, যশোর ৩০ অক্টোবর শুক্রবার: অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে চন্ডীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার উদ্যোগে এবং রিয়াদস্থ বিভিন্ন শাখার সহযোগিতায় গত ৬ নভেম্বর শুক্রবার রিয়াদ থেকে প্রায় ৩৭০ কিঃ মিঃ দূরবর্তী শহর 'আল-খাবরা' (আল-খ্বাছীম) এলাকায় একটি শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। সফরে নেতৃত্ব দেন সঊদী আরব শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াহেদ। তাকে সার্বিক সহযোগিতা ও সফরের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন সঊদী আরব শাখার বায়তুলমাল সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ ইবরাহীম। শিক্ষা সফরে অন্যান্যদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন নতুন সানাইয়া শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ জালাল, পুরাতন সানাইয়া শাখার সভাপতি আব্দুল আলীম, সহ-সভাপতি রফীকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মালাজ শাখার সভাপতি ইবরাহীম, হারা উত্তর শাখার সভাপতি কাযী রিয়াজুল ইসলাম, সদস্য আব্দুল হান্নান প্রমুখ।

সফরকারী দলকে আল-খাবরায় স্বাগত জানান আল-খাবরা ইসলামিক সেন্টারের দাঈ হাফেয মুহাম্মাদ আখতার। জুম'আর ছালাত আদায় শেষে স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে সফরকারী ও সুধীদের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। রিয়াদ থেকে আগত অতিথিদের সাথে প্রায় ৩৫জন স্থানীয় শিক্ষার্থী উক্ত সভায় যোগদান করেন। পরিচিতি পর্ব শেষে সফরের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয় নছীহত মূলক বক্তব্য রাখেন নতুন সানাইয়া শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ জালাল। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত ইক্বামতে দ্বীন: পথ ও পদ্ধতি বইয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন আল-খাবরা ইসলামিক সেন্টারের দাঈ জনাব হাফেয মুহাম্মাদ আখতার এবং সঊদী আরব শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াহেদ।

বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহের প্রেক্ষিতে উপস্থিত স্থানীয় শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আল-খাবরা শাখার আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর বিকাল ৫টায় সফরকারীরা রিয়াদের উদ্দেশ্যে আল-খাবরা ত্যাগ করেন।

ইসলামী সেমিনার

রিয়াদ, সঊদী আরব ২৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার: 'আল-হেরা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী' রিয়াদ কর্তৃক আয়োজিত 'আহলেহাদীছ কি ও কেন?' শীর্ষক এক সেমিনার অদ্য ২৯ অক্টোবর রোজ বৃহস্পতিবার রিয়াদের হারাস্থ কোকোপাম রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সময় রাত ৮টায় স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে সেমিনারের সূচনা করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রিয়াদ অঞ্চলের পুরাতন সানাইয়া শাখার সহ-সভাপতি জনাব রফীকুল ইসলাম। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি জনাব মোকাম্মাল হক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সেক্রেটারী মুহাম্মাদ আবদুল হাই।

সেমিনারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত 'আহলেহাদীছ কি ও কেন?' শীর্ষক মূল প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনান 'আল-হেরা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী'র পরিচালক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াহেদ। রিয়াদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বহু সংখ্যক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, একাউন্টেন্ট, শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ী, প্রবাসী মহলে সুপরিচিত প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গসহ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' রিয়াদ অঞ্চলের বিভিন্ন শাখার নেতা-কর্মীগণ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রবন্ধের উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও মতামত পেশ করেন নাযিম সরকারী হসপিটাল, রিয়াদ-এর বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নিয়াজ মুহাম্মাদ খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসাইন, আল-ইয়ামামা বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ-এর লেকচারার মুহাম্মাদ জোনাইদ মুনির ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ-এর টিচার্স ট্রেনিং-এ অধ্যয়নরত ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন প্রমুখ।

সেমিনার শেষে রিয়াদে মাসিক আত-তাহরীক-এর উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে উৎসাহী পাঠকবৃন্দ 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' গঠন করেন। পাঠক ফোরামের আহ্বায়ক কমিটির প্রধান ইঞ্জিনিয়ার আবদুল হাই হাওলাদার তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে উপস্থিত শ্রোতাদের পাঠক ফোরাম গঠনে পূর্ণ সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ এবং নিয়মিত আত-তাহরীক পাঠের আহ্বান জানান।

Contents

তাবলীগী সভা

লক্ষ্মীপুর, ঝিনাইদহ ২৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় লক্ষ্মীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিশ্বের সর্বত্র আজ অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। শান্তির অন্বেষায় সকল মানুষ আজ পাগলপরা। কিন্তু কোথাও শান্তি নেই। শান্তির জন্য মানব রচিত যত তন্ত্রমন্ত্র আছে সবকিছুই ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় মানুষকে ইলাহী বিধানের কাছে ফিরে আসার কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, একমাত্র অহি-র বিধানই মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে। তিনি সমবেত সকলকে নির্ভেজাল তাওহীদের অনন্য প্লাটফরম 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

বাগাতিপাড়া, নাটোর ১৯ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় বাঁশবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামনগর ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ড. মুহাম্মাদ আলীকে আহ্বায়ক ও মুহাম্মাদ আবু বকর ছিদ্দীককে যুগ্ম-আহবায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

চন্দন শহর, রাজশাহী ৩০ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে চারঘাট থানাধীন চন্দন শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম সমবেত সকল মুছল্লীবৃন্দকে অহি-র বিধান অনুযায়ী জীবন গঠনের উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদেরকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অহি-র বিধান মেনে চলতে হবে। কেননা 'অহি' হচ্ছে অভ্রান্ত, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। অহি-র আলোকে আমাদের সার্বিক জীবন ঢেলে সাজাতে পারলে ইহকালে আমরা পাব শান্তি এবং পরকালে জাহান্নাম থেকে মিলবে মুক্তি।

মহারাজপুর, নাটোর ৩ নভেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মহারাজপুর মাঠপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আবু সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, পরের দিন ৪ নভেম্বর বুধবার বাদ ফজর মহারাজপুর মাদরাসায় অপর এক তাবলীগী সভায়ও তিনি বক্তব্য পেশ করেন।

মনিগ্রাম, রাজশাহী ৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চারঘাট থানাধীন মনিগ্রাম এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদ্রীস আলী। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসেছিলেন মানবতার জন্য রহমত হিসাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণের মধ্যে যেমন রহমত রয়েছে, তেমনি রাসূলের জীবনীতে রয়েছে মানুষের জীবনের সকল বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান। সুতরাং তাঁর অনুসরণ করলে যাবতীয় দলবিভক্তির অবসান ঘটবে। তিনি সমবেত সবাইকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলের অনুসরণের উদাত্ত আহ্বান জানান।

ইসলামী সম্মেলন

অহি-র বিধানের অনুসরণই মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

বাগডোব, মহাদেবপুর, নওগাঁ ১ ও ২ নভেম্বর রবি ও সোমবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগডোব এলাকার যৌথ উদ্যোগে বাগডোব উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে ১ ও ২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, মানব রচিত মতবাদ সমূহ মানুষের শান্তি ও কল্যাণ বিধানে ব্যর্থ হয়েছে। এ কারণে বিশ্বকে অহি-র বিধানের কাছেই ফিরে যেতে হবে। অভ্রান্ত এ বিধানে সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নিহিত আছে। অতএব সকল তন্ত্র-মন্ত্র ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গঠনে সচেষ্ট হ'তে হবে।

১ম দিন বাদ আছর স্থানীয় লক্ষ্মীপুর মাদরাসার সহকারী শিক্ষক মাওলানা নূর মুহাম্মাদের সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। ১ম দিন প্রধান আলোচক ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (কমপ্লেক্স) নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন বাগমারা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সদস্য মাস্টার নিযামুল হক, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। ২য় দিন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ শহীদুল আলম।

Contents

একদিনের সফরে সাতক্ষীরায় আমীরে জামা'আত

৭ নভেম্বর শনিবার: অদ্য সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহী থেকে ট্রেনযোগে রওয়ানা হয়ে যশোরে আসেন। অতঃপর সাতক্ষীরা পৌঁছে বাদ আছর ও মাগরিব ট্রাষ্ট ও মাদরাসার দায়িত্বশীলদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরদিন ৮ নভেম্বর রবিবার তিনি যেলা দায়িত্বশীলদের সাথে নিয়ে কপোতাক্ষ নদীর পানিতে গত কয়েক মাস যাবত ডুবে থাকা কলারোয়া, তালা ও পাটকেলঘাটা থানার যুগীখালি, সরসকাঠি, ধানদিয়া, আছিমতলা, কাটাখালি প্রভৃতি এলাকার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা সরেযমীনে পরিদর্শন করেন।

অতঃপর মাণিকহার জামে মসজিদে এসে যোহরের ছালাত আদায় করেন। সেখানে উপস্থিত বিরাট সংখ্যক মুছল্লীর উদ্দেশ্যে দেওয়া নাতিদীর্ঘ ভাষণে তিনি এলাকাবাসীর প্রতি সমবেদনা জানান এবং তাঁর দীর্ঘ কারাবাসকালীন সময়ে সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এলাকা সভাপতি জনাব আব্দুর রহমান সানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আবদুর রহমান, সহ-সভাপতি মাষ্টার আমীনুদ্দীন, সেক্রেটারী মাওলানা ফযলুর রহমান, 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসায়েন, বর্তমান সেক্রেটারী মুযাফফর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শেষে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ বক্তব্য পেশ করেন মসজিদের খতীব মাওলানা সায়ফুল্লাহ। পরদিন ভোরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যশোর হয়ে ট্রেনযোগে রাজশাহী ফিরে আসেন।

যুবসংঘ

তাবলীগী সভা

মজীদপুর, যশোর ১০ নভেম্বর মঙ্গলবার: অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কেশবপুর থানাধীন মজীদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নিয়মিত মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মহিলা সংস্থা

গাংনী, মেহেরপুর ২৩ অক্টোবর শুক্রবার: অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে বাঁশবাড়িয়া কলোনীপাড়ায় এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ পরিষদ সদস্যা আঞ্জুমান আরা সুলতানা। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী, মেহেরপুর ৩০ অক্টোবর শুক্রবার: অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে সাহারবাটি শাখায় এক তাবলীগী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর সাধারণ পরিষদ সদস্যা আঞ্জুমান আরা সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

কমিটি গঠন

পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ৯ নভেম্বর সোমবার: অদ্য বাদ আছর মোহনপুর থানাধীন পিয়ারপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মৌগাছী এলাকা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আলহাজ্জ যয়নুল আবেদীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় 'যুব বিষয়ক সম্পাদক ও রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব নিযামুদ্দীন। অনুষ্ঠানে শরীফা খাতুনকে সভানেত্রী ও নাজমা খাতুনকে সম্পাদিকা করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' পিয়ারপুর শাখা গঠন করা হয়।

Contents

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

আধুনিক ইসলাম ভাবনা

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম দুনিয়ায় এসেছে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আর মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্বে আরব দেশে অনাচার-অবিচার ছিল, অহেতুক রক্তপাতের ঘটনা ছিল; হিংসা-বিদ্বেষ-হানাহানি ছিল। বিভিন্ন প্রকার বিশৃংখলা ছিল সমাজে। তৎকালীন ইতিহাসই তা প্রমাণ করে। কুরআন মাজীদে যেসকল অতীত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাতেও অশান্তি এবং বিশৃংখলার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। সর্বকালেই আল্লাহ্র দ্বীন ইসলাম চেয়েছে অনাচার-অবিচার ও অশান্তির মূলোৎপাটন করতে। মহানবী (ছাঃ) নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বেই 'হিলফুল ফুযূল' নামে এক শান্তি সংগঠন কায়েম করেছিলেন। ইসলামের আবির্ভাবের সংগে সংগে অশান্ত আরবে শান্তির ফোয়ারা বয়ে গিয়েছিল, তা ঐতিহাসিক সত্য। তবু কতিপয় ইহুদী-নাছারা-মুশরিক ইসলামকে কখনও সুনজরে দেখেনি। তাদের বক্তব্য ইসলাম তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অথচ এমন কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই যে, কারো গর্দানে তরবারী ঠেকিয়ে বলা হয়েছে, ইসলাম কবুল করো, নতুবা ধড় থেকে গর্দান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বস্তুতঃ ইসলাম প্রচারিত এবং সম্প্রসারিত হয়েছে উদারতার মাধ্যমে।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ্র দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা- 'ইহুদী-নাছারা ও মুশরিকরা ইসলাম তথা মুসলমানদের দুশমন' *(মায়েদাহ ৫/৫১, ৮২)*। এ বিষয়ে অন্ততঃ মুসলমানদের কোন বিকল্প ভাবনার অবকাশ নেই। তাছাড়া বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি তারই জাজ্বল্যমান প্রমাণ বহন করে। কোন মুসলিম দেশকে শক্তিশালী হ'তে দেখলেই ইহুদী-নাছারা বুকের টনক নড়ে যায়। তার বারোটা না বাজিয়ে সুস্থির হ'তে পারে না। সেজন্য তাদের ছল-ছুঁতোর কোন অভাব হয় না। আফগানিস্তান এবং ইরাককে তারা অকারণেই ছারখার করে দিয়েছে। আবার ইরান কিংবা পাকিস্তান পারমাণবিক স্থাপনা নির্মাণ করতে গেলে বুশ-ব্লেয়ার-শ্যারনের আঁতে ঘা লাগে। জাতিসংঘে নালিশ দেবার আবশ্যকতা দেখা দেয়। কিন্তু ভারতের সঙ্গে যৌথ অস্ত্র নির্মাণ এবং পারমাণবিক চুক্তি করতে আমেরিকান বুশের কোন বাধা হয় না। বিশ্বের কেউ এ ব্যাপারে টু-শব্দটিও করছে না। শুধু ইরান-পাকিস্তানের বেলায় সবার আপত্তি। এ ব্যাপারটা কেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে না? পড়ল আর মরল কায়দায় ত্বরিত গতিতে ভুঁইফোড় ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের জন্ম হ'তে পারে, পূর্ব তিমুরের ইন্দোনেশিয়া থেকে বেরিয়ে স্বাধীন খৃষ্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় খুব একটা সময় লাগে না। কিন্তু অর্ধ শতাব্দীর অধিক সময় ধরে আন্দোলন এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেও ফিলিস্তীনে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পায় না, কাশ্মীর এখনো স্বাধীন হয় না। এসব ব্যাপার কি আমরা ভেবে দেখেছি?

ইসলামী খেলাফত ভেঙ্গে গিয়ে মুসলমানদের কপাল পুড়েছে। ইহুদী-খৃষ্টানদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে সেই পতনের ফলে। শুধু কি তাই? মুসলমানরা শক্তির সঙ্গে ঈমানও হারিয়ে ফেলেছে অনেকটাই। আজ মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের ঐক্য নেই। মুসলমানের বিপদাপদে মুসলমানের কোন মাথা ব্যথা নেই। মুসলমানের আমল-আখলাক্ব আজ মুসলমানের কাছেই নিন্দিত। খাঁটি ইসলামত্বকে আজ মুসলমানরাই বলে মৌলবাদ (নিন্দার্থে); ফৎওয়া (ইসলামের আইনী ফায়ছালা)-কে বলে ফৎওয়াবাজি। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামকে ভাবে অযোগ্য। মুসলমান সন্ত্রাসীকে বলা হয় ইসলামী জঙ্গী। অথচ ইসলাম জঙ্গীপনা (চরমপন্থার যুদ্ধবাজি/ফ্যাসিজম) সমর্থন করে না। ইসলাম বলে আক্রান্ত না হয়ে কাউকে আক্রমণ করো না; নর হত্যা-আত্মহত্যা মহাপাপ। ইসলামে কোথাও জঙ্গীপনার সুযোগ নেই। যদি কেউ মুসলমান হয়েও ইসলাম অসমর্থিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, তখন সে আর মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। আর যা ইসলামে নেই তাকে 'ইসলামী' বলার যুক্তি কোথায়? আসলে যাদের কাছে ইসলাম অপসন্দের, তারাই এ ধরনের মন্তব্য করে থাকে।

অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী ভাবধারায় অনুরক্ত হয়ে একদল মুসলমান ইসলামী বিষয়ে বিভিন্ন খুঁৎ দেখতে পায় এবং অনৈসলামিক বিষয়াদিকে উৎকৃষ্ট মনে করে। আমাদের দেশের এক উচ্চ শিক্ষিতা ঔপন্যাসিকের নাম সেলিনা হোসেন। ২০০৫ সালের 'মুক্তকণ্ঠ'-এর ঈদ সংখ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'নির্বাণ একটি কঠিন কথা। উচ্চারণ করেছিলেন আমার একজন অত্যন্ত প্রিয় মানুষ গৌতম বুদ্ধ। আমাকে যদি কোনদিন বলা হয় আপনাকে চারটি ধর্ম দিলাম,

** সম্পাদক, কালান্তর, রাজবাড়ী, পিরোজপুর।*

Contents

আপনি একটি পসন্দ করুন, আমি বৌদ্ধধর্ম পসন্দ করব। জন্মসূত্রে আমি মুসলিম, এটাকে আমি অবজ্ঞা করি না, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস নীতি, শান্তির পথের বাণী আমার কাছে জীবনের মৌল সত্য। আমি অন্য অনেক কিছুর মধ্যে তা খুঁজে পাই না। নিজের স্বার্থ-মোহ ইত্যাদি ত্যাগ করে নির্বাণ লাভ করা একজন মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে'। সেলিনা হোসেন শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রীর অধিকারিণী। তিনি আবার একজন খ্যাতিমান কথাশিল্পীও। তার নিশ্চয়ই জানা থাকা উচিত যে, একটি ধর্ম পালন করতে থাকলে অন্য আরেকটি ধর্মকে সমর্থন করবার অবকাশ থাকে না। বিশেষত ইসলাম ধর্মমতে বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং একনিষ্ঠতাই কাম্য। যে ধর্মের প্রতি তা থাকে না, তা পালন করার কোন প্রয়োজন থাকে না। বিশ্বাস বিহীন ধর্ম পালনে কোন ফায়দা নেই। পালন করা এবং না করা একই কথা। ইসলাম ধর্ম পাঁচটি স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তার প্রথম স্তম্ভটি হ'ল ঈমান (বিশ্বাস)। এটিই যদি নড়বড়ে হয় তাহ'লে ধর্ম পালন অন্তঃসারশূন্য হ'তে বাধ্য। সেলিনা হোসেনের উদ্দেশ্যেই বলছি, ইসলামের মহানবী (ছাঃ)-এর মধ্যে কি আপনি কোন অহিংসনীতি দেখতে পেলেন না? মহানবী (ছাঃ) এর জীবনে কি স্বার্থ মোহ ত্যাগের কোন দৃষ্টান্ত নেই? যিনি অহিংস নীতিতে থাকেন, তিনি শত্রুকেও ক্ষমা করেন। মহানবী (ছাঃ)-এর জীবনে কি তেমন ঘটনা ঘটেনি? যদি ঘটেই থাকে, তাহ'লে আপনার বৌদ্ধ ধর্ম নির্বাচনের কী আবশ্যকতা? আর যদি ইসলামের মহানবী (ছাঃ)-এর মধ্যে এসব কিছু আপনি খুঁজে না পেয়ে থাকেন, তাহ'লে আপনার ইসলাম ধর্মে থাকা সঠিক হয়নি। 'দু'দিল বান্দা কালিমাচোর, না পায় শ্মশান না পায় গোর'- কথাটা আপনি শোনেননি কখনও? কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেছেন, 'রাসূল তোমাদের উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*। এটাও কি আপনার জানা নেই? জেনে রাখুন! স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য অবহেলা করে গৌতম বুদ্ধ যে নির্বাণ খুঁজেছেন, তা মরীচিকা। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বৈরাগ্য হাছিল করার জন্য পৃথিবীতে পাঠাননি।

মধ্য যুগের কবি আব্দুল হাকিম লিখেছিলেন,

'যেজন বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সেজন কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।

এই উক্তিটি ইসলাম নিন্দাকারী মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঘুরিয়ে বলা যায়,

যে জন ইসলামে থাকি ইসলামকে বলে মন্দ
তার শরীরে কি করে থাকে মুসলমানের গন্ধ?

ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুরা বিরুদ্ধবাদী হবে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমানের মুখে ইসলামী বিষয়ের নিন্দা মানায় না। আবার যদি সেই মুখে ইসলাম বিরোধী ইহুদী-খৃষ্টানের প্রশস্তি শোনা যায়, শোনা যায় বাতিল ধর্মের গুণগান, তাহ'লে ধরে নিতে হবে, এরাও শত্রু, তবে এরা ছদ্মবেশী শত্রু। এরা ইহুদী-নাছারাদের চাইতেও ভয়ংকর। এরা মুসলমানদের ভেতরে থেকেই ইঁদুরের মতো সব কেটে-কুটে সর্বনাশ ঘটানোর সুযোগ নিচ্ছে। প্রকাশ্য শত্রুর চাইতে এই শত্রুরা আরও ভয়ংকর। এরাই ইসলাম এবং মুসলমানের বিপদ এবং সর্বনাশকে ত্বরান্বিত করবে। অতএব দ্বীনদার মুসলমান, এদের থেকে সাবধান হও!

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৮১) ঈদুল আযহার সময় ছাড়া অন্য সময়ে কুরবানীর মানত করা যায় কি? মানত করা প্রাণীর গোশত খাওয়ার হকদার কে?

-ময়নুল ইসলাম
মুহাম্মাদপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদুল আযহার কুরবানী নির্ধারিত সময় ছাড়া হয় না। মানতের জন্য যবহকৃত পশুর গোশত ফকীর-মিসকীনকে দিতে হবে। নিজে খেতে পারবে না। আর কুরবানীর গোশত সবাই খাবে। ক্ষমতা বহির্ভূত কিংবা বান্দার সাধ্যের বাইরে এমন মানত পূরণ করা আবশ্যক নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৭ 'মানত সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। আর এমন মানতের কাফফারা হ'ল দশটি মিসকীন খাওয়ানো অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্নঃ (২/৮২) আমি একটি লাইব্রেরী করতে চাই। উক্ত লাইব্রেরী থেকে যে ব্যক্তি ১০ হাযার টাকার বই ক্রয় করবে তাকে ১ হাযার টাকা এবং ৫ হাযার টাকার ক্রয় করলে ৫০০ টাকা হাদিয়া দিব। এভাবে কেউ কাউকে ক্রয় করতে উদ্বুদ্ধ করলেও তাকে অনুরূপ দিব। এভাবে দেয়া যাবে কি?

শহীদুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ এভাবে করা যাবে না। বরং যারা উদ্বুদ্ধ করবে তাদের জন্য বেতন ভাতা নির্ধারণ করা যায় এবং যারা ক্রয় করবে তাদের জন্য আমভাবে কমিশন নির্ধারণ করা যায়।

প্রশ্নঃ (৩/৮৩) ব্যবহার্য ও খাদ্য দ্রব্যে হারাম জিনিস মিশানো থাকলে (যেমন সাবান বা পেপসিতে শুকরের চর্বি মিশানো হয়।) তা খাওয়া বা ব্যবহার করা যাবে কি?

-আহমাদুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাবান ও পেপসিতে শুকরের চর্বি মিশানো হয় বলে প্রমাণিত হ'লে, তা অবশ্যই হারাম হবে। কারণ যেসব জিনিসে হারাম বস্তু মিশানো হয় তা ব্যবহার করা যাবে না, খাওয়া বা ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি যাতে সন্দেহ রয়েছে সেটাও খাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হালাল স্পষ্ট, হারাম স্পষ্ট। এর মাঝে একটি সন্দেহযুক্ত জিনিস রয়েছে যা হারাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*।

প্রশ্নঃ (৪/৮৪) যোহর ও মাগরিবের সুন্নাতের পর যে অতিরিক্ত দু'রাক'আত করে ছালাত আদায় করা হয়, এ সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?

-মুমিনুল ইসলাম
নামাযগড় মাদরাসা, নওগাঁ।

উত্তরঃ এ বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

প্রশ্নঃ (৫/৮৫) কারো গাছের ফল না বলে পেড়ে খাওয়া যাবে কি?

-আব্দুল কুদ্দুস
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়া পর্যন্ত গাছের ফল পেড়ে খাওয়া যায়। কিন্তু পকেট ভরে বাড়ী নেওয়া যাবে না। তবে ঝরে পড়লে সব অবস্থাতেই খাওয়া যায়। গোবারা বংশের জনৈক ছাহাবী বলেন, এক বছর আমরা দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়ি। আমি মদীনায় পৌঁছে একটি বাগানের নীচে আসি। বাগানের ফল ছিঁড়ে কিছু খাই এবং কিছু আমার কাপড়ে বেঁধে নিই। এ সময় বাগানের মালিক এসে আমাকে মারল এবং আমার কাপড় কেড়ে নিল। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বিষয়টি অবগত করালাম। তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি তাকে খেতে দাওনি যখন সে ক্ষুধার্ত। তুমি তাকে শিখিয়ে দাওনি যখন সে অজ্ঞ। নবী করীম (ছাঃ) তাকে কাপড় ফেরত দিতে বললেন এবং এক ওয়াসাক্ব (৬০ ছা') অথবা আধা ওয়াসাক্ব খাদ্য প্রদানের আদেশ করলেন *(ইবনু মাজাহ হা/২২৯৮)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় (ক্ষুধার্ত হ'লে) ফল খাও, তবে বেঁধে নিয়ে যেয়ো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩০১)*।

প্রশ্নঃ (৬/৮৬) গরুর গায়ে এক প্রকার উকুন হয় যাকে আমাদের এলাকায় আঠোল বলে। আমাদের এলাকার লোকেরা গরুর গা থেকে এ আঠোল ছাড়িয়ে আগুনে পোড়ায়। এভাবে পোড়ানো যাবে কি?

-আব্দুল হামীদ
চাটাইডুবি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

Contents

উত্তরঃ কোন প্রাণীকে আগুন দিয়ে পোড়ানো যাবে না। কারণ আগুন দিয়ে শাস্তি আল্লাহ দিয়ে থাকেন' *(বুখারী হা/২৫১; আবুদাঊদ হা/৪৩৫১; ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/৮৭) সব মানতই পূরণ করতে হয় কি? মানতের পরিচয় সহ বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল আহাদ
চরকুড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ক্ষমতা বহির্ভূত এবং অসৎকর্মে কোন মানত পূরণ করতে হয় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৮ 'মানত সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। 'মানত' বলতে শরী'আতে যরূরী নয় এমন কিছু কাজকে নিজের উপর যরূরী করে নেয়া। মানত দু'ভাগে বিভক্ত- শর্তাধীন ও শর্ত বিহীন। শর্তাধীন মানত যেমন আমার রোগী ভাল হ'লে অথবা আমার কাজ সফল হ'লে আল্লাহ্র নামে ১টি ছিয়াম পালন করব কিংবা একটি পশু ছাদাক্বা করব। এ অবস্থায় আশা পূর্ণ হ'লে মানত পূরণ করতে হবে। আর আশা পূরণ না হ'লে মানত পূর্ণ করতে হবে না। আর শর্ত বিহীন হ'লে সব সময় মানত পূর্ণ করতে হবে। যেমন কেউ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে চাইল কিংবা দান করতে চাইল। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক কোন মানত করল, সে যেন তা পূর্ণ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১২২ 'মানত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮৮) অনেক সময় গাভী যবেহ করার পর পেটে বাচ্চা পাওয়া যায়। এ অবস্থায় গাভীর গোশত খাওয়া যাবে কি?

-কাওছার
ত্রিমোহনী, ঢাক।

উত্তরঃ গাভীর গোশত খাওয়া যাবে। এমনকি রুচি হ'লে পেটের বাচ্চাও খেতে পারে। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা উটনী, গাভী ও ছাগী যবেহ করি এবং কখনো কখনো আমরা তার পেটে বাচ্চা পাই। আমরা ঐ বাচ্চা ফেলে দিব, না খাব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের ইচ্ছা হ'লে খাও। কারণ বাচ্চার মাকে যবেহ করা বাচ্চাকে যবেহ করার শামিল' *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী; মিশকাত হা/৪০৯১-৯২ 'যবহ ও শিকার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৯/৮৯) জনৈক বক্তা বলেন, পাঁচটি রাত জেগে ইবাদত করলে তার জন্য জান্নাত যরূরী হয়ে যাবে। (১) তারবিয়ার রাত (২) আরাফার রাত (৩) কুরবানীর রাত (৪) ঈদুল ফিতরের রাত (৫) ১৫ শা'বানের রাত। এ হাদীছটি কি ঠিক?

-মীযান
চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হাদীছটি জাল *(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/১৫৬০)*।

প্রশ্নঃ (১০/৯০) আমাদের এলাকায় অনেক সময় চেয়ারম্যান, মিম্বাররা সামাজিক বিচার-আচার করতে গিয়ে কুরআন-হাদীছ বিরোধী কাজ করে। এরা একাজের জন্য দায়ী হবে কি?

-মুহাম্মাদ আলী
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ এ অবস্থায় তারা গুনাহগার হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বিচারক তিন ভাগে বিভক্ত। (১) হক জেনে সে অনুযায়ী বিচার করল তার জন্য জান্নাত। (২) হক জেনে তার বিপরীত বিচার করল অথবা (৩) না বুঝে বিচার করল। এ দু'এর জন্য জাহান্নাম *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৩৫ ' নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/৯১) 'হজ্জ মানুষের পাপকে ধুয়ে দেয় যেভাবে পানি ময়লাকে ধুয়ে দেয়' এ হাদীছ কি ঠিক?

-বেদানা খাতুন
মেহেরপুর।

উত্তরঃ এ হাদীছটি জাল *(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/১৫৯৪)*। তবে নিম্নের হাদীছটি ঠিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা হজ্জ ও ওমরা কর। হজ্জ-ওমরা মানুষের দরিদ্রতা দূর করে ও পাপ মিটিয়ে দেয়। যেভাবে হাপর সোনা-রূপা ও লোহার মরিচা দূর করে। আর কবুল হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হ'ল জান্নাত' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৫২৪ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১২/৯২) মানুষ মারা গেলে তাকে দাফন করার পর ৪০ কদম চলে আসার পর মোর্দাকে কি জীবিত করে প্রশ্ন করা হয়, না রূহের কাছে প্রশ্ন করা হয়?

আতিয়ার রহমান
বাগআঁচড়া, শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ চল্লিশ কদম চলে আসলে তাকে প্রশ্ন করা হয় মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়া সম্পন্ন হ'লে মুনকার ও নাকীর নামক দু'জন ফেরেশতা তার নিকট আগমন করেন *(ছহীহ তিরমিযী হা/১০৭১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৯১; মিশকাত হা/১৩০)*। তার দেহে তার আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে উঠিয়ে বসানো হয়। অতঃপর নির্দিষ্ট তিনটি প্রশ্ন করা হয় *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৩১, ১৬৩০)*। এ থেকে বুঝা যায় রূহ সমেত দেহকে প্রশ্ন করা হয়। তবে সেই রূহ ও দেহাবয়ব কেমন হবে, সেটি সম্পূর্ণ গায়েবী বিষয়।

প্রশ্নঃ (১৩/৯৩) আমাদের এখানে একটি জুম'আ মসজিদের কিছু অংশ সরকারী জমিতে ও কিছু অংশ মসজিদের নিজস্ব জমিতে রয়েছে। এ মসজিদে জুম'আর ছালাত হবে কি?

-নূর আলী

Contents

বহরমপুর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ মসজিদে জুম‘আর ছালাত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার জন্য পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে *(আহমাদ, ইরওয়া ১/৩১৬)*। তবে মসজিদ করার জন্য পুরা জমি ওয়াকফ করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/৪৫৪)* এবং এলাকার সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তার নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৪/৯৪) মসজিদে ই‘তেকাফ না করলে মহল্লাবাসী গুনাহগার হয় একথা কি ঠিক?

-রুবেল
নামাযবাড়ী, বুড়িমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ একথা ঠিক নয়। কারণ ই‘তেকাফ একটি সুন্নাত ইবাদত, যা করলে ছাওয়াব আছে না করলে গোনাহ নেই।

প্রশ্নঃ (১৫/৯৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইবাদতের মাপকাঠি ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মাহে আলম
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মাপকাঠি হ’ল ছহীহ হাদীছ। তাঁর জীবনের যে ইবাদতগুলো ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সেগুলোই আমাদের জন্য পালনযোগ্য। যেমন ঐসব যিকির আযকার, তাসবীহ-তাহলীল ও নফল ছালাত যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্নঃ (১৬/৯৬) জানাযার ছালাতে আমরা ডানে-বামে উভয় দিকে সালাম ফিরাই। কিন্তু কোন কোন আলেম বলেন, বাম দিকে সালাম না ফিরালেও চলবে। কোনটি সঠিক?

-মুহাম্মাদ ফুয়াদ
সারুলিয়া, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ অন্যান্য ছালাতের ন্যায় উভয় দিকে সালামের ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, লোকেরা তিনটি আমল ছেড়ে দিয়েছে যেগুলো রাসূল (ছাঃ) করতেন। সেগুলোর একটি হচ্ছে জানাযার ছালাতের সালাম অন্যান্য ছালাতের সালামের ন্যায় হওয়া’ *(বায়হাক্বী, ত্বাবারানী, সনদ হাসান, আলবানী, আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ৮৪)*। আবার শুধুমাত্র ডান দিকে সালাম দেয়া মর্মেও আবূ হুরায়রাহ হতে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চার তাকবীরে জানাযার ছালাত আদায় করেন এবং এক সালাম দেন *(দারাকুতনী হা/১৮৩৯, ১৮৬৪; সনদ হাসান, আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ৮৫)*। উভয়টিই সঠিক যেটির উপরেই আমল করা হোক না কেন সুন্নাতের উপর আমল হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (১৭/৯৭) পাঞ্জাবী কাদের পোশাক? মুসলমানদের নির্দিষ্ট কোন পোশাক আছে কি?

-আমিনা সুলতানা
ধুনট, বগুড়া।

উত্তর ঃ ইসলাম ধর্মে এমন পোষাক পরিধান করা নিষেধ যে পোষাককে অন্য কোন ধর্মের নিদর্শন বা বিশেষ আলামত হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। পাঞ্জাবী মুসলিমরা সহ যে কেউ পরতে পারে। তবে বৃটিশদের রেখে যাওয়া শার্টের বিপরীতে পাঞ্জাবী এদেশে দ্বীনদার মুসলমানদের পোষাক হিসাবে পরিচিত। একইভাবে মুসলমানদের কলিদার পাঞ্জাবীর বিপরীতে হিন্দুদের পাঞ্জাবী আলাদা। ‘ইসলাম’ হ’ল বিশ্বধর্ম। স্থান-কাল ও আবহাওয়া ভেদে মুসলমান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পোষাক পরতে পারে। এজন্য তাকে সর্বদা নিম্নোক্ত ৪টি মূলনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।-১. পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য থাকবে দেহকে আবৃত করা। যেন পোষাক পরা সত্ত্বেও লজ্জাস্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা৩৫২৪, ‘ক্বিছাছ’ অধ্যায়)*। ২. ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হ’তে হবে। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতে হবে। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে *(আ‘রাফ ২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ ‘আদব’ অনুচ্ছেদ; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৫০ ‘লিবাস’ অধ্যায়; আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৩৭)*। ৩. পোষাক যেন অমুসলিমদের সাদৃশ্য না হয় *(আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত হা/৪৩৩৭)*। ৪.পোষাকে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪, আবুদাউদ, মিশকাত হা/ ৪৩৪৬; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২২)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৯৮) খাৎনা করার সুন্নাত কখন থেকে চালু হয়? কত বছর বয়স হ’লে খাৎনা করাতে হবে?

-আব্দুছ ছাদেক
সোনাপুর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ হাদীছে খাৎনা করাকে মানুষের জন্য ফিৎরত বা স্বভাবজাত বলা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২০ ‘পোষাক’ অধ্যায় ‘চুল আঁচড়ানো’ অনুচ্ছেদ)*। এটি মূলতঃ নবীগণের সুন্নাত এবং নিঃসন্দেহে চিরন্তন মানবীয় সভ্যতার পরিচায়ক। তাই এটি কবে থেকে চালু হয়েছে, সেকথা সঠিকভাবে বলা যাবে না। হাদীছ থেকে একথা জানা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে আল্লাহ্র হুকুমে নিজের খাৎনা করেছিলেন *(বুখারী হা/৩৩৫৬, ৬২৯৮; মুসলিম হা/২৩৭০)*। খাৎনা কত বছরে করতে হবে এ মর্মে নির্দিষ্টভাবে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে শিশুকালেই একর্তব্য সম্পন্ন করা আবশ্যক।

Contents

প্রশ্নঃ (১৯/৯৯) পুরুষের সতর হচ্ছে নাভীর নীচ হতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত। কিন্তু কৃষিকাজ বা অন্য কোন কারণে সতর রক্ষা না হ'লে সেজন্য কবীরা গোনাহ হবে কি?

-মাহফুযুর রহমান
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ পুরুষের সতর হচ্ছে নাভী হ'তে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত *(ছহীহ জামে'উছ ছাগীর হা/৫৫৮৩; ইরওয়াউল গালীল হা/২৭১)*। সর্বদা তা ঢেকে রাখা ওয়াজিব। আর ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে গুনাহ হবে। অতএব কৃষিকাজ করার সময়েও সতর ঢেকে রেখে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢিলেঢালা পাজামা বা প্যান্ট বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (২০/১০০) আমাদের এলাকার এক মসজিদে আমরা এক সঙ্গে ছালাত আদায় করতাম। কিন্তু সেখানে শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত আমল করা হয়। অনেক চেষ্টা করেও তা থেকে বিরত করা যায়নি। বিধায় আমরা উক্ত মসজিদ থেকে ১০০ গজ দূরে একটি পৃথক মসজিদ তৈরি করে ছালাত আদায় করছি। উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় হবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ
কাযীপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মসজিদ তৈরীর আগেই ফৎওয়া জেনে নেওয়া আবশ্যক ছিল। ১০০ গজ দূরে মসজিদ করার পিছনে উপরোক্ত যুক্তি সমূহের বাস্তবতা প্রশ্নসাপেক্ষ। সংশ্লিষ্ট মুছল্লীদের সকলের সম্মতি ও যথাযথ কারণ ব্যতীত মসজিদ পৃথক করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

প্রশ্নঃ (২১/১০১) আমরা জানি যে, মানুষের ভাগ্যলিপি আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে লিখিত হয়েছে। তাহ'লে যার ভাগ্যে জাহান্নামী হিসাবে লেখা আছে তার এমন কোন আমল আছে কি যার মাধ্যমে সে জান্নাতী হ'তে পারে?

-আতিক হাসান
তামাই, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ তাকদীরে জান্নাতী বা জাহান্নামী যা লেখা আছে, শেষ পর্যন্ত সে আমলই সে করবে। জাহান্নামী দু'ধরনের। (১) চিরস্থায়ী জাহান্নামী, তারা হচ্ছে কাফির ও মুশরিক। (২) অস্থায়ী জাহান্নামী, এরা মুসলিম কিন্তু গোনাহ্গার। জাহান্নামে তার পাপের সমপরিমাণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতঃপর মুসলিম হওয়ায় আর কখনও শিরক না করার কারণে তাকে পরবর্তীতে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর পাপে জড়িত হওয়ার পরেও যদি আল্লাহ তার অন্য কোন ভাল কর্মের কারণে তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান তাহ'লে সে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং শাফা'আত লাভ করার মাধ্যমে জান্নাতে যাবে। ভাগ্যলিপি যেহেতু গায়েবের বিষয়, সেহেতু কারো জানা নেই যে, কার ভাগ্যে কি রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় সবাইকে ভাল আমল করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২২/১০২) জানাযা ছালাতের পূর্বে নছীহতমূলক আলোচনা করার কোন বিধান আছে কি?

-ইঞ্জিনিয়ার আবুল কাশেম
মাস্টারপাড়া, কাটিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছালাতের পূর্বে ইমাম ছাহেবের উচিত হবে মৃত ব্যক্তির নিকট কারো কোন পাওনা আছে কি-না বা কেউ কোন কিছুর দাবীদার আছে কি-না তা জিজ্ঞেস করে দাবীদার থাকলে তা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ সময় ইমাম ছাহেব পরকাল বিষয়ক কিছু নছীহত করতে পারেন। কিন্তু অন্যদের বক্তব্য রাখার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না *(বুখারী হা/২২৯১; নাসাঈ হা/১৯৬১)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১০৩) একটি হাদীছে এসেছে, যদি তোমরা পাপ না করতে তাহ'লে আল্লাহ অবশ্যই এমন একদলকে সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করত, আবার ক্ষমা চাইত... (তিরমিযী)। পক্ষান্তরে আলাহ বলেন, 'যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে (পাপ করার কারণে) বিলুপ্ত করে দিবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন' (ইবরাহীম ১৯)। উক্ত বিষয়ে সমাধান দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মুত্তালিব
চাঁদপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ দ্বারা পাপ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এমন ধারণা করা যাবে না। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ মাত্রই ভুল করবে এটা মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ প্রকৃতি দিয়েই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থী হ'লে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন। অন্য হাদীছে এসেছে, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী, আর সর্বোত্তম ভুলকারী হচ্ছে তাওবাকারীগণ' *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৯৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১)*।

এ হাদীছের মধ্যে আল্লাহ যে ক্ষমাকারী তাঁর এ বৈশিষ্ট্যকেই মুখ্য বিবেচ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এ হাদীছে গুনাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এরূপ ভাবা ঠিক নয়। পক্ষান্তরে আয়াতের ভাবার্থ এই যে, যদি সব মানুষ আল্লাহর নাফরমানী করত, তাঁর আনুগত্য করা থেকে দূরে সরে যেত তাহ'লে তিনি তাদের ধ্বংস করে দিয়ে নতুন আরেকটি জাতি সৃষ্টি করতেন।

প্রশ্নঃ (২৪/১০৪) বাসে, ট্রেনে বা অন্য কোন যানবাহনে সফরকালীন সময়ে পানি বা মাটি না পাওয়া গেলে কিভাবে ছালাত আদায় করতে হবে?

-ডাঃ রফীকুল ইসলাম

বাংলা বাজার, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নিরুপায় অবস্থায় তায়াম্মুম ছাড়াই ছালাত আদায় করবে। পানি পাওয়ার পর পুনরায় আদায় করতে হবে না *(মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৭১ 'ওযু ও তায়াম্মুমের সুযোগ না থাকা অবস্থায় ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। সচেতন মুছল্লীর উচিত হবে, ব্যাগে সর্বদা মাটির ঢেলা রাখা। যাতে প্রয়োজনে তায়াম্মুম করা যায়।

প্রশ্নঃ (২৫/১০৫) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিজের লেখা কোন গ্রন্থ আছে কি? ফিক্বহের গ্রন্থ যেমন হিদায়া, শরহে বিকায়া, কুদূরী কিংবা মাযহাবপন্থী কোন কিতাব না মানলে গোনাহ হবে কি?

-আবুল হোসাইন
কেন্দুয়াপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ পাঁচটি কিতাবকে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর কিতাব হিসাবে সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখ করা হয়। (১) হাম্মাদ ইবনু আবী হানীফার বর্ণনায় 'আল-ফিকহুল আকবার' (২) আবূ মুতী' আল-বালখীর বর্ণনায় 'আল-ফিকহুল আকবার' (৩) আবূ মুকাতিল সামারকান্দীর বর্ণনায় 'আল-আলেম ওয়াল মুতা'আল্লিম' (৪) রিসালাতুল ইমাম আবী হানীফা ইলা ওছমান আল-বাত্তী। (৫) আবূ ইউসুফের বর্ণনায় 'আল-অছিয়াহ্'। তবে শায়খ মুহাম্মাদ আল-খুমাইয়েস বলেছেন, বর্ণনার নিরিখে এবং মুহাদ্দিছগণের নীতির উপর নির্ভর করে যাচাই বাছাই করলে সাব্যস্ত হয় না যে, ইমাম আবূ হানীফার লিখিত কোন গ্রন্থ আছে। যুবায়দী এবং আবুল খায়ের হানাফী বলেছেন, এ কিতাবগুলো সরাসরি ইমাম আবূ হানীফার লিখিত নয়। বরং তিনি যা কিছু লিখিয়েছেন সেগুলোকে এবং তার কথাগুলোকে তার ছাত্ররা জমা করে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেছেন *(উছূলুদ দীন ইনদা আবী হানীফাহ্ , পৃঃ ১৪০)*।

বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা তাঁর বক্তব্য লিখতে দেখে ইমাম আবু হানীফা একদিন তাঁর প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফকে ধমক দিয়ে বলেন, ويك يا يعقوب! لا تكتب كلَّ ما تسمعهُ مني فإني قد أرى الرأىَ اليوم فأَتركُه غـــدًا وأرى الرأىَ غدًا وأَتركهُ بعد غـــدٍ– 'সাবধান হে ইয়াকূব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে যা-ই শুনো তা-ই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজকে যে রায় দেই কালকে তা প্রত্যাহার করি। কালকে যে রায় দেই, পরশু তা প্রত্যাহার করি' *(খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ (মিসর: ১৩৪৯/১৯৩১খৃঃ), ১৩/৪০২পৃঃ)*। অতএব সঠিক কথা এই যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ফিক্বহের উপর কোন কিতাব সংকলন করে যাননি। যদি 'ফিক্বহে আকবার' ও 'মুসনাদে আবু হানীফা'-কে তাঁর কিতাব বলে ধরেও নেওয়া হয়, তাহ'লে প্রথমোক্ত ছোট পুস্তকটি আক্বায়েদের উপর লিখিত এবং শেষোক্তটি হাদীছের সংক্ষিপ্ত সংকলন মাত্র। ... বস্তুতঃ প্রসিদ্ধ চার ইমামের মধ্যে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ব্যতীত বাকী তিনজনের কেউই ফেক্বহী বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করে যাননি। যা কিছুই তাঁদের নামে চালু হয়েছে, পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সবই তাঁদের অনুসারী পরবর্তী বিদ্বানগণের রচিত। ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (মৃঃ ৭০২হিঃ) চার মাযহাবে প্রচলিত ছহীহ হাদীছ বিরোধী ফৎওয়া সমূহের একটি বিরাট সংকলন তৈরী করেছিলেন। যার ভূমিকাতে তিনি ঘোষণা করেন, إن نسبة هذه المـــسائل إلى الأئمـــة المجتهدين حرام 'এই মাসআলাগুলি চার ইমামের নামে চার মাযহাবে চালু থাকলেও এগুলোকে তাঁদের দিকে সম্পর্কিত করা হারাম'। এগুলির মাধ্যমে তাঁদের উপর মিথ্যারোপ করা হয়েছে মাত্র। খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আল্লামা তাফতাযানী, শা'রাবী, অলিউল্লাহ দেহলভী, মোল্লা মুঈন সিন্ধী, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী প্রমুখ সকলেই একথা স্বীকার করেছেন *(দ্রঃ থিসিস, পৃঃ ১৭০-৭২, ঐ, টীকা ৫৯-৬০)*। এক্ষণে প্রশ্নে বর্ণিত ফিক্বহের কিতাব সমূহের যেসব ফৎওয়া পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুকূলে এবং মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসারে লিখিত, সেগুলি মান্য করা যাবে। বাকীগুলি পরিত্যাজ্য। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্নঃ (২৬/১০৬) জান্নাতের স্তর সমূহ এবং স্তর সমূহের মধ্যকার ব্যবধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহজাহান আলী
ভাদিয়ালী, সোনবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জান্নাতের স্তরগুলো কি পরিমাণে তা নির্দিষ্ট করে বলা ঠিক হবে না (যদিও কোন কোন হাদীছে একশতটির কথা উলেখ করা হয়েছে)। কারণ বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্নভাবে জান্নাতের স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন একটি হাদীছে এসেছে, প্রত্যেকের জন্য দুনিয়াতে পঠিতব্য আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে জান্নাতে তার জন্য স্তর হবে এবং তাকে একটি একটি করে আয়াত পাঠ করার দ্বারা একেকটি স্তরে উঠতে বলা হবে *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৯১৪; ছহীহ আবু দাঊদ হা/১৪৬৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে, জান্নাতের মধ্যে একশতটি স্তর রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতি দু'স্তরের মধ্যকার দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যের দূরত্বের ন্যায় *(বুখারী হা/২৭৯০, ৭৪২৩)*। ফিরদাঊসকে জান্নাতের সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ স্থান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেটি আরশের নীচে। সেখান থেকেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হয়ে থাকে *(বুখারী হা/২৭৯০; হা/৭৪২৩)*। আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন কর্মের দ্বারা মানুষের মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি করেন *(মুসলিম হা/২৫১, 'জান্নাত ও জাহান্নাম' অধ্যায় হা/২৮৩১)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১০৭) আমার পিতা-মাতার কবরের পার্শ্বে অন্য লোকের বাড়ী হওয়ায় তারা উক্ত কবরের উপর দিয়েই চলাফেরা করে। এমতাবস্থায় কবর অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি? কবর স্থানান্তরের ক্ষেত্রে নতুন করে জানাযার প্রয়োজন আছে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক
মহিষবাথান উত্তরপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরের সম্মান করা ওয়াজিব। যদি কবর নতুন হয়, তবে তাকে হেফাযত করতে হবে। আর যদি বহু বছরের পুরাতন হয়, তাহ'লে নিশ্চিহ্ন কবর হিসাবে ধর্তব্য হবে এবং উপায়ান্তর না থাকলে তার উপর দিয়ে চলা যাবে। তবে যেকোন বাধ্যগত অবস্থায় কবর স্থানান্তর করায় কোন দোষ নেই। এজন্য নতুন করে জানাযার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নঃ (২৮/১০৮) সফরে গমনকালে বাড়ীতেই যোহর ও আছরের ছালাত একসাথে জমা করে আদায় করা যাবে কি?

-মাহবূবুর রহমান
পীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সফরে গমনকালে বাড়ীতেই উভয় ছালাতকে একত্রিত করে আদায় করা যাবে না। সফরে বেরিয়ে কিছু দূর গিয়ে আদায় করতে পারবেন।

প্রশ্নঃ (২৯/১০৯) আসহাবে কাহফের ঘটনা বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ ওমর ফারূক
বায়েযীদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ যে দেশে ঘটনাটি ঘটেছিল সেখানে কতিপয় যুবক ছিল যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করত এবং তারা যাবতীয় ফরযগুলো আদায় করত। তাদের একটি কুকুরও ছিল। সেখানে একজন নিকৃষ্ট বাদশা ছিল যে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করত। লোকদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে তার উপাসনা করার নির্দেশ প্রদান করত। কিন্তু সেই যুবক দল ঈমানী বলে বলীয়ান হওয়ায় তারা তাকে সিজদাহ করতে এবং তার উপাসনা করতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ তারা জানত যে, আল্লাহ হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয় যার কোন শরীক নেই। এ কারণে সে বাদশা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাদশার লোকেরা তাদেরকে ধরার জন্য তাদের পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু যুবকরা একটি বড় গর্তের মধ্যে আত্মগোপন করে। আর কুকুরটি গর্তের প্রবেশ পথে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিমায় বসে যায়। যারা গর্তের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। এ যুবকরা সে গর্তে তিনশত নয় বছর অবস্থান করেছিল। তাদের এ দীর্ঘ সময় গর্তের মধ্যে অবস্থান করা সহ আরো কিছু তথ্য আল্লাহ্ সূরা কাহফের মধ্যে (৯-২৬ আয়াত) উল্লেখ করেছেন। তারা ঘুম থেকে উঠে খাবারের জন্য তিনশত বছর পূর্বের মুদ্রা দোকানীর নিকট দিলে তাদের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায়। ঐ অত্যাচারী শাসক মারা গেছে বহুকাল পূর্বে। কিন্তু গর্তটি কোন্ দেশের কোথায় তা জানা যায় না। কুরআন এবং হাদীছের মধ্যে নির্দিষ্ট করে কোন তথ্যও দেয়া হয়নি। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর নেককার বান্দাদের প্রতি তাদেরকে অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে রক্ষার জন্যে এ ছিল এক বিরাট অনুগ্রহ এবং এটি ছিল আল্লাাহর পক্ষ থেকে এক বিরল নিদর্শনমূলক ঘটনা। মানুষের পুনরুত্থান যে ঘটবে এবং তা ঘটানো যে আল্লাহর নিকট অতি সহজ ব্যাপার তার অকাট্য দলীল হচ্ছে উক্ত ঘটনা।

প্রশ্নঃ (৩০/১১০) মহিলারা ভূমিষ্ঠ সন্তানের কানে আযান দিতে পারবে কি?

-মুসাব্বির
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তরঃ মহিলারা ভূমিষ্ঠ সন্তানের কানে আযান দিতে পারবেন। মূল লক্ষ্য হচ্ছে সন্তানের কানে আযান পৌঁছানো। অতএব এ ক্ষেত্রে পুরুষ বা নারী যে কেউ আযান দিলে সুন্নাতের উপর আমল হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (৩১/১১১) ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাত ছালাত ছেড়ে দিলে তার পরিণাম কি হবে তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

উত্তরঃ ফরয ছালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সুনানে রাতেবা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেওয়াতে বড় ধরণের নেকী থেকে মাহরূম হ'তে হবে। যদিও সে এ জন্য গোনাহগার হবে না। এছাড়া নফল ছালাতের মাধ্যমে ফরয ছালাতের ত্রুটিসমূহের কাফফারা আদায়ে সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হবে। রাসূল (ছাঃ) এসব ছালাতের ক্বাযা আদায় করেছেন। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 'নফল ইবাদতসমূহ পালনের মাধ্যমে বান্দা আমার নৈকট্য হাছিলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই হয়ে যাই তার কান যা দিয়ে সে শোনে; আমিই হয়ে যাই তার চোখ যা দিয়ে সে দেখে; আমিই হয়ে যাই তার হাত যা দিয়ে সে ধারণ করে; আমিই হয়ে যাই তার পা যা দ্বারা সে চলাফেরা করে। এমতবস্থায় সে আমার কাছে যা প্রার্থনা করে আমি তা দান করি আর যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে আমি তাকে আশ্রয় দান করি'... *(বুখারী, মিশকাত হা/২২৬৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে বারো রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরী করা হবে *(তিরমিযী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫৯)*। ইবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) থেকে যোহরের পূর্বে দু'রাক'আত সহ সর্বমোট দশ রাক'আতের নিয়মিত আমলের কথা এসেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬০)*। বিশেষভাবে বিতরের ছালাত এবং ফজরের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাসূল (ছাঃ) মুক্বীম বা মুসাফির কোন অবস্থাতেই এই ছালাতদ্বয় ত্যাগ করেননি। অতএব সুনানে রাতেবা এমনকি অন্যান্য নফল ছালাত ইচ্ছাকৃত ও নিয়মিতভাবে পরিত্যাগ করলে তা রাসূলের অবাধ্যতামূলক কাজ হবে। অবশ্য বাধ্যগত কারণে সাময়িকভাবে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করাতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্নঃ (৩২/১১২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত কে পড়ান? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ কামরুল হাসান
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা হয়নি। বরং প্রত্যেকেই পৃথকভাবে আদায় করেন বলে সীরাত গ্রন্থসমূহে এসেছে। বিভিন্ন রেওয়ায়াতসমুহে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর জানাযার ছালাত সর্বপ্রথম আদায় করেন তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)। কেননা তিনি ছিলেন বনু হাশেমের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তাঁর পরিবারবর্গ, মুহাজির ও আনছারগণ। অতঃপর মহিলাগণ। অতঃপর বালকগণ। দশ দশ জন করে রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করে পৃথক পৃথক ছালাত আদায় করেন *(আর-রাহীকুল মাখতুম পৃঃ ৪৭১)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১১৩) চাচার মৃত্যুর পর ভাতিজা কি চাচীকে বিবাহ করতে পারবে?

-মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক ত্রিশালী
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মুহাররামাতের মধ্যে চাচী অন্তর্ভুক্ত নন *(নিসা ২৩)*। অতএব চাচার মৃত্যু বা তালাক প্রদানের পর ইদ্দত পূরণ সাপেক্ষে চাচীকে বিয়ে করা যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/১১৪) জানাবাত তথা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বা মসজিদে প্রবেশ করা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ এনামুল হক
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

উত্তরঃ জানাবাতের (যে অপবিত্রতা গোসল ফরয করে) অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা উচিৎ নয়। কুরআনের হুরমত তথা সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে এই নীতি পালন করতে হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না' *(ওয়াকি'আহ ৭৯)*। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) থেকেও বর্ণনা এসেছে *(মালিক, দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৪৬৫)*। তবে বর্ণিত 'পবিত্র ব্যক্তি' সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, এখানে পবিত্র ব্যক্তি সে-ই যে যাবতীয় ছোট-বড় অপবিত্রতা (যা ওযু বা গোসল ফরয করে দেয়) তা থেকে মুক্ত। অর্থাৎ কুরআন স্পর্শ করতে চাইলে তাকে অবশ্যই ওযু বা গোসল দ্বারা পবিত্র হতে হবে। তবে ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইমাম বুখারী, ইবনুল ক্বাইয়িম এবং শায়খ আলবানী প্রমুখ বিদ্বানের মতে, এখানে পবিত্রতার অর্থ শিরক থেকে পবিত্র থাকা। অর্থাৎ মুশরিক ব্যক্তি ছাড়া সকল মুমিন ওযু-গোসলবিহীন অবস্থাতেও পবিত্র কুরআন স্পর্শ করতে পারবে।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জুনুবী অবস্থায় গোসল না করে কুরআন পাঠ করা যাবে না' *(আহমাদ হা/৮৭২)* এবং আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত 'রাসূল (ছাঃ) সর্বাবস্থায় কুরআন পড়েছেন কেবল জানাবাতের অবস্থা ব্যতিত' *(আবুদাউদ,ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৪৬০)* মর্মের হাদীছগুলোকে অধিকাংশ মুহাদ্দিছ ছহীহ বা হাসান পর্যায়ের বললেও শায়খ আলবানী বিস্তারিত তাহক্বীক্বের পর এগুলিকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন *(ইরওয়াউল গালীল হা/১২২, তামামুল মিন্নাহ ১/১০৭ ও যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১২৯)*। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীছের সূত্রগুলোও শক্তিশালী নয়। অতএব সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায় যে, জুনুবী ব্যক্তি কুরআন স্পর্শ ছাড়া সাধারণভাবে মুখস্ত পাঠ করতে পারে। কিন্তু স্পর্শ করতে চাইলে এমনকি ছোট অপবিত্রতার (যেমন-বায়ু নিঃসরণ) কারণেও তার জন্য পবিত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা কুরআন তেলাওয়াত একটি ইবাদত। ইবাদত করার জন্য সার্বিকভাবে পবিত্র হওয়া যরূরী। এ ক্ষেত্রে স্কুল-মাদরাসায় কুরআন হিফয বা ক্রয়-বিক্রয় ও অনুরূপ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য ওযর হেতু ওলামায়ে কেরাম শিথিলতা দেখিয়েছেন। তদুপরি কুরআনের প্রতি আদবস্বরূপ সর্বাবস্থায় পবিত্রতার সাথে স্পর্শ করাটাই উত্তম ও তাক্বওয়াপূর্ণ মনে হয়। কেননা শিক্ষার্থীদেরকেই যদি কুরআন তেলাওয়াতের আদব শিক্ষা না দেওয়া হয়, তবে আর কাকে দিতে হবে? তবে তাফসীরসহ কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়; কেননা তা সরাসরি কুরআনের মুছহাফ নয় *(মাজমু'আ ফাৎওয়া ইবনে বায নং-১১৮)*। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আর জুনুবী ব্যক্তি কোন কারণে মসজিদে প্রবেশ করলে তাতে সমস্যা নেই বলে অনুমিত হয়। কেননা নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ আবু দাঊদ হা/৪০)*। তাছাড়া ছাহাবায়ে কেরাম কোন কোন সময় জুনুবী অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করেছেন বলে বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে *(ফাৎওয়া আল-লাজনা আদ-দায়েমা নং-৩৭১৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১১৫) স্ত্রীর পক্ষ থেকে রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম স্বামী পালন করতে পারে কি?

-এমদাদুল হক
কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী

উত্তরঃ সাধারণভাবে কারো ক্বাযা ছালাত বা ছিয়াম অন্য কেউ আদায় করতে পারে না *(মুওয়াত্ত্বা, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২০৩৫; হিদায়াতুর রুওয়াত হা/১৯৭৭)*। তাই অসুস্থতার কারণে যদি কেউ ছিয়াম ক্বাযা করে এবং সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহ'লে ফিদইয়া হিসাবে প্রতিদিনের বদলে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে হয়। তবে যদি ক্বাযা ছিয়াম অবস্থায় কেউ মারা যায় তাহ'লে তার উত্তরাধীকারগণ তার পক্ষ থেকে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করে দিতে পারেন *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২০৩৩; বায়হাক্বী, দারাকুৎনী হা/২৩৫৭)*। অবশ্য শায়খ আলবানী প্রমুখ উপরোক্ত হাদীছকে মানতের সাথে খাছ করেছেন অর্থাৎ তাঁদের মতে মৃত্যুর পর কেবল মানতের ছিয়াম আদায় করা যাবে, সাধারণ ক্বাযা ছিয়াম নয়। উল্লেখ্য, মৃত্যুর পর ক্বাযা ছিয়ামের ফিদইয়া প্রদানের হাদীছটি দুর্বল *(যঈফ তিরমিযী হা/৭১৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১১৬) মানব জীবনের প্রতিটি বিষয় তাক্বদীরে কিভাবে পূর্ব নির্ধারিত? বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন।

Contents

-আরীফুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস বান্দার মৌলিক ও অপরিহার্য ছয়টি আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। তাক্বদীর মহাবিশ্বের সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি গায়েবী বিষয়, যার রহস্য মহান আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেউ অবগত নন। এজন্য এ প্রসঙ্গে অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৯৮)*। সাধারণভাবে বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, যেমন একজন লোকের সামনে ফলের রস ভর্তি গ্লাস রাখা রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে তা পান করতে পারে, নাও পারে। অর্থাৎ সে পান করতে বাধ্য নয়। অতঃপর যদি সে পান করে, তবে তা আল্লাহ্র জ্ঞানে পূর্ব থেকেই রক্ষিত রয়েছে। আবার যদি পান না করে, তবুও তা আল্লাহর জ্ঞানে আগে থেকেই রক্ষিত আছে। যদি বলা হয় এর ব্যাখ্যা কি? এর জবাব এতটুকুই দেওয়া যায় যে, অসীম জ্ঞানের অধিকারী মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি রহস্য মানুষের স্বল্পজ্ঞান দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। মানুষের সৎ-অসৎ যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বক্তব্যই প্রযোজ্য। একজন পাপাচারী পাপকর্মের দিকে প্রবৃত্ত হয় এবং নিজ হাতে তা বাস্তবায়ন করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু একই সাথে আল্লাহ্র জ্ঞান বা পূর্বনির্ধারণ থেকে বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। এটা আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম ক্ষমতা ও হিকমতের বহিঃপ্রকাশ। এক্ষণে বান্দা যেহেতু নিজের তাক্বদীর জানে না, অতএব তাকে আল্লাহ্র বিধান মেনে কাজ করে যেতে হবে। তার সাধ্যমত চেষ্টার পরেও যেটা ঘটবে, বুঝতে হবে সেটাই ছিল তার তাক্বদীরের লিখন।

প্রশ্নঃ (৩৭/১১৭) ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে। তিনি কি আগমন করেছেন? মাহদী (আঃ)-এর গায়ের রং নাকি খুবই উজ্জ্বল হবে এবং তাঁর মুখমণ্ডলে বিশেষ নূরের জ্যোতি বিকশিত হবে। এই বিশেষ জ্যোতি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

-শামিমা আখতার বানু
মুকন্দপুর, আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ মাহদীর আগমন ক্বিয়ামতের বড় আলামতগুলোর অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, মাহদী হবেন আমার বংশের, উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট ও উঁচু নাক বিশিষ্ট। তিনি ন্যায় ও ইনছাফ দ্বারা যমীনকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন, যেমনভাবে তার পূর্বে তা যুলুম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সাত বছর পৃথিবী শাসন করবেন *(আবু দাউদ, মিশকাত হা/৫৪৫৪)*। তিনি ফাতেমার আওলাদভুক্ত হবেন। তার নাম ও পিতার নাম, আমার নাম ও পিতার নামের সাথে মিলবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫২-৫৩)*। তার চেহারার উজ্জ্বলতা বা জ্যোতি কি ধরনের হবে তার ব্যাখ্যা হাদীছে আসে নি। আর তিনি এখনও আগমন করেছেন কি না এ নিয়ে গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তিনি আল্লাহ্র হুকুমেই ঈসা (আঃ) আগমনের নিকটবর্তী সময়ে আগমন করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৬-০৭)*। হাদীছে বর্ণিত সমস্ত গুণাবলী যখন তাঁর মাঝে একত্রিত হবে এবং তিনি সমস্ত পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনছাফের সমাজ প্রতিষ্ঠা করবেন, তখন সকলেই তাঁকে চিনতে পারবে। কারো কাছে তিনি গোপন থাকবেন না। অতএব আমাদের উচিৎ হবে এসব বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা না চালিয়ে পরকালীন জীবনের জন্য সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করা। যেমনভাবে রাসূল (ছা) কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল ক্বিয়ামত কবে হবে? রাসূল (ছাঃ) পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তুমি সে জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? *(বুখারী হা/৩৬৮৮,মুসলিম হা/২৬৩৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১১৮) সূরা ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ আস্তে না জোরে পড়তে হবে?

-ফযলুল হক
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ মুছল্লী প্রতি রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পূর্বে নীরবে 'বিসমিল্লাহ' পড়বে। আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবু বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। কিন্তু তাদের কাউকে জোরে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি *(আহমাদ, মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ৩/৩৯)*। ইবনে খুযায়মার রেওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, 'তারা চুপে চুপে পড়তেন' *(হা/৪৯৪-৯৭, সনদ ছহীহ)*। - বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৪৯।

প্রশ্নঃ (৩৯/১১৯) যুলহিজ্জার চাঁদ উঠলে নখ, চুল ইত্যাদি না কেটে ঈদের ছালাতের পর কাটার এই সুন্নাতটি কি কেবল কুরবানী দাতার জন্য প্রযোজ্য হবে? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ কামরুল হাসান
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

উত্তরঃ হুকুমটি মূলতঃ কুরবানীদাতাদের জন্য প্রযোজ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী প্রদানের ইচ্ছা রাখে সে যেন কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্বীয় চুল ও নখ কর্তন থেকে বিরত থাকে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯)*। তবে যারা কুরবানী দিতে অপারগ তারাও যদি খালেছ নিয়তে এ হুকুমটি পালন করেন তবে আল্লাহর নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে বলে আশা করা যায় *(আবু দাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯ 'ছালাত' অধ্যায় 'আতীরাহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১২০) আত্মহত্যাকারীর জানাযার ছালাত পড়া যাবে কি?

-আব্দুল আযীয
মালীবাগ, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ আত্মহত্যাকারীর জানাযা রাসূল (ছাঃ) পড়েননি *(মুসলিম, বলূগুল মারাম হা/৫৪২)*। রাসূল (ছাঃ) এক বড় অপরাধীর জানাযা না পড়ে অন্যকে পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭১০; ইবনু মাজাহ হা/২৮৪৮)*।